দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা।

কারণ অনুসন্ধান

এবং

নিবারণের উপায়।

শ্রীরাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

ভগীরথপুর।

GUPTA PRESS.

CALCUTTA

শকাব্দা ১৮১৮।
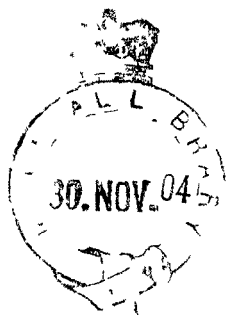
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক

গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

উপহার।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী

মহোদয়।

দাদাবাবু,

আপনার সঙ্গে আমার অবস্থাগত ও জাতিগত পার্থক্য বড় বেশী। এক পক্ষে আপনি ধনকুবের, আমি পথের ভিখারী; অন্য পক্ষে আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আপনি শূদ্র, এরূপ বৈষম্যে পরস্পর স্নেহ বা প্রণয় প্রায়ই জন্মে না। কিন্তু আপনি অমায়িকতার বশবর্ত্তী হইয়া আমার প্রতি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে উক্ত সাধারণ নিয়মের বিশেষ বিধি বলিয়া বোধ হয। আমার সহোদর ভ্রাতার নিকট যে স্বাধীনতা লইতে হয়তো আমি কুণ্ঠিত হই, আপনার নিকট অম্লানবদনে তাহা উপভোগ করিয়া থাকি। ইহা অবশ্য আপনার মহত্ত্ব পরিচায়ক। আপনার সেই স্নেহ, অনুগ্রহ এবং আপনার নিকট প্রাপ্ত উপকারের জন্য এক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন অন্য প্রতিদান বা প্রত্যুপকার করিবার শক্তি আমার নাই। কমলার কৃপায় আপনার ধন-জনের অভাব নাই, সুতরাং আমার ন্যায অর্থহীন লোকের নিকট আপনার প্রত্যাশা করিবার কি আছে? আপনি আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন না বটে, কিন্তু

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র

প্রবন্ধটী আপনার কর-কমলে অর্পণ করিলাম।

এই প্রবন্ধ আমার কেবল পরিশ্রমের ফল, বস্তুতঃ ইহাতে আপনার স্বামিত্বই অধিক। কারণ ইহা অনেক দিন হইল লিখিত হইয়াছিল, অথচ অর্থাভাবে এতদিন মুদ্রিত হইতে পারে নাই, এক্ষণে আপনার বদান্যতা গুণেই ইহা সাধারণ সমক্ষে প্রচারিত হইল।

অন্যপক্ষে আপনি একজন বর্দ্ধিষ্ঠ জমিদার ও বিদ্যোৎসাহী এবং ইহাতে জমীদার শ্রেণীর কর্ত্তব্য লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এই প্রবন্ধ উপহার গ্রহণ করিবার পক্ষে আপনি যোগ্য পাত্র। কিন্তু আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ উপহারের যোগ্য বস্তু নহে। তবে এই মাত্র ভরসা যে, আন্তরিক শ্রদ্ধার আবরণে আবৃত অতি তুচ্ছ পদার্থ ও মহতের নিকট সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, সেই সাহসেই ইহা আপনাকে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম, আশা করি আপনি ইহা সাদরে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। পরিশেষে প্রার্থনা করি আপনি ভগবানের কৃপায় সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া দরিদ্রের ভরণ পোষণ করতঃ সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন ইতি।

ভগীরথপুর (মুর্শিদাবাদ)।

২৫শে আষাঢ়,
শকাব্দা ১৮১৮

আপনার স্নেহ
ও
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,

শ্রীরাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে প্রকাশিত "হিন্দুরঞ্জিকা" নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রথমে ১৩০০ সালের বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া পরে নানা কারণে স্থগিত হয়। পর বৎসর বৈশাখ মাসে আমি "হিন্দু রঞ্জিকার" সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করার পর, রাজসাহী জজ আদালতের উকিল, আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এল, মহোদয় উক্ত প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিয়া তাহাদের 'রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়ের" সহিত সংস্পৃষ্ট আলোচনাসমিতিতে (Debating club) পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার অনুরোধ ক্রমে এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অধিকাংশ লিখিত ও পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ অনেক স্থানে পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৩০২ সালের ২২শে ও ২৪শে বৈশাখ তারিখে উক্ত সমিতির অধিবেশনে পঠিত হয়। প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে বন্ধু কালিবাবু আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে সুপরামর্শ দেন, তজ্জন্য তিনি শত শত ধন্যবাদের পাত্র। সভার সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য, বি, এল, ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল, প্রভৃতি কতিপয় সভ্য মহোদয় আমাকে পঠিত প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য সভা স্থলেই পরামর্শ দেন। শারীরিক অসুস্থতা ও অর্থাভাব বশতঃ এতদিন তাহাদের পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভগীরথপুর গ্রামের খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালী কৃষ্ণ চৌধুরী মহোদয় এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবার জন্য একশত টাকা সাহায্য করেন, এবং ঐ গ্রামস্থ জমীদার আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র লাল চৌধুরী তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাহাদের সাহায্যেই এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, তজ্জন্য তাঁহারা উভয়ে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

পরোপকার-ব্রতে ব্রতী, শিক্ষা পরিচয়-সম্পাদক, কর্ত্তব্য-পরায়ণ আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, মহোদয় পরিশ্রম স্বীকার করতঃ এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ভাষাগত ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দেন। পরে প্রবন্ধের হস্তলিপির অনুলিপি করিবার সময় ইহার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সময়ে, ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর গোস্বামী মহাশয় সময়ে সময়ে নকল করিয়া ও ভাষাগত দুর্জ্ঞেয় স্থান সরল করিবার জন্য সুপরামর্শ দেন। পরিশেষে আমার সোদর প্রতিম পরম স্নেহাস্পদ খ্যাতনামা কবিরাজ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করতঃ প্রুফসংশোধন ও তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে ভাষাগত ভ্রান্তি-সংশোধন করিয়া দিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহারা সকলেই আমার অশেষ ধন্যবাদার্হ এবং কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

শরৎ বাবু এই প্রবন্ধের হস্তলিপি দেখার পর, ইহার ভাষা সাধারণ লোকের বুঝিবার সুগমের জন্য আরও সরল করিতে পরামর্শ দেন। আমার ও সাধ্যানুসারে সেরূপ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যদি ইহা সাধারণের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এবং তজ্জন্য পুনর্ব্বার প্রকাশের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই সময় ঐ বিষয় চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি।

শ্রীরাধিকা নাথ শর্ম্মা।

দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা।

কারণ অনুসন্ধান।

এই স্বর্ণ-ভূমি ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণ কি? বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনোমধ্যে উদিত হয়। আজ মান্দ্রাজ প্রদেশে দুভিক্ষ, কাল বঙ্গের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ; এই রূপ দুর্ভিক্ষের কথা প্রায়ই শুনা যায়। এই ভয়ঙ্কর দুভিক্ষে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে; বৎসর বৎসর কত শত লোক যে সেই জন্য অন্নাভাবে প্রকৃত পক্ষে অকালে মরিয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। যাহা হইতে ভারতবাসীর, এই সুমহৎ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার কার্য্য-কারণ নির্ণয় করতঃ, তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন এবং তৎসঙ্গে সেই উদ্ভাবিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রাণ-মনো-হারী সুললিত সঙ্গীত, আত্ম-বিস্মরণকারী সুমধুর প্রেমালাপ, এ সকলই ক্ষুধার নিকট নতশির। জঠরানলের জ্বালা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে সমাজ পেটের চিন্তায় অস্থির, সে সমাজের উন্নতি সম্ভবে না। রাজনৈতিক আন্দোলন, বিদ্যানুশীলন, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল কার্য্যেরই অন্তরায় বুভুক্ষা। খাদ্য সামগ্রী দ্বারা সেই অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা দূর হয়, এবং সেই প্রয়োজনীয় উপকরণের দুল্লভতাই দুভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যদি কোন কারণে কোন দেশে শরীরপোষণার্থ প্রয়োজনীয় সাধারণ ও ভক্ষ্যোপযোগী প্রধান দ্রব্যাদির এরূপ অভাব হয় যে, অর্থের দ্বারাও তাহা ক্রয় করিতে পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তবে তাহাকে মুখ্য দুর্ভিক্ষ বলা যাইতে পারে। আর যে সকল কারণের সমবায়ে উক্ত প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য ক্রমে এরূপ দুর্ম্মূল্য

হইয়া উঠে যে, সাধারণ লোকে শরীরপোষণোপযোগী খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে অক্ষম হয় এবং তজ্জন্য উদর পুরিয়া আহার করিতে পায় না বলিয়া পরোক্ষ-ভাবে তাহাদের দৈহিক উপাদান ক্ষয় পাইতে থাকে, সেরূপ অবস্থাকে গৌণ দুর্ভিক্ষ বা আমাদের দেশের চলিত কথায় অন্নকষ্ট বলা যাইতে পারে। মুখ্য দুর্ভিক্ষ সচরাচর ঘটে না, কিন্তু গৌণ দুর্ভিক্ষ প্রায় সকল সভ্য দেশেই ঘটিয়া থাকে। মুখ্য দুর্ভিক্ষের ফল আকস্মিক ও প্রত্যক্ষ, গৌণ দুর্ভিক্ষের ফল ক্রমিক এবং পরোক্ষ। উভয়েরই চরম ফল অকাল মৃত্যু, সুতরাং প্রজানাশ; তবে প্রভেদ এই যে, মুখ্যের ফল দ্রুত এবং গৌণের ফল বিলম্বিত। এই গৌণ দুর্ভিক্ষ এবং দরিদ্রতায় জন্য-জনক সম্বন্ধ। সুতরাং দুই বিষয়ই এক সঙ্গে আলোচনার যোগ্য। এই আলোচনায় ভারতের অন্যান্য স্থানের কথা ছাড়িয়া প্রধানতঃ আমাদের বঙ্গদেশের বিষয় যথাসাধ্য উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উপলক্ষে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে, তাহার মধ্যে অবস্থাবিশেষে অনেক বিষয় সাধারণতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের বা অন্যান্য প্রদেশের পক্ষেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

বঙ্গের স্থায়ী এবং প্রধান অধিবাসীর সাধারণ নাম বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ; সুতরাং চাউলই বাঙ্গালী জাতির খাদ্য দ্রব্যের প্রধান উপ-করণ। গোম, ছোলা, মসুর, কলাই প্রভৃতি শস্য তাহার সহকারী মাত্র। জীবিকার জন্য যে পরিমাণ প্রধান শস্যের প্রয়োজন হইতে পারে তাহার অত্যল্পতাই মুখ্য দুর্ভিক্ষের প্রধান ও প্রথম কারণ। এই কারণ উৎপাদনের আনুসঙ্গিক হেতু বা গৌণ কারণ, যথা—(ক) প্রয়োজনীয় শস্যোৎপত্তির উপযোগী কর্ষিত ভূমির ন্যূনতা। (খ) আশানুযায়ী শস্যোৎপত্তির বিঘ্ন ও তজ্জনিত অভাব, যথা—(খ ১) অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বা স্বল্পবৃষ্টি (খ ২) অসাময়িক বা অকস্মাৎ জলপ্লাবন, (খ ৩) শস্যনাশক কীটাদি দ্বারা অনিষ্ট, যথা পঙ্গপালাদি কর্ত্তৃক অপচয়; (খ ৪) জমীর উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস; (খ ৫) জমীর কর্ষণাদি কার্য্যে শৈথিল্য, (খ ৬) শস্যোৎপাদিকা শক্তির সংরক্ষণ এবং সম্বর্দ্ধনে জ্ঞানের অভাব বা অল্পতা, (খ ৭) প্রয়োজনীয় শ্রমের অভাব বা অল্পতা; (খ ৮) জল সেচনাদি কৃত্রিম উপায়ে শস্যোৎপাদনের সহায়তার ব্যতি-

ক্রম বা ব্যাঘাত। (গ) বিদেশ হইতে শস্যের আমদানীর অভাব অথচ অভাব পূরণের অনতিরিক্ত দেশোৎপন্ন শস্যের বিদেশে রপ্তানী। ২য় মুখ্য কারণ—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, অথচ সেই সঙ্গে কর্ষিত জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া, অথবা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে কর্ষিত জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে অভাব বর্দ্ধিত হয়, তাহা দূর করিবার চেষ্টায় উদাসীনতা। এই সমস্ত কারণ ভিন্ন আর যে সকল আনুষঙ্গিক কারণ আছে, তাহা প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ যোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে লোক সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহার হিসাবে বঙ্গের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত প্রদেশ সমূহে ৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৮ শত ৫ জন স্ত্রীলোক এবং ৩ কোটী ৩১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬ শত ৫১ জন পুরুষ, সর্ব্বশুদ্ধ ৬ কোটী ৬৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৪ শত ৫৬ জন স্থিরীকৃত হয়। পুনরায় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে লোক সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহার হিসাবে দেখা যায়, ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪ শত ৬ জন স্ত্রীলোক এবং ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার ৮ শত ৯৬ জন পুরুষ, অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৭ কোটী ১২ লক্ষ ৭০ হাজার ৩ শত ২ জন অবধারিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দশ বৎসরের মধ্যে লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮ শত ৪৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত লোক সংখ্যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের পরিমাণ যথা ক্রমে :—হিন্দু, ৪ কোটী ৫০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭ শত ৭০ জন; শিখ ৪৩৭ জন; মুশলমান, ২ কোটী ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৪ জন; জৈন এবং বৌদ্ধ, ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ১ শত ৭৭ জন; খৃষ্টান, ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৯ শত ৩১ জন; আদিম অসভ্য জাতীয়, ২৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৪ শত ৪১ জন; এবং অন্যান্য জাতীয়, ৭ হাজার ৪ শত ৭২ জন।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণের সুবিধার নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আমাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্য চাউলের বার্ষিক আয় ব্যয়ের একটা আনুমানিক হিসাব ধরিয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখা যাউক। এই উদ্দেশ্যে এস্থলে ১৮৯২—৯৩ সনের হিসাব ধরা হইল।

ব্যয়।

উপরি উক্ত লোক সংখ্যার সমষ্টির মধ্যে অধিকাংশই প্রধানতঃ অন্নভোজী এবং অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে গোম বা অন্যান্য দ্রব্য প্রধান খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে গণনীয়। এজন্য মোটামুটী ৬ কোটী ৮২ লক্ষ লোককে প্রধানতঃ অন্ন-ভোজীর মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। এই সংখ্যক লোকের প্রাত্যহিক আহারের জন্য,যদ্যপি গড়ে তিন পোযা হিসাবে চাউলের প্রয়োজন হয়, তবে এক বৎসরের জন্য ৪৬ কোটী ৬৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭ শত ৫০ মণ চাউলের আবশ্যক। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বের উল্লিখিত দশ বৎসরের লোক সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণের হিসাবে প্রতিবৎসর গড়ে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮ শত ৮৪ জন ধরা যাইতে পারে। উক্ত হিসাবে এই লোক সংখ্যার জন্য বর্ষে ৩১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত ৪৩ মন চাউলের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত ১৮৯২—৯৩ সনে বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্র পথে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ১ কোটী ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৪ শত ২০ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। সুতরাং ব্যয়ের পরিমাণ সমুদয়ে ৪৮ কোটী ২ লক্ষ ৮ শত ১৩ মণ হয়। এখানে কেবল বহির্বাণিজ্য দ্বারা রপ্তানীর পরিমাণ দেখান গেল, ইহা বাদে অবশ্য অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা রপ্তানী হইয়া থাকে। রপ্তানীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, কেবল আলোচ্য বর্ষে বহির্বাণিজ্য দ্বারা রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা কযেকটী বিশেষ কারণবশতঃ কম হইয়াছিল। ১৮৯১।৯২ সনে ১ কোটী ৪১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত ২১ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। ফলতঃ নূতন চাউল উঠিলেই বহির্বাণিজ্যাদির জন্য চাউল ক্রমশঃ খরিদ আরম্ভ হইয়া থাকে। দেশের লোকের প্রযোজনীয় ব্যবহারের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনের নিমিত্ত কি পরিমাণ চাউল সঞ্চিত রাখিয়া বহির্বাণিজ্যের জন্য বিক্রয় করা উচিত, সে বিষয়ে অবশ্য লক্ষ্য থাকে না বা থাকাও সম্ভবপর নহে; সুতরাং আশু উপকারক লভ্যের প্ররোচনায় চাউল বিক্রীত হইতে থাকে। সে যাহা হউক, উপরি উক্ত হিসাব দ্বারা চাউলের বার্ষিক ব্যয়ের সমষ্টির একটা আনুমানিক পরিমাণ পাওয়া গেল, এক্ষণে আয়ের পরিমাণ দেখা যাউক।

আয়।

গত ১৮৯২।৯৩ সনে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গে ঐ বৎসর হৈমন্তিক ধান্যের আবাদী জমীর পরিমাণ ৩ কোটী ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৩ একার ছিল। ইহার মধ্যে সাওতাল পরগণা এবং আরও দুই একটী সামান্য জেলার পরিমাণ ধরা হয় নাই। বিলাতী এক একার জমী বাঙ্গালার মাপের ৩১০ বিঘার সমান। সাধারণতঃ জমীর উর্ব্বরতা অনুসারে তিন শ্রেণীর জমী ধরা যাইতে পারে। যথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। উত্তম শ্রেণীর জমীতে স্থান বিশেষে দশ মণ হইতে কুড়ি মণ; মধ্যম শ্রেণীর জমীতে ঐরূপ সাত আট মণ হইতে দশমণ এবং অধম শ্রেণীর জমীতে দুই তিন মণ হইতে পাঁচ ছয় মণ পর্য্যন্ত বিঘা ভূমি ধান্য জন্মাইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই উক্ত উত্তম শ্রেণীর জমীর সংখ্যা অতি অল্প এবং মধ্যম ও অধম শ্রেণীর জমীর পরিমাণই অধিক। আরও কৃত্রিম বা অকৃত্রিম উপায়ে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি রক্ষিত বা বর্দ্ধিত না হইলে ঐ শক্তির ক্রমেই খর্ব্বতা হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমাদের দেশে অকৃত্রিম ভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে উর্ব্বরতা শক্তি রক্ষা বা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা অতি অল্প। সুতরাং বিঘা ভূমি প্রতি যদি গড়ে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ সাত মণ, এবং প্রত্যেক মণ ধান্যে গড়ে ছাব্বিশ সের চাউল ধরা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক একার জমীতে গড়ে চৌদ্দ মণ চাউল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিবরণীতে প্রত্যেক একাব জমীতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ পনর মণ ধরা হইয়াছে। যাহা হউক সেই হিসাবে ধরিলে উক্ত আবাদী জমী হইতে ৪৭ কোটী ৯৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯শত ৪৫ মণ চাউল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা ভিন্ন শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আশু ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার পরিমাণ অবশ্য হৈমন্তিক ধান্যের পরিমাণের তুলনায় অতি সামান্য মাত্র। এক দিকে আয়ের অঙ্কে যেমন আশুর পরিমাণ যোগ হইবে, অন্যদিকে গৃহপালিত গ্রাম্য পশুআদি জন্তুগণ যে পরিমাণে চাউল খাইয়া থাকে তদ্বারা ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইবে। এই হিসাবে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ যতদূর ধরা হইল, তাহাতে পরস্পর তুলনা করিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার

৬ শত ৮৮ মণ অধিক হইয়াছে। ঐ আধিক্যের পরোক্ষ ফল স্বরূপ ছুর্ভিক্ষও ঐ বৎসর স্থান বিশেষে অল্প বা অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। যে আয-ব্যযেব হিসাব ধরা গেল, তাহা উভযই আনুমানিক মাত্র। আবাদী জমীর পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে উপাযে নির্দ্ধারিত হয তাহা হাস্যোদ্দীপক, কারণ প্রায়ই গ্রাম্য নিরক্ষর চৌকীদারের প্রত্যুৎপন্নমতির উত্তর হইতে সংখ্যা গণনা করা হইযা থাকে, স্তুতবাং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যাহা হউক এই বিষযে লক্ষ্য আকর্ষণ করাই আনুমানিক হিসাব ধরিযা তুলনা করার প্রধান উদ্দেশ্য মনে কবিতে হইবে। আয-ব্যযের তুলনায আব একটী বিবেচ্য বিষয এই যে, ব্যযের পরিমাণ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষা বৃদ্ধিব সম্ভাবনাই অধিক ধবা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কবিলে আযের পরিমাণেব স্থিরতা নাই, অথচ তাহার বৃদ্ধিব সম্ভাবনা অপেক্ষা বরং হ্রাসের সম্ভাবনা অধিকতর বোধ হয। কারণ নিয়মিত পবিমাণে সকল স্থানে ধান্য উৎপন্ন হওযাব পক্ষে অনেক অন্তবায় আছে। তজ্জন্য কোন কোন স্থানে কোন কোন বৎসর এক বাবেই ফসল উৎপন্ন হয না, আবাব কোন কোন স্থানে অল্পাধিক পরিমাণে ফসল নষ্ট হইযাও যায।

দেশের ছুর্ভিক্ষ নিবাবণেব স্থাযী উপায অবধারণ কল্পে উক্ত আয-ব্যযের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ ব্যয অপেক্ষা আয এরূপ অধিক হওযার প্রযোজন, যাহাতে পর বৎসরের প্রযোজনীয বীজ ভিন্ন আকস্মিক কারণ বশতঃ অজন্মাজনিত অভাব পূরণ হইতে পারে। কারণ আয ব্যয় সম্বন্ধীয় নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেই ছুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। যথা—(১) আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, যেমন রপ্তানী বা লোক সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি; (২) ব্যয পরিমাণের সমভাব বা বৃদ্ধি অথচ আযের হ্রাস; যথা, ফসলের হানি, অথবা ধান্যের আবাদী জমীয়ে অন্য শস্যোৎপাদনে নিযোগ; যেমন কেহ কেহ বলেন যে, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক কৃষক পাটের দর বৃদ্ধি দেখিয়া অধিক লাভের আশায় ধানের জমীতে পাটের আবাদ আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ নিয়োগে অবস্থাবিশেষে অবশ্য সুবিধাও হইতে পারে। যদি এরূপ অবস্থা হয যে, এদেশের উৎপন্ন পাটের বিদেশে

রপ্তানী দ্বারা প্রচুর লাভ হইতেছে, অথচ এদেশের প্রধান খাদ্যোপযোগী শস্য বিদেশ হইতে এখানে আমদানী হওয়ায় এদেশের জমীতে পাটের পরিবর্ত্তে ধান্য উৎপাদন হইলে যে দরে পাওয়া যাইত, সেই দরে অথবা তাহা অপেক্ষা সস্তাদরে পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলেই সুবিধা। আমদানী না থাকা সত্ত্বে যদ্যপি ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত লাভ হইলে হইতে পারে, কিন্তু জাতিগত অনিষ্ট নিশ্চয়ই হইবে। সে অনিষ্ট এই, প্রধান খাদ্য শস্যের মহার্ঘ্য ও তাহার পরিণাম ফল দুর্ভিক্ষ। অন্য পক্ষে এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ ও বিশেষ সন্দেহের বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক, যেন একজন কৃষকের ১২ বিঘা জমী আছে, তাহা হইতে গড়ে বৎসর ৬০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়। ঐ ব্যক্তির নিজ ব্যয়ের জন্য বৎসর ৩০ মণ চাউল লাগে, এবং অবশিষ্ট চাউল বিক্রয় করিয়া তাহার অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। চাউলের দর যেন ৪৲ টাকা মণ। তাহা হইলে মোট চাউলের দাম ২৪০৲ টাকা এবং সাংসারিক অপরাপর ব্যয়ের জন্য বিক্রীত চাউলের মূল্য ১২০৲ টাকা। ঐ ব্যক্তি উক্ত জমীতে অধিক লাভের আশায় পাটের আবাদ করিতে আরম্ভ করিল। উৎপন্ন পাটের মূল্য হইতে যদ্যপি ২৪০৲ টাকার অধিক আয় হয়, অথচ চাউলের দর সমান থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির এরূপ পরিবর্ত্তনে লাভ হইতে পারে। কিন্তু ঘটনা-চক্রের গতি যদি এরূপ হয় যে, উক্ত ব্যক্তির লাভ দেখিয়া আরও অনেক ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল; তাহাতে ভাবী ফল কি দাঁড়াইতে পারে? ১ম, উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাটের প্রয়োজন বা কাট্‌তি বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইলে পাটের দর কমিয়া যাইতে পারে। ২য়, ঐরূপ পরিবর্ত্তনে অন্যান্য অবস্থা যদি সমান থাকে, আর দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ধান্যের পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা হইলে ধান্যের দর বৃদ্ধি হইবে। এখন দেখা যাউক এই অবস্থায় কৃষকের ভাবী ফল কি হইতে পারে। যদি পাটের দর কমে, কিন্তু চাউলের দর সমান থাকে, এবং তাহাতে ঐ কৃষকের ২৪০৲ টাকা অপেক্ষা কম আয় হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতি। অন্য পক্ষে যদি এমন হয় যে, পাটের দর সমান থাকিল, অথচ চাউলের দর মণ প্রতি এক টাকা বৃদ্ধি হইল, তাহা হইলে পূর্ব্ব হিসাবে তাহার নিজ ব্যয়ের জন্য

১৫০৲ টাকার চাউল দরকার হইবে এবং অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ১২০৲ টাকা, মোট তাহার ২৭০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। অথচ এই পাটের আয় যদি উহা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলেও কৃষকের ক্ষতি। বস্তুতঃ এই সকল বিষয় এইরূপ বিবেচনা-সাপেক্ষ; এবং লাভালাভও এইরূপ নিয়মের অধীন। আর এক কথা, এই দৃষ্টান্তের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যাহা আজ ব্যক্তিগত লাভের কারণ, ভবিষ্যতে তাহাই জাতিগত অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। সেই জন্য আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি সেরূপ লক্ষ্য না করিয়া প্রধানতঃ জাতিগত লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয়ও জাতিগত।

এদেশে প্রধানতঃ যে শ্রেণীর লোক দুর্ভিক্ষের কঠোরতা বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই শ্রেণীর বিষয় পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

কৃষক, শ্রমজীবী ও শিল্পজীবী শ্রেণীর সাধারণ অবস্থা।

কৃষকদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম শ্রেণীর জোতদার, অর্থাৎ যাহাদের জোত জমাদি আছে, এবং যাহারা স্বয়ং অথবা বেতনভোগী কর্ম্মচারী, অথবা ঠিকা মজুর দ্বারা কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ২য় শ্রেণী, যাহাদের সামান্য জোত জমাও আছে, অথচ যাহারা সময়ে মজুরি খাটিয়াও উপার্জ্জন করে। জোতদারদিগকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে সকল জোতদার নিজের সঞ্চিত মূলধন হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কৃষিকার্য্য করতঃ কৃষিবৎসরের শেষে অধিক পরিমাণে লাভবান্ হয়, তাহারা প্রথম শ্রেণীর বা উচ্চশ্রেণীর জোতদারের মধ্যে গণ্য। যাহারা নিজের সঞ্চিত মূলধন হইতে, অথবা কতক পরিমাণে নিজের মূলধন এবং কতক পরিমাণে ঋণগৃহীত মূলধন দ্বারা কৃষিকার্য্য পরিচালন করিয়া অল্প পরিমাণে লাভবান্ হয় তাহারা মধ্য শ্রেণীর জোতদারের মধ্যে গণনীয়। আর যাহাদের নিজের মূলধন অতি সামান্য

মাত্র থাকে, অথবা একবারেই নাই; কেবল ঋণ-গৃহীত মূলধনের প্রতি নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং কোন প্রকারে কায়-ক্লেশে জীবন কাটায় তাহারা নিম্ন শ্রেণীর জোতদার। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর জোতদার ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা আমাদের আপাততঃ আলোচ্য নহে। মধ্য শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর জোতদারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করাই আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। এক্ষণে উক্ত মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর আনুমানিক আয়-ব্যয়ের সমষ্টি ও তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

আয় ও ব্যয়।

বাস্তু বা মাঠান জমীর নির্দ্দিষ্ট খাজনা ও অন্যান্য ট্যাক্স ও আবওয়াব, পরিবারের ভরণ পোষণ, ঋণকৃত অর্থের সুদ, কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী গবাদি পশুর ক্রয় ও পালন, যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও মেরামত প্রভৃতি কার্য্য, বাস-গৃহাদির নির্ম্মাণ ও মেরামত, কৃষিকার্য্যের জন্য নিয়োজিত ভৃত্যাদির বেতন ও আহার্য্য দান প্রভৃতি ব্যয়ের সংখ্যা অনেকগুলি। কিন্তু আয়ের পরিমাণ কেবল মাত্র উৎপন্ন শস্যাদি এবং পরিশ্রম-বিনিময় করিলে তাহার পারিশ্রমিক।

এক জন কৃষকের যদ্যপি ৫/০ বিঘা উত্তম শ্রেণীর জমী থাকে, এবং ঐ জমীতে পূর্ণ মাত্রায় শস্য জন্মে, তাহা হইলে বিঘা ভূমি ২০/০ মণ হিসাবে, ফসল ধরিলে ১০০/০ মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অন্য উপায়ে আয় না থাকিলে ঐ কৃষকের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হইল ১০০/০ মণ ধান। কৃষক পরিবারের আহারের জন্য অল্প মাত্রায় মাসে ৩/০ মণ ধান্যের খরচ ধরিলেও এক বৎসরের জন্য তাহার ৩৬/০ মণ ধান্যের প্রয়োজন হয়। ঐ জমীর খাজনা যদি বিঘা প্রতি ২৲ টাকা হিসাবে ধরা যায়, তবে ৫/০ বিঘার খাজনা ১০৲ টাকা হয়। ঐ খাজনা দিতে কৃষককে অন্ততঃ ৪/০ মণ ধান্য বিক্রয় করিতে হইবে। ঐ কৃষক যদ্যপি বীজ কর্জ্জ করিয়া লইয়া বপন করে, তবে তাহার জন্য তাহাকে অন্ততঃ ২৸০ মণ ধান্য ঋণ করিতে হয়। ঐ ঋণ

স্থান বিশেষে দেড় গুণ বা দ্বিগুণ হিসাবে পরিশোধ করিবার রীতি আছে; তদনুসারে ঋণশোধের পরিমাণ দ্বিগুণ মাত্রায় ধরিলে তাহার জন্য কৃষককে ৫।৹ মণ ধান মহাজনকে দিতে হয়। কৃষকের পারিবারিক আহার্য্যের ব্যয়ের জন্য কেবল ধান্য হইলেই চলিবে না, তাহার আনুসঙ্গিক উপকরণাদি ক্রয় করিতে হইবে, তাহার বিনিময়-পরিমাণ যদি মাসে ২/৹ মণ হিসাবে ধরা যায়, তবে বর্ষে ২৪/৹ মণ হয়। গৃহস্থ ও কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি মেরামতের ব্যয়ের জন্য মাসে যদি গড়ে ১৷৹ মণ হিসাবে ব্যয় হয়, তবে এক বৎসরের ১৮/৹ মণ ধান্যের আবশ্যক হয়। ইহা ভিন্ন পরিবারস্থ লোকের বস্ত্রাদি ক্রয় এবং গবাদিপালন জন্য মাসিক ব্যয় যদি গড়ে ২/৹ মণ ধরা যায়, তবে এক বৎসরে মোট ২৪/৹ মণ হয়। তাহা ব্যতীত রজক, নরসুন্দর, চিকিৎসক ইত্যাদির জন্য ব্যয় যদি বার্ষিক ৬ মণ করা যায়, তবে সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক বায়ের জন্য কৃষকের ৯৯৷৹ মণ ধান্যের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং এই হিসাবে বর্ষের শেষে কৃষকের সঞ্চয়ের জন্য কিছুই থাকে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে কৃষক স্বহস্তে হলচালনা ও অন্যান্য কার্য্য করে, তাহারই ব্যয়ের পরিমাণ ঐরূপ হইতে পারে; কিন্তু যে কৃষক স্বয়ং সম্পূর্ণ কার্য্য করিতে না পারিয়া মজুর বা ভৃত্যের সাহায্য লয়, তাহার ব্যয় আর ও অধিক হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ যাহা ধরা গেল, তাহা ভিন্ন কৃষকের সময়ে সময়ে আর ও অন্য প্রকার ব্যয় আছে। আয়ের পরিমাণ যাহা ধরা হইয়াছে, তাহা কেবল যে স্থানের জমীতে একবার মাত্র ধান্য জন্মে, সেই স্থানের পক্ষে প্রযোজ্য। তাহা ভিন্ন যে স্থানে এক প্রকার জমীতে দুই প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়, অথবা এক ফসল ধান্য অন্য ফশল রবি শস্য জন্মে, সে স্থানে তদনুসারে কৃষকের আয় ব্যয়ের ও তারতম্য হইয়া থাকে। আয় সম্বন্ধে যেরূপ তারতম্যই হউক না কেন, কোন দুর্ঘটনা বশতঃ এক ফশল বা দুই ফশল শস্য ক্রমাগতঃ নষ্ট হইলেই প্রধানতঃ কৃষকদিগের মধ্যে অন্ন-কষ্ট বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কৃষকদিগের ভবিষ্যৎ-জ্ঞান-হীনতা উহার অন্যতম কারণ। যে বৎসর কৃষকের ফশল ভাল হয়, সে বার তাহার ব্যয় ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; যথা, পুত্র-কন্যাদির বিবাহ বিষয়ক বায়, অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার ব্যয় ইত্যাদি।

কৃষকদিগের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ব্যয়-বাহুল্যাদি অপরিণাম-দর্শিতা তাহাদের সাংসারিক কষ্টের অন্যতম কারণ। অনেক কৃষকের সঞ্চিত অর্থ প্রায়ই থাকে না, ঐ সকল ব্যাপার উপলক্ষে তাহারা ঋণ করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের মহাজনেরা প্রায়ই ভয়ানক অর্থশোষক। শতকরা মাসিক ৩৶৹ টাকার কমে প্রায়ই স্থদ নাই, অথচ ইহার উপর মহাজনেরা ইচ্ছা ও কায়দামত হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্থদ লইয়া থাকে। কোন কৃষক উক্ত মহাজনদিগের ফাঁদে একবার পড়িলে, তাহার আর উদ্ধার পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে; অর্থাৎ একবার ঋণ করিলে, সে ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাহারা প্রায়ই আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিয়া টাকা উদ্বৃত্ত করিতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ নিরক্ষর কৃষকেরা মহাজনদিগকে সময়ে সময়ে টাকা দিয়াও ওয়াশীল সম্বন্ধে প্রতারিত হইয়া থাকে। যাহাও বা দেয় তাহা প্রায় স্থদের মধ্যেই ভুক্ত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর মহাজন ভিন্ন আর এক প্রকার অর্থশোষক আছে, তাহারা গোমস্তা বা তহশীলদার শ্রেণী। মহাজনদিগের মধ্যে সকলেই যে ঐরূপ অর্থশোষক তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে; তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য দুই চারি ব্যক্তি এমন দয়াবান্ থাকিতে পারেন, যাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া গরিব কৃষকগণের অসময়ে অসীম উপকার করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ দয়ালু মহাজনের সংখ্যা অতি অল্প, এবং ঘোর স্বার্থান্ধ নিষ্ঠুর অর্থশোষক মহাজনের সংখ্যাই অধিক।

প্রধানতঃ দুই বিষয়ে কৃষকদিগের অপরিণাম-দর্শিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম, বিবাহ; ২য় অলঙ্কার। বিবাহ-সম্বন্ধে অপরিণাম-দর্শিতার জন্য প্রথমতঃ তাহাদের অনিষ্টের সূত্রপাত ঋণগ্রহণ; দ্বিতীয়তঃ বংশবৃদ্ধি ও তজ্জনিত ব্যয়বৃদ্ধি। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সময় ও অবস্থাবিশেষে আয়বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু গড়ে অনেক স্থলেই সংযোজিত বা একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথার ফলে এবং অন্যান্য কারণে ব্যয় বৃদ্ধির উদাহরণই দেখা যায়। কেবল যে এই দেশীয় কৃষকদিগের মধ্যে ঐরূপ অপরিণাম-দর্শিতার ফল ফলিয়া থাকে, তাহা নহে, পাশ্চাত্য সভ্যতার গরিমাযুক্ত বিলাতেও সাধারণ কৃষকদিগের অবস্থা ঐরূপ। ঐ সম্বন্ধে মহাত্মা মিল, ফসেট প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী

পণ্ডিতেরাও ঐ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুইজারলণ্ডের কৃষকগণ এবিষয়ে বিশেষ সাবধান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কে সাহেব বলেন যে, তথাকার কৃষকেরা সাধারণতঃ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কখনই বিবাহ করে না। তাহারা নিজস্ব করিয়া একখানি বাগান প্রস্তুত বা ক্রয় করিবার জন্য যত্নবান থাকে। অর্থ-সঞ্চয় করিয়া ঐরূপ বাগান করিবার পূর্ব্বে তাহারা প্রায়ই বিবাহ করে না। বঙ্গের কৃষকদিগের মধ্যে সেরূপ উচ্চ আশা কিছু নাই বলিলেই হয়। সামাজিক বা পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা দুঃখের ক্রোড়ে চিরপালিত হইয়া, সেই চিরসহচর দুঃখে এমন অভ্যস্থ হইয়া পড়ে যে, অজ্ঞানতা, অভ্যাস, অথবা অন্য কোন কারণবশতই হউক, তাহারা কষ্টের পরিণাম হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা প্রায়ই করে না; বরং অনেক সময় নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আরও জড়িত হইয়া পড়ে। কৃষকদিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রথা অত্যন্ত প্রবল; এই প্রথার প্রাবল্য তাহাদের কষ্টের একটী আনুসঙ্গিক কারণ। যেহেতু অল্প বয়সে বংশবৃদ্ধির সূত্রপাত সাধারণত বাল্যবিবাহের গৌণ ফল; এবং সেই বংশবৃদ্ধি হইতে শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কোন বিশেষ বিরুদ্ধ কারণ উপস্থিত না থাকে, এবং শ্রমজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ অনুসারে যদ্যপি দেশের পারিশ্রমিক প্রদানার্থ নিয়োজিত মূলধনের বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পারিশ্রমিক হারের হ্রাস হইবে, এবং তাহা হইতে শ্রমজীবীদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইবে। আমাদের দেশে আজও ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য মূলধন-নিয়োগ প্রবৃত্তির গতি যেরূপ শ্লথ, তাহাতে দেশের পারিশ্রমিক প্রদানার্থ-নিয়োজিত মূলধনের বিশেষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প। এইরূপ অবস্থায় মূলধন বৃদ্ধির অনুপাতের অতিরিক্ত বংশ-বৃদ্ধিতে বাধা পড়িলে শ্রমজীবীদিগের পক্ষেই মঙ্গল; কারণ শ্রমজীবীর সংখ্যা ন্যূন হইলে পারিশ্রমিক হারের বৃদ্ধি, ও তাহা হইতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হইতে পারে।

এক্ষণে অলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শরীরের শোভাবর্দ্ধনই অলঙ্কার ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহার সহিত আমাদের এ

প্রস্তাবের কোন সংস্রব নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া এস্থলে কেবল আর্থিক ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার এক উপকারিতার কথা এইরূপ শুনা যায় যে, কৃষকেরা আকস্মিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য টাকা জমা করিয়া রাখিতে পারে না; কষ্ট কল্পনা করিয়া অলঙ্কার তৈয়ার করিলে, তাহার বিনিময়ে অসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের আনুকূল্য হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্যপক্ষে কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহাও বিবেচ্য। প্রথমত কৃষকগণ গ্রাম্য স্বর্ণকার কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া থাকে। ৸৹ আনা ভরি দর বলিয়া স্বর্ণকার যে রৌপ্য দেয়, তাহা পরে বিক্রয় করিবার সময় ৷৷৹ আনা দরে বিক্রয় হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তারপর অলঙ্কার তৈয়ারির মজুরী কোন কাজেই আইসে না, সেটী অনর্থক যায়। অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে যে টাকা ব্যয় হয়, সে টাকাও অকর্ম্মণ্য মূল-ধন রূপে অবস্থিতি করে, তাহা হইতে কোনরূপ আয় হয় না। তাহার পর অর্থের যখন অনাটন উপস্থিত হয়, তখন কৃষকেরা সেই প্রিয় অলঙ্কার বিক্রয় করিতে সহজে চাহে না, সুতরাং তাহা বন্ধক দিয়া মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করে, ও তাহার জন্য সুদ দিয়া থাকে। এক-খানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে যেন প্রথমতঃ ১০৷৷৹ টাকা ব্যয় হইল। কৃষক ৸৹ আনা দরে রৌপ্য ক্রয় করিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রত্যেক ভরি রৌপ্য ।৹ আনা ক্ষতি বাদে ৷৷৹ আনা মূল্যের হইল। ১২ ভরি রৌপ্যের মূল্য ৸৹ আনা হিসাবে ৯৲ টাকা লাগিল; ভরি প্রতি যদি ৶৹ আনা হিসাবে মজুরি ধরা যায় তবে তাহার জন্য ১৷৷৹ টাকা লাগিল; এই সমুদয়ে তাহার ১০৷৷৹ টাকা ব্যয়ে একখানি অলঙ্কার প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহার প্রকৃত মূল্য ৬৲ টাকা, আর ৪৷৷৹ টাকা অনর্থক গেল। কোন কোন ভীষণ চরিত্রের স্বর্ণকার এমন জুয়াচুরি করে যে, ৸৹ আনা ভরি রৌপ্য ক্রয় করিলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে ।৶৹ আনা মূল্যেরও হয় না। যাহা হউক সেই কৃষকের অলঙ্কার প্রস্তুতির সময় ৪৷৷৹ টাকা ক্ষতি হইল। পরে অনাটনের সময় সে অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া ৩৲ টাকা কর্জ্জ লইল। প্রতি টাকায় অন্যূন ৫ পয়সা হিসাবে সুদ ধরিলে, সেই হিসাবে মাসিক ১৫ পয়সা সুদ চলিতে লাগিল। কৃষক ৬ মাস

পরে টাকা দিয়া অলঙ্কার ফেরত লইল। এই ৬মাসে তাহাকে ।১০ আনা সুদ দিতে হইল। এইরূপে অলঙ্কারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিল, অথচ তাহার দ্রব্যগত প্রকৃত মূল্য হ্রাস হইতে লাগিল, কারণ ব্যবহারের জন্য অলঙ্কার ক্ষয় হওয়ায় তাহার ওজন কমতির সঙ্গে মূল্যেরও হ্রাস হইবে। অন্যপক্ষে যদ্যপি ঐ কৃষকের অলঙ্কার ঋণ মুক্ত করিয়া বা ছাড়াইয়া লইবার সঙ্গতি না হইয়া উঠে, অথবা সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ঋণশোধ না করে তাহা হইলে তাহার ১০॥০ টাকা ব্যয়ের অলঙ্কার হইতে ৩৲ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইল, অবশিষ্ট ৭॥০ টাকা নিরর্থক গেল, তাহার কোন উপকারেই আসিল না। কিন্তু সেই কৃষক যদি ঐ ১০॥০ অন্ততঃ পক্ষে পোষ্টাফিস্ সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা রাখিত, তাহা হইলেও তাহার মূলধন যেমন তেমনই থাকিত, অথচ তাহা হইলে তাহার মাসিক গড়ে ৭॥০ পয়সার অধিক আয় হইত। পোষ্টাফিস সেবিংস্‌ব্যাঙ্ক সর্ব্বত্র স্থাপিত হওয়ায় কৃষকদিগের অর্থ-সঞ্চয়ের পথ এক অংশে পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অজ্ঞতা বশত সে উপায় অবলম্বন করে না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্যের যথাস্থানে উল্লেখের চেষ্টা করা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কৃষকদিগের দুর্ভিক্ষ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইবার পক্ষে সঞ্চয়-জ্ঞান-বিহীনতা অন্যতম কারণ। মধ্যম শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর কৃষকদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না বা রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ভবিষ্যৎ-জ্ঞান-বিহীনতা বশতঃ অনেকেই ব্যয় বৃদ্ধি করিবার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে, কিন্তু কি করিলে যে ব্যয় সংকুলান হইবে, বা আয় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে সে বিষয়ে অতি অল্প লোকেই লক্ষ্য করে। কোন উপবাসী ব্যক্তি ক্ষুধাতুর অবস্থায় খাদ্য সামগ্রী সুযোগমত পাইলে তাহার যেমন অতি ভোজন প্রবৃত্তি জন্মে, সেইরূপ যে সকল কৃষক সাধারণতঃ কায়ক্লেশে দিনপাত করে, তাহারা ঘটনা-চক্রে যদ্যপি এককালীন অধিক পরিমাণ ফশল পায় তাহা হইলে তাহা যে কিরূপে ব্যয় করিবে,তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। অর্থ সঞ্চয় করতঃ তদ্দ্বারা জমীর উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি, বা ভাল সুপক্ক বীজ সংগ্রহ, অথবা লাঙ্গল বলদ প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের অতিশয় প্রয়োজনীয় উপাদান-সমূহের উন্নতি-বিধানে

যত্নবান হইতে অতি অল্প কৃষককেই দেখা যায়। ভাবী অভাবের অনিবার্য্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা সাধারণতঃ প্রায়ই প্রস্তুত থাকে না, তন্নিমিত্তই তাহাদিগকে জীবন-সংগ্রামে পদে পদে পরাস্ত হইতে দেখা যায়। জোতদারদিগেরও এই অবস্থা। অন্যপক্ষে যাহারা কেবল শ্রমজীবী তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা আর ও অধিকতর শোচনীয়। যাহারা "দিন আনে দিন খায়" অর্থাৎ যাহারা প্রত্যহ মজুরী খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তাহা দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদের অবস্থার কথা ভাবিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। চাউল গোম প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়ার সঙ্গে মজুরের পারিশ্রমিকের হার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্থানে বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে,কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং অনেক স্থলে পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে; অথবা স্থানে স্থানে পূর্ব্বাপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছে; তবে বড় বড় সহরের চতুর ও পরিশ্রমী শ্রমজীবীদিগের অবস্থা প্রায়ই উন্নত ভিন্ন অবনত নহে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অগাধ-সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায় অতি সামান্য মাত্র। ফলতঃ অধিকাংশ শ্রমজীবী সপরিবারে দুইবেলা সমভাবে উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না। তাহার উপর ব্যাধি-পীড়িত হইয়া বা অন্য কারণে কিছুদিন কর্ম্ম করিতে না পাইলে তাহাদিগের ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ বা উপবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি অবনতির সঙ্গে উহাদিগের মধ্যে যাহারা চাষী শ্রমজীবী তাহাদের অবস্থার নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ফসল জন্মা বা অজন্মার সহিত তাহাদের সুখ বা দুঃখ অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ ফসল অজন্মা হইলে সাধারণতঃ শস্য মহার্ঘ্য হয়, এবং তৎসঙ্গে ব্যয়ের ও বৃদ্ধি হয়, অথচ সেই পরিমাণে আয়বৃদ্ধি হওয়া কার্য্যতঃ অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না। ফসল অজন্মা হইলে কৃষকেরা স্বয়ংই বিব্রত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য পারিশ্রমিক দিয়া মজুর খাটাইতে বা অন্যপ্রকার গরিব প্রতিবাসীদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ হয় না। জীবিকা-নির্ব্বাহোপ-যোগী খাদ্য সামগ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় ফসল অজন্মা হইলে কৃষক ও চাষী শ্রমজীবী বা অন্যান্য শ্রমজীবী সকলকেই দুর্ভিক্ষের পীড়ন অবস্থানু-সারে অল্প বা অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয়। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে

দুই শ্রেণী ধরা যাইতে পারে। একশ্রেণী—যাহারা শস্যোৎপাদন-বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদিগের সহায়তা করে, তাহাদিগকে চাষী শ্রমজীবী বলা যাইতে পারে; অন্য শ্রেণী যাহারা শিল্প বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া পরোক্ষভাবে কৃষকদিগের শস্যোৎপাদন-সম্বন্ধে সহায়কারী হয়। শেষোক্ত শিল্পিশ্রেণীর মধ্যে কর্ম্মকার সূত্রধর প্রভৃতি শ্রমজীবীরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে প্রধান সহায়তাকারীর মধ্যে গণনীয়, এবং তন্তুবায়, কুম্ভকার, মুদি প্রভৃতি শস্যোৎপাদকদিগের ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সরবরাহ দ্বারা সহায়তা করিয়া থাকে। দেশীয় শিল্প-দ্রব্যের প্রতি দেশীয় লোকের অনাদর, এবং বিদেশীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতি আদর ও তজ্জনিত তাহার প্রচুর আমদানীতে ঐ সকল শ্রেণীর অনেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। শিল্পজীবীরা অনেকে স্বীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষিজীবী বা মজুর শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং অনেক স্থলে খাটাইবার লোক অপেক্ষা খাটিবার লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। এই নিয়মে বৃদ্ধি পাইলে দেশের অবস্থা দিন দিন আর ও অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

এইরূপে নিযোক্তা অপেক্ষা নিযোজিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বঙ্গের শ্রমজীবী বা মজুর শ্রেণীর দিন দিন শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে। তাহার উপর সমাজের ভার-স্বরূপ আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভিক্ষাজীবী। ভিক্ষাজীবীরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম ভিক্ষাবৃত্তি যাহাদের বংশ-পরম্পরাগত ব্যবসায় স্বরূপ; ২য় যাহারা নিঃসহায় হইয়া অন্নাভাবাদি হেতু অথবা অন্য কারণে অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ শ্রম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে অশক্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে লোকের মানসিক স্বাধীন ভাব নষ্ট হইয়া প্রবৃত্তি-সমূহ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং শ্রমসাধ্য কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আর প্রবৃত্তি যায় না। সুতরাং তাহারা অকর্ম্মণ্য হয় এবং সমাজের পক্ষে জড়পদার্থস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। তাহারা সমাজ দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কিন্তু সমাজ তাহাদের নিকট প্রত্যুপকার বা প্রতিদান প্রাপ্ত হয় না। দানের পাত্রাপাত্রে বিচার না করিয়া দান করার জন্যই

উক্ত শ্রেণী প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য তাহারা উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। এইরূপ শ্রমবিমুখ ও অকর্ম্মণ্য শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর বলিতে হইবে, কারণ তাহারা সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন-সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করেনা অথচ সমাজের পুষ্টিবর্দ্ধনের প্রধান উপকরণ দ্রব্যের অযথা ধ্বংশ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রকারান্তরে অন্য-প্রকার অনিষ্ট ও সাধিত হইতে পারে। যথা, পূর্ব্বোক্ত ১ম শ্রেণীর ভিক্ষা-জীবীদিগের মধ্যে অনেকের অবস্থা সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর কৃষক বা শ্রমজীবী দিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। এই অবস্থাগত পার্থক্যের দূরবর্ত্তী ফল এই হয় যে, সামান্য শ্রমজীবীরা যখন দেখে তাহারা শ্রম করিয়া ও অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে, অথচ উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিনা শ্রমে তাহাদিগের অপেক্ষা সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছে, তখন তাহাদের শ্রম-প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং উক্ত আলস্যপ্রিয় শ্রেণী-ভুক্ত হইতে বাসনা জন্মে। এইরূপে শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস হওয়ার সঙ্গে অন্য বিরুদ্ধ কারণ অবর্ত্তমানে শ্রমের পুরস্কার বা পারিশ্রমিকের হারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ঐরূপ শ্রেণী প্রশ্রয় না পাইয়া যদি শ্রম করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে পারিশ্রমিকের হারের পরিমাণ হ্রাস হয়; উক্ত হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত লাভালাভ বা লাভের অল্পতা ও আধিক্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং দানের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করতঃ দান করা বা না করার প্রতি সমাজের পরোক্ষভাবে ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ রহিয়াছে। দরিদ্রের দুঃখ-মোচন দানের একটী প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু দানের পাত্রাপাত্র এবং তাহার ভাবী ফল বিবেচনা না করিয়া দান করিলে, দরিদ্রের দুঃখ সাময়িক ভাবে মোচন হইলেও, সেই দুঃখ এবং দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে সহায়তা করা হয় মাত্র। এদেশে ভিক্ষুকগণ ভিক্ষার জন্য যেমন দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া গৃহস্থকে জ্বালাতন করিয়া থাকে, বিলাতে সেরূপ প্রথার পরিবর্ত্তে অন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। ১ম— দরিদ্রাশ্রম বা অনাথাশ্রম; তথায় দরিদ্রব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিলে আহারীয় বাসস্থান পাইয়া থাকে। ২য়— অনাথাশ্রমে অথবা দরিদ্র-পোষণ-

সমিতির নিকট দারিদ্র্য দুঃখ জানাইলে সাহায্য পাওয়া যায়। প্রজা সাধারণের প্রতি স্থাপিত কর হইতে এবং ব্যক্তিগত দান হইতে উক্ত আশ্রম এবং সমিতি প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিলাতের এই প্রথায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। তজ্জন্য অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা উক্ত প্রথার প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। বিলাত স্বাধীন দেশ, তথাকার ব্যক্তিগত প্রকৃতিও স্বাধীন ভাবাপন্ন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উক্ত প্রথার প্রলোভন-জনিত দোষে ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রবৃত্তি হীন হইয়া পরাধীন ভাব এবং তৎসঙ্গে অকর্ম্মণ্যতা ও শ্রমবিমুখতার দিকে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে। স্বাধীন দেশের অবস্থাই যখন ঐরূপ, তখন তাহার সহিত তুলনায় পরাধীন দেশের পরাধীন ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান করিলে, আরও যে অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যাহারা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া উপায় বিহীন অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, অথচ নিয়োক্তা উপস্থিত হইলেই শ্রমদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সমাজের দয়ার পাত্র হইতে পারে, কিন্তু ভিক্ষাব্যবসায়ীরা সেইরূপ দয়ার বা দানের পাত্র বলিয়া সমাজে গণ্য হওয়া অর্থনীতিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। যে দেশ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপীড়নে প্রপীড়িত, এবং যে দেশ এরূপ নির্ধন যে, তাহার সাধারণ ব্যক্তিবর্গের বার্ষিক আয় গড়ে ২৭৲ টাকার ঊর্দ্ধ নহে, তথায় ঐরূপ ভিক্ষা-বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দেশের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ মর্ম্মভেদী চিন্তনীয় বিষয়।

এই সম্বন্ধে আর একটী বিষয় এস্থলে উল্লেখ যোগ্য, যথা:—খাদ্য বস্তু দ্বারা জীবিতাবস্থায় মানব দেহের দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—জীবনী তেজ রক্ষা, যাহার অভাবে দৈহিক ক্রিয়া স্থগিত হয়, দ্বিতীয়তঃ—অঙ্গচালনা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা দেহের অভ্যন্তরস্থ টিশুর সর্ব্বদা যে ক্ষয় হইতেছে, তাহার পূরণ। এই দুই ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যে দ্রব্যে যবক্ষার জান (Nitrogen) নাই তাহা দ্বারা শরীরের তাপ সংরক্ষিত হয় এবং যাহাতে যবক্ষার জান আছে,

তাহা দ্বারা শরীরের ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার খাদ্য দ্রব্যের অঙ্গার ভাগ (Carbon) আমাদের নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত অম্লজানের (Oxygen) সহিত মিলিত হইয়া দাহন ক্রিয়া দ্বারা তাপ উৎপাদন করে; আর শেষোক্ত প্রকার দ্রব্যের যবক্ষারজানের সহিত অম্লজানের সম্মিলন-শক্তির অভাব বশতঃ দাহন হইতে পারে না, সুতরাং রক্ষিত হইয়া নিয়ত ক্ষীয়মাণ দেহাংশের পূরণ করিয়া থাকে। দেশের প্রকৃতিভেদে প্রোক্ত গুণবিশিষ্ট খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজনের তারতম্য হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর জীবনী তেজ শীতপ্রধান দেশবাসীব অপেক্ষা সহজে সংরক্ষিত হইতে পাবে, তজ্জন্য প্রথমোক্ত প্রকার যবক্ষারজান-বিহীন খাদ্যদ্রব্য তাহাদের অল্পপরিমাণে আবশ্যক হয়, কারণ উক্ত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা কেবল মাত্র জীবনীতেজ উৎপাদন হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-বাসীর দৈহিক চালনা সাধারণতঃ শীত প্রধান দেশ-বাসীর তুলনায় কম করিতে হয়, তজ্জন্য তাহাদিগের শারীরিক ক্ষয় ও অল্প পরিমাণে হয়। সুতরাং গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীর খাদ্য প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং তাহা অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসলব্ধ। যে দেশের ভূমি সাধারণতঃ উর্ব্বর এবং যাহার অধিবাসীবা ঐরূপ প্রকৃতির অনুগত, তথায় জন সংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভারত, মিশর, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ কোটী ৯৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮ শত ৬১ জন স্থিবীকৃত হয়; এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭ কোটী ৪৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৩ শত ৯৬ জন অবধারিত হয। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, দশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গে ৫০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৩৫ জন লোক বাড়িয়াছে। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তিন প্রকার অন্তরায় আছে, যথা:—রোগজনিত মৃত্যু, যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা মৃত্যু এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা দ্বারা অপমৃত্যু। এই ত্রিবিধ অন্তরায়ের মধ্যে বঙ্গদেশে দ্বিতীয়টী নাই, কেবল প্রথম ও তৃতীয় আছে; কিন্তু তাহা সত্বেও ঐরূপ হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই লোক-সংখ্যা বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা ও ভোজ্য বস্তুর সমতা রক্ষা না হইলেই দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বে যে আলস্য-পরতন্ত্র ভিক্ষাজীবী শ্রেণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই শ্রেণীকে

প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা এই যে, যে দেশে উর্ব্বর জমী যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে এবং উন্নতি-বিধানোপযোগী প্রয়োজনীয় মূলধনেরও অভাব নাই, তথায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেশের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে ধন-বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। যেমন অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশের স্থান সকল। কিন্তু নানা কারণবশতঃ বঙ্গের বা ভারতের পক্ষে সে নিয়ম প্রযোজ্য হইতে পারে না। সুতরাং ভারতের ন্যায় দেশে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি-জ্ঞাপক নহে, বরং তদ্বিপরীত ভাবের পরিচায়ক।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ১০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বঙ্গে ৫০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫ শত ৩৫ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদনুসারে প্রতিবর্ষে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির গড়ে পরিমাণ ৫ লক্ষ ৯ হাজার ৫ শত ৫৩ জন হয়। এই সংখ্যার অবশ্য কম ও বেশী হইতে পারে, কিন্তু প্রতি বর্ষের বর্দ্ধিত সংখ্যার পরিমাণ দেখাইবার জন্য একটা গড় সংখ্যার হিসাব ধরা হইল। দেশের এইরূপ জন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের এবং মজুরির হারের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, কৃষিজাত আহার্য্যোপযোগী শস্যের অভাব বৃদ্ধি হয়। সেই বর্দ্ধিত অভাব বা প্রয়োজন তিন প্রকারে পূরণ হইতে পারে। যথা ১ম, কর্ষিত জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি; ২য়, সার প্রভৃতি উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিকর দ্রব্যের প্রয়োগ দ্বারা অথবা জমীর কর্ষণোপযোগী যন্ত্রাদির উন্নতি বিধান প্রভৃতি দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করতঃ শস্যোৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি; ৩য়, বিদেশ হইতে বর্দ্ধিত অভাব বা প্রয়োজন পূরণোপযোগী শস্যের আমদানী। এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের উপায় অবলম্বনের চেষ্টা আমাদের দেশে প্রায় নাই বলিলেই হয়, এবং তৃতীয় উপায়ের বিপরীত কার্য্য আছে, অর্থাৎ আমদানী নাই অথচ রপ্তানী যথেষ্ট আছে। আমদানীর বেলায় বিলাস দ্রব্য ও অন্যান্য বাহ্য চাকচিক্যময় আশু নয়ন প্রীতিকর দ্রব্যের প্রাচুর্য্য, কিন্তু রপ্তানীর বেলায় জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপকরণ শস্যাদি, যথা—চাউল, গোম ইত্যাদি। সুতরাং কেবল প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে কম উর্ব্বর অথবা অনু-

র্কর জমী আবাদ করিয়া শস্যোৎপাদন করিতে বাধ্য হইতে হয়। তজ্জন্য পরোক্ষভাবে শস্যের মূল্যের হার বৃদ্ধি হইবার প্রতিকারণ হয়। এদেশে ১৮৮৩ অব্দে যে মোটা চাউলের দর ২৲ টাকা মণ ছিল, ১৮৯৩ অব্দের জানুয়ারি মাসে তাহার দর মণ প্রতি ৩৸৴০ দাঁড়ায়, এবং ১৮৮৩ অব্দে যে গোমের দর ২৶৭ পাই ছিল, ১৮৯৩ অব্দের প্রথমে তাহা ৪।৵৩ মণ দরে বিক্রয় হয়। এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার একটী বলবৎ কারণ, দেশ-জাত শস্যের বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি। দ্রব্যের স্বভাবজ ব্যবহার্যোপযোগিতা প্রাপ্তি পক্ষে কাঠিন্যবোধ এবং ব্যক্তি বা সমাজগত অভাব পূরণার্থ আবশ্যকতা এই তিনটী অবস্থার একত্র সমাবেশ অথবা দ্বিতীয় অবস্থার সঙ্গে প্রথম বা তৃতীয় অবস্থার সমাবেশ দ্রব্যের মূল্য নির্ম্মাপক সাধারণ কারণ। যেমন গঙ্গাতীরবাসীর পক্ষে গঙ্গাজল। গঙ্গাজলের স্বভাবজ ব্যবহার্য্যোপযোগিতা অর্থাৎ পানীয় ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য আবশ্যকতা এবং হিন্দু সমাজের ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ও তাহার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনায়াস-লব্ধ হওয়ায় বা লাভে কাঠিন্য বোধ না হওযায় তথায তাহার সাধারণতঃ কোন মূল্য হয় না। তবে যাহারা গঙ্গাতীর হইতে বাসস্থানের দূরত্ব নিবন্ধন বা অন্য কারণে গঙ্গাজল লাভে কাঠিন্য বোধ করে, তাহারা ভারীদিগের নিকট হইতে গঙ্গাজল ক্রয় করিয়া থাকে। অন্যপক্ষে সেই গঙ্গাজলই গঙ্গাতীর হইতে অতি-দূরবর্ত্তী বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থ স্থানে অতি দুর্ম্মূল্যে, এমন কি অর্দ্ধছটাক জল ও সময় ও অবস্থা বিশেষে ৵০ আনা ।০ আনা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। শস্যের প্রতি উক্ত ত্রিবিধ কারণই বর্ত্তে। এই কারণত্রয় ভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে আর এক কারণ এই যে, কোন দ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে সেই দ্রব্য মূল্য দ্বারা ক্রয়করণক্ষম গ্রাহকের ক্রয় করা সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য এবং পরস্পর প্রতিযোগিতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে ঐ দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত দর বৃদ্ধির কারণ উৎপত্তির হেতু, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং রপ্তানীর পরিমাণের আধিক্য এতদুভয়ের মিলিত কার্য্য। সাধারণতঃ কোন দ্রব্যের পরিমাণের তুলনায় তাহার ক্রয়করণক্ষম ক্রেতার প্রয়োজনের আধিক্যের সঙ্গে ক্রয় করিবার আগ্রহাতিশয় এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, ইহা

বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর এক কথা বিবেচ্য এই যে, কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে এবং তজ্জনিত অধিকতর লাভ হইলে, সেই অধিকতর লাভের প্রলোভনের জন্য সেই দ্রব্যের ব্যবসায়ে এবং দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে প্রবৃত্তি হয়। অন্যপক্ষে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণতঃ গ্রাহকের সংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে। গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে তাহার তুলনায় বিক্রেয় দ্রব্যের পরিমাণের আধিক্য হইলে দ্রব্যের মূল্য কমিবার প্রতিকারণ হয়। আবার দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে ক্রেতার বৃদ্ধি এবং তজ্জন্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে। এই প্রকারে সামানুপাতিক আবর্ত্তন গতি সংঘটিত অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্যের হারের গড়ে সমতা রক্ষা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রতি এই নিয়ম অনেকটা খাটে। শিল্প-জাত দ্রব্য সম্বন্ধে অবস্থানুসারে এই নিয়মের বিপরীত বা ব্যতিক্রমও ঘটিতে পারে। যথা ;—গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা দ্রব্যের কাট্তি বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, অথচ তৎসঙ্গে মূল্যের হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু যে দ্রব্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যাহার পরিমাণ বৃদ্ধি ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে, তাহার মূল্য নির্দ্ধারক কারণ সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম কার্য্যকর হয় না। যথা—কোন বিখ্যাত মৃত চিত্রকরের কোন চিত্রাদি। শস্য সম্বন্ধেও উক্ত নিয়মে কার্য্য হইতে পারে না। কারণ দেশ জাত শস্যোৎপাদনের পরিমাণ ইচ্ছা করিলেই বৃদ্ধি করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ শস্যোৎপাদনের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয়তঃ শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলেই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের কোন একটী অবলম্বন করিতে হইবে। ঐ ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে ১ম ও ২য় উপায় অবলম্বন করিতে হইলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে শস্যোৎপত্তির জন্য ব্যয়ের বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে মূল্য-বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন-কল্পে শ্রম-বিভাগ ও সংক্ষেপ দ্বারা যেরূপ ব্যয়-সংক্ষেপ হইতে পারে, শস্যের উৎপাদনে ঠিক সেরূপ ঘটিতে পারে না। অন্যপক্ষে দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি হইলে, গ্রাহক সংখ্যার হ্রাস হওয়ায় তাহার হারের যেমন অধোগতি হইতে পারে, শরীর ধারণের প্রধান উপকরণ শস্যের গ্রাহক সংখ্যার সেরূপ হ্রাস হইতে পারে না। অর্থাৎ কোন বিলাস দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি হইলে সাধারণ ক্রেতা ইচ্ছার দমন করিয়া সে বিলাস-দ্রব্য-লালসা ত্যাগ করিতে পারে,

তাহাতে তাহার কাল্পনিক ক্ষতি বোধ ভিন্ন কোনরূপ প্রকৃত ক্ষতি হইতে পারে না, কিন্তু খাদ্য শস্যের পরিমাণ হ্রাস ভিন্ন, একবারে তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব। উল্লিখিত কারণ সমুদয়ের সমাবেশের নিমিত্তই চাউল, গোম প্রভৃতি শস্যের দর পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত সামানুপাতিক আবর্ত্তন-গতির নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতেছে না।

রপ্তানীর পরিমাণ এবং শস্যের মূল্যের হারের আধিক্য হওয়ায় এ দেশীয় সাধারণ শস্যোৎপাদকবর্গ পূর্ব্বাপেক্ষা লাভবান হইতেছে, এইরূপ মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে এইমত কতদূর যুক্তি সঙ্গত দেখা যাউক। রপ্তানী-কার্য্য নির্ব্বাহকের উপাদানকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আদিভাগ, শস্যোৎপাদক; অন্তভাগ, বিদেশী মহাজন; এবং মধ্যভাগ, মধ্যবর্ত্তী মহাজন বা একাধারে সঙ্গতিপন্ন কৃষক ও মহাজন। ইহার মধ্যে মধ্যভাগের সহিত আদি ভাগের পরস্পর সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ-ভাবে সম্বন্ধ দেখা যায়। মধ্যবর্ত্তী মহাজনদিগের মধ্যে অনেকে টাকা দাদন বা অগ্রিম দিয়া, অথবা শস্যের বীজ বা আহার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য ঋণ দিয়া, কিম্বা ভূ-স্বামী মহাজন হইলে খাজনার দাবি করিয়া বা অন্য যেরূপে হউক শস্যোৎপাদক গরিব কৃষককে আবদ্ধ বা বাধ্য করতঃ তাহার নিকট হইতে বাজারদর অপেক্ষা সুলভ মূল্যে শস্য লইয়া থাকে। সুতরাং অনেক কৃষক আশানুরূপ বা অবস্থানুসারে যেরূপ সম্ভব সেরূপ ও লাভবান হইতে পারে না। সেই কৃষকের শস্যক্রয় করার প্রযোজন হইলে তাহাকে দুর্ম্মূল্য বাজারদরে ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। আবার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের আধিক্য-জনিত আয়ের যেমন একদিকে বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎসঙ্গে সেইরূপ ভূমির নিরূপিত কর প্রভৃতি ব্যয়ের ও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার সঙ্গে অব্যবস্থিতচিত্ততা ও আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য-রক্ষণ-বিষয়ক-জ্ঞান-বিহীনতা-দোষে প্রায় সমস্ত কৃষকই দুষিত। এই সকল কারণ ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ-জাত আশু মনোমুগ্ধকর অন্তঃসার-শূন্য সুলভ মূল্যের দ্রব্যের আমদানীর নিমিত্ত কৃষকদিগের বিলাসিতার অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় তৎসঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধিরও কারণ হইয়াছে। আশু প্রীতিকর ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সহজলব্ধ হইলে

তাহা দ্বারা অভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন চাকচিক্যময় পিত্তলাদি ধাতু নির্ম্মিত অলঙ্কার, বিলাতি দেশলাই ইত্যাদি দ্রব্য পল্লিগ্রামে কেহ বিক্রয় করিতে লইয়া যাইলে, সাধারণ গৃহস্থের অভাব সত্ত্বেও তাহা ক্রয় করিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে। অনেক গৃহস্থকে ঐ প্রকার অকিঞ্চিৎ-কর দ্রব্য ঋণ দ্বারা ক্রয় করিতে ও দেখা গিয়া থাকে। সুতরাং রপ্তানীর পরিমাণ-বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যের হার বৃদ্ধি হইলেও তৎসঙ্গে ব্যয়-বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণতঃ অজ্ঞ কৃষকগণ লাভবান হইতে পারে না, বরং অনেক স্থলে তদ্বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। জীবনধারণের পক্ষে যে সকল দ্রব্য অত্যাবশ্যক এবং যাহা খাদ্য শস্যের ভাবী উৎপাদনের সহায়তাকারী, সেরূপ দ্রব্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করিলে তাহা কৃষকের পক্ষে লাভ জনক বটে; কিন্তু বিলাস-দ্রব্য অর্থাৎ যাহা ভাবী উৎপাদনের সহায়তা করে না, অথচ অযথা ধ্বংশ হইয়া যায়, তাহা স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, সেরূপ দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহা কৃষকের পক্ষে মূল ধনের হানি-কারক ও তজ্জন্য তাহাদের পক্ষে অহিত-জনক, সুতরাং সেরূপ দ্রব্য ক্রয় না করাই যুক্তি যুক্ত।

দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা

নিবারণের উপায়।

এ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে দুর্ভিক্ষের কারণ ও তদানুসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা গেল। এক্ষণে নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কবা যাউক। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় প্রধানতঃ তিন হস্তে ন্যস্ত করা যাইতে পারে। ১ম, গবর্ণমেণ্ট, ২য়, জমীদার ; ৩য় প্রজা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই তিনের সম্মিলিত বলের প্রযোজন। কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে, অন্নাভাবে প্রজাগণ হাহাকার আবম্ভ করিল, অমনি আমরা তাবস্বরে গবর্ণমেণ্টের উপর সকল দোষ আবোপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এ ব্যবহার যুক্তি সঙ্গত নহে। আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, গবর্ণমেণ্ট বিদেশী, তাঁহারা বিদেশীর ন্যায় ভারতে কাল কাটাইতেছেন। উপচিকীষা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ভারত অধিকাব করেন নাই, স্বাথের অনুরোধে রাজ্যাধিকাব করিয়াছেন মাত্র। এ অবস্থায় স্বার্থের অনুরোধে বা সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আমাদের যাহা কিছু উপকাব করেন, তাহাই ভাল, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হইবে। আমরা কোন উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিব না, অথচ প্রত্যেক বিষয় গবর্ণমেণ্ট করিবেন, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। প্রজা-পালন রাজধর্ম্ম তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু তাই বলিযা রাজার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে আশানুরূপ কার্য্যোদ্ধার হয় না, প্রজার ও স্বাবলম্বন চাহি। রাজার যেমন প্রজাব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য প্রজারও তেমনি রাজাব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয। ফলতঃ রাজায় প্রজায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সুখ ও শান্তিব মূলাধাব। এই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় অনুসারে উন্নতি বা সুখ দুঃখের তারতম্য হইযা থাকে। সুতরাং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের আক্রমণের জন্য রাজা যেমন দোষী, প্রজাও তেমনি দোষী। আক্রমণের প্রতিকারে যত্নবান হইতে হইলে, রাজার সহায়তা এবং প্রজার স্বাবলম্বন উভয়ই সমভাবে প্রয়োজনীয।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে দুই প্রকার উপায় অবলম্বনীয়। যথা, ১ম, স্থায়ী; ও ২য, সাময়িক। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাগণকে ধন-ধান্যাদি দ্বারা সাহায্য করতঃ তাহাদের সাময়িক অভাব-মোচনের চেষ্টার নাম সাময়িক উপায়, এবং যে উপায়, অবলম্বন দ্বারা দুর্ভিক্ষের ভাবী আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহাই স্থাযী উপায। দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয তৎপ্রতিকারের উদ্ভাবন এখন ও মানব-বুদ্ধির অগোচর রহিয়াছে, সুতরাং সে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান আমাদের এক্ষণে সাধ্যায়ত্ত নহে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে উপায উদ্ভাবিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল-সাপেক্ষ। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করতঃ যে উপাযের অবলম্বন মানব সমাজেব সাধ্যাযত্ত এবং অর্থ-নীতি শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার আলোচনায প্রবৃত্ত হওযাই সঙ্গত কার্য্য। এই উপায অবলম্বনার্থে যে ত্রিবিধ সহায়ের সমবায়ের প্রয়োজন, তাহা উল্লিখিত হইযাছে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সাহায্যকারীর কর্ত্তব্য কার্য্য অবধারণের চেষ্টায প্রবৃত্ত হওযা যাউক।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রস্তাবিত মূল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য ও তদানুসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, প্রজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে ফরাশী দেশীয় দূরদর্শী বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তা মহাত্মা গিজো যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন, তজ্জন্য তাহাই প্রথমে পর্য্যালোচনা করা যাউক। তিনি তাঁহার সভ্যতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতার এক স্থলে যাহা বলিয়াছেন, হেজ-লিট সাহেব কৃত তাহার ইংরাজি অনুবাদ এই——

"Whatever may be the matter in hand, whatever may be the interest in question, there is in every case a truth that must be known, a truth which must decide the conduct of the question.

The first business of Government is to seek this truth, to discover what is just, reasonable, and adapted to society. When it has found it, it proclaims it. It becomes then necessary that it should impress it upon men's minds; that the Government should make itself approved of by those upon whom it acts; that it should persuade them of its reasonableness. Is there anything coercive in this? Assuredly not. Now, suppose that the truth which ought to decide concerning the affair, no matter what,suppose, I say, that this truth once discovered and proclaimed, immediately all understandings are convinced, all wills determined, that all recognise the reasonableness of the Government, and spontaneously obey it, there is still no coercion, there is no room for the employment for force. Is it that the Government did not exist? Is it that, in all this, there was

no Government. Evidently there was a Government and fulfilled its task. Coercion comes then only when the resistance of individual will occurs, when the idea, the proceeding which the Government has adopted, does not obtain the approbation and voluntarily submission of all. The Government then employs force to make itself obeyed; this is the necessary result of human imperfections,an imperfection which resides at once in the governing power and in the society, there will never be any way of completely avoiding it; civil government will ever be compelled to have recourse to a certain extent, to coercion. But governments are evidently not constituted by coercion : whenever they can dispense with it, they do, and to the great profit of all ; indeed, their highest perfection is to dispense with it, and to confine themselves to methods purely moral, to the action which they exert upon the understandings ; so that the more the Government dispenses with coercion, the more faithful it is to its true nature, the better it fulfills its mission. It is not thereby reduced in power or contracted, as is vulgarly supposed ; it acts only in another manner, and in a manner which is infinitely more general and powerful. Those Governments which make the greatest use of coercion, succeed not nearly so well as those which employ it scarcely at all.

In addressing itself to the understanding, in determining the will, in acting by purely intellectual means, the Government, instead of reducing, it extends and elevates itself, it is then that it accomplishes the most and the greatest things. On the contrary, which it is obliged incessantly to employ

coercion, it contracts and lessons itself, and effects very little, and that little very ill."

এই সারবান উক্তির সারমর্ম্ম এই যে, যে কোন আলোচ্য বিষয়েই হউক তাহার প্রকৃত তথ্য বা সত্য অবগত হইতে হইবে। সেই সত্য দ্বারাই বিষয়ের মীমংসা হইবে। সেই সত্যানুসন্ধান করা, এবং যাহা ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত এবং সমাজের পক্ষে উপযোগী তাহার আবিষ্কার করা, গবর্ণমেণ্টের প্রথম কার্য্য। যখন সেই ন্যায়সঙ্গত উপযোগী সত্য আবিষ্কৃত হইবে, তখন তাহা এরূপ ভাবে প্রচার করিতে হইবে, যেন লোকের মনে তাহার ধারণা হয়, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ে অঙ্কিত হয়; যাহাদের উপর সেই সত্য কার্য্যকারী হইবে, তাহাদিগকে তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়া যাহাতে তাহা তাহাদের অনুমোদিত হয়, এবং তাহারা কর্ত্তব্যবোধে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সেই সত্যের অনুসরণ করে, তাহা করিতে হইবে। এই অনুসরণের জন্য যতদূর সাধ্য পাশব বলের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া নৈতিক বলের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। পাশববল অপেক্ষা নৈতিক বলের শক্তি অধিকতর কার্য্যকারিণী এবং মহদুদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সাধন। নৈতিক বলের কার্য্য প্রসারক এবং উন্নতকারী; অন্যপক্ষে পাশব বলের কার্য্য সঙ্কো-চক ও হ্রাসকারক। এবং তজ্জন্য সামান্য ফলপ্রদ, আর সে ফল ও মন্দ পাশব বল কর্ত্তৃক লোকের বাহ্য প্রবৃত্তির দমন দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালন অপেক্ষা নৈতিক বল দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে এবং বোধ শক্তির উপরে রাজত্ব বিস্তার করিয়া শাসন করাই শ্রেয়স্কর। যে শাসক যে পরিমাণে পাশববল পরিত্যাগ করিয়া নৈতিক বল অবলম্বন করেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রকৃত পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

উক্ত মত সমর্থন করিয়া এই বলিতে পারা যায় যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণোপায় সম্বন্ধে সমাজোপযোগী প্রকৃত সত্য বিশেষ বিবেচনার সহিত গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং সেই সত্য নির্দ্ধারণ হইলে, তাহাকে নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া, প্রজা সাধারণের সমক্ষে তাহার প্রচার, ও যাহাতে তাহারা তাহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অবলম্বন এবং পালন করে; তদ্বিষয়ে যত্ন ও সাধ্যানুসারে তাহাদিগের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। এই

সত্যানুসন্ধান গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ দুই প্রকারে করিতে পারেন। যথা ১ম বহুদর্শী অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারজ্ঞ, বিচক্ষণ, কার্য্যকুশল এবং কৃষিশিল্পাদি-বিষয়ক নৈতিক ও কার্য্যকরী জ্ঞান-সম্পন্ন কর্ম্মচারী দ্বারা তথ্যানুসন্ধান এবং পরীক্ষা; ২য়, উক্ত বিষয়ে প্রজারা দেখিয়া শিখিয়া ও ভুগিয়া যে উপায় অবধারণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেয়, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া উপযোগী বোধ হইলে, তাহা গ্রহণ করতঃ তাহার প্রচার ও বিস্তার ইত্যাদি দ্বারা কার্য্য পরিণত করা।

নিম্নলিখিত বিষয় গুলি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, সুতরাং তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচ্য বিষয় মধ্যে গণনীয় বলা যায়।

১ম কর্ত্তব্য। গোধন রক্ষা সম্বন্ধে সহায়তা।

গোধনের রক্ষাবিধান ও উন্নতিকল্পে শ্রীমান স্বামীজি তাঁহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি উক্ত বিষয়ক জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহার মত অনেকাংশে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, ভারতে ৭৮ হাজার সৈন্যের জন্য প্রতিবর্ষে গড়ে ৩৫ লক্ষ গোহত্যা করা হইয়া থাকে। অথচ গোজাতির পরিপোষণের জন্য গোচরভূমি পৃথক রূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। ইউরোপ খণ্ডে একটী হৃষ্ট পুষ্ট বলদের দ্বারা কেবল মাত্র ৬ একার জমী কর্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের কৃশ বলদের দ্বারা ১৫ একার জমী কর্ষিত হয়। ভারতের প্রজাবর্গ সাধারণতঃ এরূপ গরিব যে, গড়ে প্রত্যেকের আয় ২৭৲ টাকার উর্দ্ধ নাই; সুতরাং তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা মূল্যের কলের লাঙ্গল দ্বারা জমী আবাদ করা তাহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব কথা। জমীর আবাদ সম্বন্ধে গোজাতিই তাহাদিগের প্রধান অবলম্বন, তজ্জন্য গোজাতির সহিত কৃষিকার্য্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। গোজাতির অবনতির সঙ্গে কৃষিকার্য্যের ও অবনতি স্থির সিদ্ধান্ত। অন্যপক্ষে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইলেই গবর্ণমেণ্টের ও পরোক্ষভাবে অবনতি হইবে। ভারতে গোজাতির সংখ্যা সর্ব্ব শুদ্ধ ৪ কোটী ৯০ লক্ষ। তন্মধ্যে পুরুষ জাতীয়ের সংখ্যা ২ কোটী ৪০ লক্ষ; তাহার মধ্য হইতে বৎস, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলের সংখ্যা

বাদ দিলে অবশিষ্ট মোটামুটি ৮৪ লক্ষ ৮৩ হাজার বলদের সংখ্যা দাঁড়াইতে পারে। উহাদিগের দ্বারা ১২ কোটী ১০ লক্ষ একার জমী কর্ষিত হইয়া থাকে। বোম্বে প্রদেশে এক জোড়া বলদকে ১০২ বিঘা; মান্দ্রাজে ৫৫ বিঘা, এবং সমগ্র ভারতে গড়ে ১৫ একার অর্থাৎ প্রায় ৫২ বিঘা জমী কর্ষণ করিতে হয়।

স্বামীজির সংখ্যা গণনা ঠিক না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাব প্রদত্ত হিসাব হইতে গোজাতির অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়, ইহা অন্ততঃ স্বীকার করা যাইতে পারে।

স্বামীজি গোজাতির রক্ষা বিধানার্থে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে বলেন। যথা, ১ম, গাভী সমূহের রক্ষা বিধান; ২য়, পশু চিকিৎসা-শিক্ষা-প্রদানের জন্য অন্ততঃ প্রত্যেক বিভাগে একটী করিয়া কলেজ স্থাপন এবং প্রত্যেক জেলায় পশু-চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন; ৩য়, গোচারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কর গোচর ভূমি পৃথক ভাবে রক্ষাকরণ।

এক্ষণে দেখা যাউক, গোধন রক্ষা বিষয়ে শ্রীমান স্বামীজির কথিত উপায়-বিধান-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট কতদূর সহায়তা প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং গোহত্যা-সম্বন্ধে হিন্দুর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। অন্যপক্ষে ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে মুশলমানেরা একটী প্রধান জাতি, এবং তাহাদের সংখ্যাও অনেক। মুশলমানেরা প্রায়ই গোমাংসভোজী এবং গোহত্যা কার্য্য শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইংরাজেরাও গোমাংসভোজী এবং তাঁহারা রাজার জাতি; আর তাঁহাদের লইয়াই প্রধানতঃ রাজার মন্ত্রি-সমাজ গঠিত। অন্য পক্ষে বিবেচ্য এই যে, ইংরেজ রাজা, হিন্দু ও মুশলমান প্রজা। হিন্দুধর্ম্মে গোহত্যা মহাপাপ, মুশলমানদের পক্ষে তাহা শ্রেয়স্কর। রাজা নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায় অনুসারে চলিলে, কাহারও ধর্ম্মের বা চির প্রচলিত আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ বা অনুষ্ঠানে বাধা দিতে পারেন না। সেই আচার ব্যবহার বা ধর্ম্ম মানব সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। বেহার প্রদেশের রাজ সম্মানিত ব্যক্তিগণকে উপাধি দান উপলক্ষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে বাঁকিপুরে যে দরবার হয় তথায় বঙ্গের তদানীন্তন উদার চেতা

বলিয়া সুপরিচিত ছোটলাট সাব্ এ, পি, ম্যাক্‌ডোনেল মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া বলেন :—

"I am told that the sacrifice of kine is not essential to the Mohamedan ritual ; that the sacrifice of a goat or a sheep or other cleven footed animal which Hindus view with indifference would be equally effectual, and the suggestion is that Government should prohibit the sacrifice of kine. Gentlemen, is the Government to prohibit the religious practice of a thousand years ? Is the Government to prescribe how the Mohamedan or the Hindoo shall worship his God ? And if not, how is the Government to dictate what animal the Mohamedan shall sacrifice, and what he shall not, in the ceremonies connected with that worship ?"

তাঁহার উক্তির সারমর্ম্ম এই ;— "আমি শুনিয়াছি যে, মুশলমান ধর্ম্ম যাজনের পক্ষে গোহত্যা অনিবার্য্য প্রথা নহে,ছাগ কিম্বা মেষ প্রভৃতি যে সকল জন্তু বধের পক্ষে হিন্দুদের আপত্তি নাই, সেই সকল জন্তু হত্যা দ্বারা মহম্মদীয় ধর্ম্মের তুল্যরূপে যাজন হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, গোহত্যা নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। সহস্র বৎসরের চলিত ধর্ম্মপ্রথা গবর্ণমেণ্ট কিরূপে নিবারণ করিবেন ? হিন্দু কি মুশলমান কিরূপে আপনাপন ধর্ম্ম যাজন করিবে, তাহার ব্যবস্থা করা কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে মহম্মদীয় ধর্ম্ম কর্ম্মার্থে কোন্ জন্তু বধ করিতে হইবে এবং কোন জন্তু বধ করিতে হইবে না, গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া অবধারণ করিতে পারেন ? " গোহত্যা লইয়া হিন্দু ও মুশলমানের বিবাদ উপলক্ষ করিয়া এইরূপ সময়ে সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ-প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তারা যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বনীয় নীতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মুশলমানদিগকে তাহাদের গোহত্যা-প্রথা-সম্বন্ধে কোনরূপ নিষেধ করিবেন না। এক্ষণে কথা এই যে, গোধনের উন্নতি ও রক্ষা বিধান করিতে হইলে, গোহত্যা যথা সম্ভব নিবারিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

মুশলমানদিগের প্রতি গোহত্যা করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। তজ্জন্য নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করা যায় না, কারণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উভয় পক্ষই সমান। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের নিকট কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ? গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, গোরা সৈন্যের রসদের জন্য প্রতিবৎসর যে পরিমাণে গোহত্যা হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইয়া অন্য খাদ্য জন্তু বা বস্তু দ্বারা সেই অভাব পূরণ করিতে পারেন। অন্যপক্ষে মুশলমানদিগকে গোহত্যা করিতে নিষেধ না করিলেও, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে উক্ত কার্য্যে প্রশ্রয় না দিতে পারেন।

স্বামীজির প্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিষয় পশুচিকিৎসালয়াদি সম্বন্ধে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় আলোচনাকালে পর্য্যালোচিত হইবে।

তাঁহার ৩য় প্রস্তাব নিষ্কর গোচরভূমির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গবর্ণ মেণ্টের খাশ মহাল-সমূহে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কাহারও অনিষ্ট না করিয়া ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। জমীদারদিগের অধীন এলাকায় ঐরূপ বন্দোবস্ত করা জমীদারদিগের কর্ত্তব্য। তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। তবে জমীদারদিগের ঐ কারণে যে আয়ের লাঘব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত।

২য় কর্ত্তব্য। করভারের লঘুতা সম্পাদন।

ভারতের প্রজাকুল সাধারণতঃ দুরবস্থাপন্ন, তাহাদের মধ্যে অনেকের দুইবেলা সমভাবে উদরান্নের সংস্থান হয় না; তাহার উপর কর-ভার, তাহাদের পক্ষে অতিশয় দুঃসহ ভার মধ্যে গণনীয়। সুতরাং এই করভারের লাঘব করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এমন অনেক বিষয় আছে, ও সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, যাহা গবর্ণমেণ্ট সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তৎসম্বন্ধে ব্যয় না করিতে বা ব্যয়-লাঘব করিতে পারেন। ব্যয় কমাইতে পারিলে করভারের লঘুতা-সম্পাদনে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যথা, পূর্ত্তবিভাগ, সৈন্য ও

সীমাসংরক্ষণ, বিলাতে ভারত-সচিব-সমিতি, ইংরাজি গির্জ্জা, উচ্চ বেতনে বাহুল্য কর্ম্মচারী পরিপোষণ যথা বিভাগীয় কমিশনর প্রভৃতি, শৈলবিহার ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়ের যথাসম্ভব সংক্ষেপ ও বাহুল্য বা আধিক্যের পরিহার।

৩য় কর্ত্তব্য। শিক্ষা বিধান।

সাধারণ প্রজাবর্গের শিক্ষা-বিধান-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাতে প্রকৃত সুফল প্রসবের আশা অতি অল্প। এইরূপ প্রণালীতে স্থল-বিশেষে বিপরীত ফল ফলিতেছে। প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ শিক্ষা। নিম্ন শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্যা-লোকের আভাস-মিশ্রিত কার্য্যকর জ্ঞান-বিহীন পুস্তকগত সেই সাধারণ শিক্ষা পাইলে, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকে, এবং লেখনী-পেষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যত্নবান্ হয়; এইরূপ বৃত্তির উত্তেজনা যে শিক্ষা দ্বারা হয়, তাহা অনর্থের মুল বলিয়া অনুভূত হওয়া উচিত। সুতরাং এরূপ একদেশদর্শী শিক্ষা দেশের অবস্থানুসারে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ ভাবে শিক্ষা বিধান করা উচিত, যাহাতে শারীরিক ও মানসিক এই উভয় প্রকার শক্তি মার্জ্জিত হইয়া উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হইতে পারে, এবং তৎসঙ্গে ভাবী জীবনোপায়ের কার্য্যকর পথ প্রদর্শিত হয়। একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণ শিক্ষা-বিধান-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ নিবারণ-পক্ষে বিশেষ ফলোদয় হইতে পারে।

কলিকাতাব নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী কৃষি কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। ঐ কলেজে কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গবাদি জন্তুর চিকিৎসালয় এবং কৃষি-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ের পরীক্ষার জন্য পুস্তকাদি ও অন্যান্য উপাদান ঐ কলেজের সংস্পৃষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। আমাদের দেশীয় উপাদান লইয়া, কিরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-সম্মত সহজ উপায়ে এদেশের কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-সাধন হইতে পারে, তদ্বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া; তাহার ফলাফল

শিক্ষা-দানই উক্ত কলেজের কার্য্য হইবে; তদ্ভিন্ন তদ্বিষয় সমূহ সাধারণের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রাদি প্রচার করিবার নিমিত্ত একটী সমিতি থাকিবে। ফলতঃ এই কৃষি-কলেজ একটী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ হইবে।

কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রের ইংরাজী ভাষায় এবং গণিতে সাধারণ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক, এবং ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষাদান প্রয়োজনীয়, যথা:—অর্থ-নীতি ও অর্থ-ব্যবহার (Political Economy), রসায়ন (Chemistry), ভূতত্ত্ব (Geology), খনিজতত্ত্ব (Mineralogy), কৃষিতত্ত্ব (Agriculture), পশ্বাদির চিকিৎসা (Viterinary), ক্ষেত্র বিজ্ঞান (Surveying), উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany), কীটতত্ত্ব (Entomology), সাধারণ কার্য্যকরী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (General Boctical Hygine) ইত্যাদি। কলেজে অধ্যয়ন-কালের পরিমাণ তিন বা চারি বৎসর হওয়া ভাল। এই অধ্যয়ন-কালের মধ্যে পাঠ্যবিষয়ে কেবল কণ্ঠস্থ বা পুস্তকগত বিদ্যা না হইয়া যাহাতে প্রকৃত কার্য্যকর জ্ঞান লাভ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই কৃষিকলেজের শাখাস্বরূপ প্রত্যেক জেলায় কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ঐ সকল বিদ্যালয়েও উপরি উক্ত পাঠ্য-বিষয় সংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত সহজ পুস্তক সকল এবং জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব-স ক্রান্ত বিষয় সকল পঠিত হইবে। কার্য্য দ্বারা বা উপযোগী দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞান-বিকাশ সাধনোদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সহিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে, কৃষি-বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রদানোপযোগী যন্ত্রাদি এবং পশু চিকিৎসালয় সংস্পৃষ্ট থাকা আবশ্যক। কৃষিকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবেন, এবং জমিদারী মহাজনী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য জমিদারী কার্য্যাদিতে অভিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র শিক্ষকরূপে শিক্ষা দিবেন। ঐ সকল কৃষি বিদ্যালয়ের শাখা স্বরূপ সমৃদ্ধ পল্লিগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এক্ষণে পল্লিগ্রামে উচ্চ প্রাইমারী ও নিম্নপ্রাইমারী শিক্ষা-প্রদানোপযোগী যে সকল পাঠশালা আছে, তাহার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া উপরি উক্ত বিদ্যালয়ের আদর্শানুসারে গঠিত করিলে সুবিধা হইতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষায় সাহিত্য, এবং

সরল ভাষায় লিখিত পূর্ব্বোক্ত পাঠ্য-বিষয়ক প্রয়োজনীয় স্থূল বিষয় পঠিত হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে ও ক্ষুদ্রাকারের আদর্শ-কৃষি ক্ষেত্র, ও পশু চিকিৎসালয় থাকিবে। জেলাস্থ কৃষি-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ঐ সকল পল্লিবিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবে। এই সকল বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, তজ্জন্য এস্থলে অতি সংক্ষেপে আভাস মাত্র ব্যক্ত করিয়া বিরত হইতে বাধ্য হওয়া গেল।

কৃষি-বিদ্যালয় ভিন্ন, স্থানে স্থানে শিল্প বিদ্যালয় (Technical school) স্থাপন করিতে হইবে; এবং গবর্ণমেণ্টের আফিস সমূহের নিমিত্ত বা অন্য কার্য্যের জন্য যাহাতে প্রয়োজনানুসারে যথাসম্ভব এ দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ মনোযোগী হইতে বা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪র্থ কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য বিধান।

ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রজাকুল উৎসন্ন হইতেছে। ব্যাধিগ্রস্ত হইলে শরীর দুর্ব্বল হয়, তজ্জন্য কি শারীরিক কি মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের প্রজাগণ সাধারণত গরিব। সুতরাং এ অবস্থায় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শ্রমশক্তিবিহীন হইলে তাহাদের যে কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত যে কোন স্থানের গরিব প্রজাগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গপ্রবণতা প্রজাসাধারণের দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইবার পক্ষে একটী অন্যতম গৌণ কারণ। সুতরাং উক্ত বিষয়ের প্রতিকারের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। মফঃস্বলের জেলায় বা মহকুমায় অথবা অন্যস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেই উক্ত কারণের প্রকৃত প্রতিকার হইবে না। কারণ তদ্দারা প্রথমতঃ, পল্লীগ্রাম-বাসীরা প্রায়ই কোন রূপ উপকৃত হইতে পারেনা; দ্বিতীয়তঃ, রোগ হইলে চিকিৎসা দ্বারা রোগ মুক্ত করণ রোগের প্রতিকার বটে, কিন্তু যে কারণে রোগোৎপত্তি হয়, তাহার মূলচ্ছেদন বা প্রতিকারই অধিকতর শ্রেয়ঃ। সুতরাং চিকিৎসালয়-স্থাপনের সঙ্গে অন্য উপায়ও অবলম্বনীয়। যাহারা

বঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ত্ব গভীরভাবে সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, এবং রেলওয়ে রাস্তা প্রভৃতির নিমিত্ত দেশ মধ্যে জল নিষ্কাশণের বাধা হওয়ার জন্য দেশের জমী সাধারণতঃ আর্দ্র (Subsoil humidity) হওয়াই উক্ত রোগপ্রবণতার প্রধান কারণ। কাহারও কাহারও মতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং পল্লীবাসীর গৃহাদির অপরিচ্ছন্নতা ও জঙ্গলাদি উহার কারণ। এইরূপ অপরিচ্ছন্নতা আংশিক কারণ হইলেও তাহাকে প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা পল্লিবাসীরা অধিকতর অপরিষ্কার হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে থাকিতে শিখিয়াছে, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাধির পরিমাণ সাধারণতঃ অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থানের লোকেরা সাধারণতঃ সময়ে সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হইত, এক্ষণে তাহারা প্রায় অনেক সময়েই রোগের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। পল্লীবাসী বৃদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই এই সকল বিষয় বিশেষ অবগত হইতে পারা যায়। অন্য পক্ষে জঙ্গল বা অন্য বৃক্ষাদি কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে মৃত্তিকার রসশোষণ করার জন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং জঙ্গল মাত্রেই স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে না; তবে যে অপরিষ্কার জঙ্গলে গলিত পত্রাদি পচিয়া দুর্গন্ধ হয়, তাহা অবশ্যই অপকারী হইতে পারে। যাহা হউক এই সকল বিষয় সংক্রান্ত মতামতের সমালোচনা বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে; সুতরাং এস্থলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েক কথা যাহা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। তবে প্রতিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য এই যে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য পল্লীগ্রাম সমূহে প্রয়োজনানুসারে জলাশয়খনন এবং ঐ জলাশয়ের জল যাহাতে দূষিত না হয়, তদুপায় অবলম্বন করা বিধেয়; এবং জল নির্গমনের প্রাকৃতিক পথের অবরোধ ও যথাসম্ভব দূর করা কর্ত্তব্য।

৫ম কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্য খাল প্রভৃতির খনন দ্বারা শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রে জল সেচনের (Irrigation) সৌকর্য্য-সাধন।

ইহা দ্বারা দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, ১ম পানীয় জলের সরবরাহ; ২য়, ক্ষেত্রে জল-সেচনের সুবিধা। খাল খনন সম্বন্ধে একটী বিবেচ্য বিষয় এই যে, যে নদী বা নদ হইতে খাল কাটা যায়, সেই খাল দ্বারা সেই নদ বা নদীর অনিষ্ট হয় কি, না। কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মত এই যে, নদী হইতে খাল কাটিলে নদীর জলের বেগ ক্রমে হ্রাস হওযায় তাহার গভীরতা কমিয়া যাইয়া ক্রমে ভরাট হইয়া উঠে। ভরাট হওযার সঙ্গে নদীর জল কমিয়া যায়। নদীর বেগ ও জল কমিলে ক্রমে তাহা দূষিত হইয়া পড়িতে পারে। নদীর জলের হ্রাস বৃদ্ধি বা দূষিত অদূষিতের সঙ্গে খালের জলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। গ্রীষ্মকালে নদীর জল কমিয়া যাওযার জন্য খালের মুখ শুকাইয়া যাইলে তাহার জলের বিশেষ শোচনীয় অবস্থা ঘটিতে পারে, অথবা তাহা একবারে বা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যাওযার জন্য জলের অভাব হইতে পারে। সুতরাং যে সময়ে জলের বিশেষ প্রযোজন সেই সময়েই তাহার অভাব ঘটে। যে নদীতে জোযার ভাটা হয়, তাহাও ভরাট হওযা সম্বন্ধে একই নিয়মের অধীন, তবে জল সম্বন্ধে অনেকটা স্বতন্ত্র নিয়মে কার্য্য হইয়া থাকে।

অন্য পক্ষে নদনদীর বা খালের জলের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায বাণিজ্যের অসুবিধা সুবিধা ঘটিয়া থাকে। জল অপরিমিত পরিমাণে কমিয়া যাইলে নৌকা প্রভৃতি যাতায়াতের পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। যে সকল স্থানে জল সেচন দ্বারা কৃষিকার্য্যের সহায়তা হইয়া থাকে, তথায় জল শুকাইয়া গেলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। অন্যপক্ষে খাল খনন ব্যয়সাধ্য। সুতরাং আশু উপকারের উত্তেজনায় ভাবী অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা, বহুব্যয় সাধ্য বৃহৎ খাল খনন সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। খাল খনন কর্ত্তব্য বলিয়া, অপরিহার্য্য নহে। কোন প্রকার অসুবিধা নিবারণের জন্য যতগুলি পন্থা থাকে, তাহার মধ্যে অবস্থা ও ভাবী শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য করতঃ লঘুগুরু বিচার করিয়া সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত।

৬ষ্ঠ কর্ত্তব্য। রেলওয়ে ও অন্যান্য রাস্তা বিস্তার দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা স্থাপন।

পূর্ত্ত বিভাগ হইতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য যে সকল রাস্তা বিস্তার হইয়াছে, তাহা বাদে এখন অনেক অভাব রহিয়াছে। সেই সকল অভাব মোচনের জন্য এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য যাহাতে ব্যয় বাহুল্য না হয়, অথচ ভাল রাস্তা প্রস্তুত হইতে পারে।

এই সকল কার্য্যের জন্য ঋণের প্রয়োজন হইলে বিদেশীয় মুদ্রা বিশেষতঃ স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ করিয়া এ কার্য্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা এ দেশের অর্থ যথা-সম্ভব সংগ্রহ করতঃ ঋণ করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ করা যুক্তিযুক্ত ও দেশের পক্ষে হিতজনক। এ দেশে এমন সঞ্চিত অর্থ অনেক আছে, যাহা উৎপাদনার্থ মুলধনরূপে ব্যবহৃত হয় না; কারণ অর্থ-স্বামীরা হয় অলস-প্রকৃতি, না হয় ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা-ভয়ে ভীত। এ অবস্থায় তাহারা নিরাপদ ও বিনা আয়াসে, কোন সামান্য লাভের আশা পাইলেই প্রোথিত বা জড়বৎসঞ্চিত অর্থ ব্যবহারের জন্য বাহির করিতে প্রলোভিত হইতে পারে। এইরূপ হইলে একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যথা, অকর্ম্মণ্য সঞ্চিত অর্থদ্বারা দেশের শ্রমজীবীদিগের প্রতিপালন ও তৎসঙ্গে বাণিজ্যাদি কার্য্যের সুবিধা এবং গবর্ণমেণ্টের আযের বৃদ্ধি। তবে জঙ্গলময় স্থানে রাজ্যবিস্তারের আশায়, অথবা যে রাস্তা দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার পক্ষে বিশেষ কোন আশা নাই, সেরূপ রেল-পথ নির্ম্মিত না হওয়াই এক্ষণে বাঞ্ছনীয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের কুহকে ভুলিয়া উক্ত ৫ম ও ৬ষ্ঠ কর্ত্তব্য-সাধনচ্ছলে বহুতর অর্থঅপব্যয় বা অযথা ব্যয় করিয়াছেন, এবং স্বর্ণ-মুদ্রা ঋণ করিয়া অযথা ব্যয় করার দরূণ তাহার সুদ পরিশোধ কল্পে প্রজাদিগকে বর্ত্তমান বাট্টাবিভ্রাটজনিত সম্যক কুফল ভোগ করিতে হইতেছে। আরও কতকাল এ ভোগ ভুগিতে হইবে তাহা ভবিষ্যদ্-গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

৭ম কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের খাস মহালসমূহে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন।

প্রজাগণ সাধারণতঃ মহাজনের নিকট হইতে যাহা কর্জ্জ লয়, তাহার সুদের হার অবস্থানুসারে সাধারণতঃ অত্যন্ত অধিক। সুতরাং ঋণ লইলে তাহা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া উঠে। কৃষিব্যাঙ্ক এরূপভাবে স্থাপিত হওয়া উচিত, যাহাতে প্রজাগণ তথা হইতে নির্দ্দিষ্ট অল্প সুদের হারে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহারা নিঃসন্দেহে তাহাদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারে এবং তাহা হইতে সুদ পাইলে তদ্দারা তাহাদের সঞ্চিত ধন বৃদ্ধি পাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত ডাকঘর সংসৃষ্ট সেবিংসব্যাঙ্ক ও তগাবিদাদন এই দুইয়ের সম্মিলন দ্বারা কৃষিব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। তবে সকল স্থানেই প্রজাসাধারণকে টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। সাধারণের সুবিধার জন্য ঐ বিষয়ে সাধারণের স্বাধীন ভাবে উদ্যোগী হওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে লোক শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল-সমূহে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। খাস মহালে আদায় প্রভৃতির কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে লোক নিযুক্ত করিতেই হয়, সুতরাং এস্থলে অল্প মাত্র সরঞ্জামি ব্যয়-বৃদ্ধি স্বীকার করিলেই আপাততঃ উক্ত প্রথা সহজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, এবং তদ্দারা ফলাফলের সুবিধা অসুবিধারও পরীক্ষা বুঝা যায়।

৮ম কর্ত্তব্য। স্থানান্তর প্রেরণদ্বারা বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা-জনিত অসুবিধার হ্রাসকরণ।

(Emigration)। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে হয়তো উর্ব্বর জমির সংখ্যা অল্প, অথচ সেই হারে লোক সংখ্যা অধিক অথবা খাটাই-বার লোক অপেক্ষা খাটিবার লোকের পরিমাণ প্রয়োজনাতিরিক্ত। শেষের অবস্থায় মজুরির হারের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার কথা, সুতরাং তথায় যোত্রবিহীন ব্যক্তি অর্থাভাবে সমূহ কষ্টভোগ করিতে পারে। ঐরূপ স্থানের অতিরিক্ত লোক সংখ্যা উর্ব্বর প্রদেশে,অথবা যে খানে নিয়োজকের সংখ্যা অধিক, অথচ নিয়োজিতের সংখ্যা তাহার তুলনায় অতি অল্প, তথায় প্রেরণ করিলে অন্ন-

ক্লিষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তনে উন্নতি হইতে পারে। অথবা যে স্থানে উর্ব্বর জমীর পরিমাণ অধিক, অথচ জমী কর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনের জন্য লোক নাই বা তাহাদের সংখ্যা অল্প, সেরূপ স্থানে শ্রমজীবীদিগকে স্থাপন করতঃ তাহাদের কর্ষণোপযোগী ক্ষমতানুসারে নাতি-ক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ জোতদারেব সৃষ্টি করিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে তাহাদের আহারর্য্যের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্যোৎপাদনের প্রশ্রয় দিয়া সেই শস্যের আমদানী করিলে অতিরিক্ত লোক সংখ্যা বিশিষ্ট স্থানের বিশেষ উপকার হইতে পারে। "এই স্থানান্তর প্রেরণ সম্বন্ধে" বিশেষ বিবেচ্য এই যে প্রেরণ কালে যাহাতে তাহাদের অযথা কষ্ট সহ্য করিতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। এবং প্রেরণার্থ লোকেব স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি যাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ বা তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার না হয় তাহার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৯ম কর্ত্তব্য। অস্ত্র আইনের (Arms Act) প্রত্যাহার।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে অস্ত্র আইনের কি সম্বন্ধ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে;—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের অপনোদন, হ্রাস বা বৃদ্ধি সকলই প্রকারান্তরে প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের উন্নতি অবনতির প্রতি নির্ভর করে। আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের সহিত গোজাতির অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং কোন প্রকারে গোজাতিব অনিষ্ট সাধিত হইলে বা সংখ্যার হ্রাস হইলে তদ্দ্বারা কৃষি-কার্য্যের অবনতি বা বিঘ্ন সম্পাদিত হইবে। সরকারী বিজ্ঞাপনী অনুসারে ধরিলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বঙ্গে ২১ হাজার ৬শত ৫৭টী গোধনাদি গৃহপালিত জন্তু হত হইয়াছে। এই সংখ্যাই যে ঠিক তাহা বলা যাইতে পারে না। এই সংখ্যা অপেক্ষা হতের পরিমাণ বেশী হইবারই সম্ভাবনা। কারণ গবাদি হত হইলেই যে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে অনেক সংবাদই গবর্ণমেণ্টের কাণে পহুঁছে না। যাহা হউক হিসাবে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাকে আশ্রয় করিলে দেখা যায় যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হতের সংখ্যা ২১ হাজার ৬ শত ১০টী উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সংখ্যা

বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য পক্ষে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭৭৪ জন ব্যক্তি হত হইয়াছে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৪৯৫ জন হত হইয়াছিল, সুতরাং হত মনুষ্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হত সংখ্যার মধ্যে অধিকাংশই যে কৃষি ও শ্রমজীবী শ্রেণীভুক্ত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এক্ষণে কথা এই যে, কৃষিকার্য্যের প্রধান উপাদানের মধ্যে কৃষক বা শ্রমজীবী এবং গোধন, এই দুইটীই প্রধান উপাদান, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা এতদুভয়েরই হ্রাস হইতেছে। ইহা ভিন্ন বন্য বরাহ প্রভৃতি জন্তু এবং বন্য-পক্ষী আদি দ্বারা স্থানে স্থানে শস্যের বিশিষ্ট প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারে স্বাধীনতা না থাকায় বা তদভাব পূরণোপযোগী কোনরূপ উপায় অবলম্বিত না হওয়ায় উক্ত ক্ষতি অনিবার্য্যরূপ ধারণ করিয়াছে এবং দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ যাহা কৃষিকার্য্যের ক্ষতিকর, তাহাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ; সুতরাং সেই কারণের বিনাশ সাধনই দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট অস্ত্র আইন রদ করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন সে সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। কোন কার্য্য করা বা না করা অবশ্য গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন, তবে যুক্তিমূলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, নিরীহ ও রাজভক্ত দেশে ঐ আইনের আবশ্যকতা আশ্চর্য্যজনক। গবর্ণমেণ্ট এক কথা বলিতে পারেন যে, অস্ত্র আইন পাশ বা অনুমতি লইয়া রাখিতে তো কোন বাধা নাই এবং সেই পাশ লইবার জন্য ফি ও যৎসামান্য মাত্র, সুতরাং অস্ত্র আইন থাকায় অস্ত্র রাখার প্রয়োজন হইলে সে পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক কি হইল? কিন্তু এ সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, যাঁহারা আইন কর্ত্তা বা আইন প্রণেতা, তাঁহারা সৎ ও সদ্বিবেচক হইতে পারেন, তাই বলিয়া যাহাদের হস্তে সেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষার ভার দেওয়া হয়, তাহারাও যে সেইরূপ লোক হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? কেবল আইন প্রণয়ন করিলেই আইনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না, আইন-দত্ত ক্ষমতা সাধারণ কর্ম্মচারীর হস্তে পড়িলে তাহার কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে এবং সেই অপব্যবহারে

প্রজার কিরূপ ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে অনিষ্ট অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ আইন প্রণয়ন করাই প্রকৃত দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য। অস্ত্র-আইনের পাশ লইবার ফি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় বেশী না হইতে পারে, কিন্তু সেই ফি ও তদানুষঙ্গিক ব্যয় দিতে ও নিজের কার্য্যহানি করিয়া নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে গরিব প্রজার বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। কোন একটী জেলার একজন গণ্য উকিলের সহিত কথোপকথন উপলক্ষে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি বলেন যে, একখানি পাশ লইতে সেই জেলার একজন নগণ্য প্রজার ফি ছাড়া অন্ততঃ ৮।১০ টাকা আনুষঙ্গিক ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয়, নতুবা পাশ পাওয়া কঠিন। সে যাহাহউক, যদি গবর্ণমেণ্ট অস্ত্র আইন রদ না করেন, তবে অন্ততঃ নিম্নলিখিত দুইটী উপায়েব যে কোনটী অবলম্বন করিলেও সুবিধা হইতে পারে। যথা :—১ম, পল্লীগ্রামে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার হস্তে, অথবা বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে যে পঞ্চায়তী প্রথা আছে তাহার প্রসার ও সংস্কাব করিয়া, তদনুসারে সেই পঞ্চায়তদিগের হস্তে বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র রাখিতে পারেন। ঐ অস্ত্র গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন, এবং তজ্জন্য পাশ করার প্রয়োজন হইবে না। এক্ষণে যেমন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটগণ বিনা পাশে বন্দুক ব্যবহার করিতে পারেন, পঞ্চায়তদিগকেও সেইরূপ ক্ষমতা দিতে হইবে। পঞ্চায়তদিগের নিকট হইতে প্রজারা প্রয়োজনমত সেই সকল অস্ত্রাদি লইয়া হিংস্র বা অনিষ্টকর জন্তু বধ করিতে পারিবে, এবং তজ্জন্য পুরস্কারও পাইবে। কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে পুরস্কার প্রদানের নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। ২য়, গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রজার ব্যয়ে (তার জন্য অবশ্য পৃথক কর স্থাপন না করিয়া) প্রত্যেক জেলায় অবস্থানুসারে কতিপয় শীকারী নিযুক্ত রাখিবেন। তাহারা অস্ত্রাদি গবর্ণমেণ্টের নিকট পাইবে, এবং সেই অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া জেলার এলাকা মধ্যে যেখানে হিংস্র জন্তুর বা শস্যের অনিষ্টকারী অন্য কোন প্রাণীর দৌরাত্ম্য আছে বা হইবে, তথায় সেইরূপ জন্তুর বিনাশসাধনে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে, এবং তাহার ফলাফলের প্রতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের লক্ষ্য থাকিবে।

১০ম কর্ত্তব্য। বাঁধ নির্ম্মাণ দ্বারা শস্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্রকে জলমগ্ন না হইতে দেওয়ার চেষ্টা।

অনেক স্থান এমন আছে, সেথানে যথা সময়ে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিলে জলপ্লাবনে শস্য-নাশ নিবারিত হইতে পাবে। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নালিতাকুঁড়ির বাঁধ। সময়মত ঐ বাঁধ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখিলে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার অনেক শস্যক্ষেত্র রক্ষা পাইতে পারে। পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে ঐ উদ্দেশ্যে বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা বাহুল্যরূপে ব্যয় হইয়া থাকে। এই ব্যয়-বাহুল্যের কারণ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব। গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র অনেক ইঞ্জিনিয়ার এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক পোষাদিগের উদর পূরণ করিতে অনেক অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে, অথচ যাহাদের উপকারের উদ্দেশ্যে এবং যাহাদের অর্থশোষণ করিয়া ঐরূপ ব্যয় হয়, দুঃখের বিষয়, তাহাদের উপকার অনেক স্থলেই আশানুরূপ সাধিত হয় না। এই বিষয়ে গবর্ণ-মেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের অনবধানতায় অনেক সময়ে অনেক প্রয়োজনীয় বাঁধ সময়মত আদৌ বাঁধা হয় না, এবং যাহা বা বাঁধা হয়, তাহাও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে স্থায়ী হয় না। প্রজাদিগের সুখ দুঃখের ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাঁহা-দিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি অবহেলার দোষেই ঐরূপ অনিষ্টকর ঘটনা হইয়া থাকে। প্রোক্ত নালিতে কুঁড়ির বাঁধই তাহার প্রমাণ। যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানের অভাবে সময়ে সময়ে ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া বহুসংখ্যক প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। যেবার ঐরূপ কাণ্ড ঘটে, সেবার একটু হৈচৈরব পড়িয়া যায়, মহাআন্দোলন উপস্থিত হয়, গবর্ণমেণ্টের অনেক কাগজ, কলম, কালী ব্যয় হয়। তাহার পর কিছুদিন কর্ম্মচারীরা সাবধানে থাকে। ক্রমে কালের গতি প্রভাবে যত্ন শিথিল হইয়া আইসে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঐরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। জেলা বোর্ড, লোক্যালবোর্ড প্রভৃতি সমিতির স্বাধীন চেতা, ন্যায় পরায়ণ, অভিজ্ঞও কর্ম্মঠ সভ্যগণের সহায়তা গ্রহণ অথবা তাঁহাদের প্রতি প্রয়োজনমত ভারাপণ ও ক্ষমতা প্রদান করিয়া

গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারেন। তাহাতে ব্যয়ের ও লাঘব প্রজার ও উপকার এবং গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য পালন হইতে পারে।

১১শ কর্ত্তব্য। প্রয়োজনানুসারে বিদেশে আহারোপযোগী শস্যের রপ্তানী বন্ধ করণ, অথবা উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে আয় ব্যয় তুলনা করিয়া এবং দেশের সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাবী ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কারণ প্রতীয়মান হইলে, তন্নিবারণোদ্দেশ্যে রপ্তানি শস্যের উপর শুল্ক (Export duty) স্থাপন করণ।

যখন কোন দেশে ছুর্ভিক্ষ বা তাহার আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়, তখন তদ্দেশোৎপন্ন আহার্য্য শস্যের বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিলে অনেকাংশে প্রতিকার হইতে পারে। অনেক স্বাধীন দেশে প্রয়োজনানুসারে ঐরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াও থাকে। তবে স্থায়ীভাবে শুল্ক স্থাপন বা রপ্তানী বন্ধ করণ দ্বারা স্বাধীন বাণিজ্যের (free trade) ব্যাঘাত জন্মান বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণতঃ কোন স্থানের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ করিলে, অথবা রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে, সেই দ্রব্যের স্থানীয় প্রাচুর্য্য বশতঃ দর নরম বা মন্দা হইতে পারে। ঐ দর নরম হওয়ায় অবস্থানুসারে ব্যক্তি বিশেষের লাভের আংশিক বা পূর্ণক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সাধারণলোকে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইয়া থাকে।

১২শ কর্ত্তব্য। যে কোন উপায়ে প্রয়োজনানুসারে আহার্য্য-শস্যের বিদেশ হইতে আমদানী করতঃ সাধারণের সুলভে পাইবার সুবিধা স্থাপন; এবং ভাবী ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জানিতে পারিয়া আহার্য্যশস্য-বিক্রেতা যাহাতে প্রচুর শস্যের সঞ্চয় করতঃ যথাকালে ইচ্ছামত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় না করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রতিবিধান।

উক্ত ১১শ ও ১২শ কর্ত্তব্য ছুর্ভিক্ষ নিবারণের স্থায়ী উপায় অপেক্ষা সাময়িক উপায় সম্বন্ধেই বিশেষ প্রযোজ্য।

১৩শ কর্ত্তব্য। ভূমি বিভাগাদির সুবন্দোবস্ত।

গবর্ণমেণ্টের যে সকল খাশ-মহাল আছে, তাহার জমী প্রজাদিগের সঙ্গে মেয়াদি বন্দোবস্তে পত্তন করা অপেক্ষা বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট খাজনার হারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। কারণ মেয়াদি সত্ত্ব অপেক্ষা চিরস্থায়ী সত্ত্ব জমীর অবস্থার উন্নতি বা উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির দিকে প্রজাকে অধিকতর মনোযোগী করিয়া থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইলে, যাহাতে পুনরায় বর্ত্তমান জমিদার শ্রেণীর ন্যায় একটী শ্রেণী উৎপন্ন না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। যে সকল প্রজা স্বয়ং বা পরিবার ভুক্ত ব্যক্তি দ্বারা জমী কর্ষণ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের মধ্যে প্রজার অভাব এবং ক্ষমতা বিবেচনা করতঃ নাতিবৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র আকারের চিরস্থায়ী সত্ত্ববান রাইয়ৎ শ্রেণী সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয়। এইরূপ কোন প্রজার মৃত্যুর পর নিকট উত্তরাধিকারীর অভাবে ঐ সত্ত্বে দূরসম্বন্ধীয় উত্তরাধিকারীর সত্ত্ব বর্ত্তানের নিয়ম না থাকাই উচিত। নিকট উত্তরাধিকারীর অভাবে ঐ স্বত্ব অন্য প্রজায় এককালীন বা ক্রমে অবস্থা ও ইচ্ছানুসারে ক্রয় করিতে পারিবার পদ্ধতি থাকা প্রয়োজনীয়। এই নিয়মে প্রজাসাধারণের সঞ্চয়-শীলতার প্রতি উৎসাহ দানের সঙ্গে তাহাদের উন্নত অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। দূর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম এই উৎসাহ দানের অন্তরায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে মেয়াদিবন্দোবস্তে যেমন মেয়াদ অন্তে জমীর অবস্থানুসারে বা ভূস্বামীর ইচ্ছামত খাজানার নিরিখ বৃদ্ধি হইতে পারে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহা ঘটে না, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, রাজধর্ম্মানুসারে প্রজার উপকারার্থে ও উন্নতির জন্য ত্যাগ-স্বীকার কর্ত্তব্য। সেই রাজধর্ম্ম-পালনে পরাঙ্মুখ বা অপারগ হইলে গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারেন; যথা, বন্দোবস্তের সময় প্রচলিত নিরিখের হার নির্দ্দিষ্ট করিলে ঐ হার অনুসারে জমার বর্ত্তমান মূল্য যাহা হইতে পারে, তাহার ½ বা ⅓ অংশ প্রজার নিকট গ্রহণ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। তবে ঐ টাকা প্রজার অবস্থা ও সততা অনুসারে এককালীন নগদ বা কিস্তিবন্দী অনুসারে আদায়ের

বন্দোবস্ত থাকা বিধেয়। এই নিয়মে গবর্ণমেণ্টের ও প্রজার উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট এক কালীন মূল্য স্বরূপ টাকা পাওয়ায় যেমন লাভবান্ হন, অন্যপক্ষে মেয়াদী সত্ত্বের পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী সত্ত্বের জন্য এককালীন অর্থত্যাগ স্বীকার করিতে মোটের উপর প্রজার ক্ষতি বোধ হয না। ভূমি-বিভাগ বা বণ্টন-সম্বন্ধে আর ও কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। কোন জোদ্দার বা জমীদারের অভাবে, একাধিক সংখ্যক উত্তরাধিকারীর বর্ত্তমানতায়, তাহাদিগের মধ্যে ভূমির বণ্টন এরূপভাবে হওয়া উচিত যে, কৃষক জোদ্দারের উত্তরাধিকারিত্ব স্থলে, তাহাদের প্রাপ্ত অংশের আবাদ দ্বারা নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তুলনায় ক্ষুদ্র হইলে কাহারও বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ না করিয়া যদি কাহাকে বা জমী এবং কাহাকে বা প্রাপ্ত অংশের উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে সকলেরই মোটের উপর সুবিধা হইতে পারে। অন্যপক্ষে জমীদারের উত্তরাধিকারিত্ব-স্থলে যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকে কোন এক মহল বা জমীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের অধিকারী না হয় সেইরূপ নিয়ম করা প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ যদি কোন জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার তিনজন উত্তরাধিকারী এবং একখানি মহল থাকে, তাহা হইলে তুল্যাংশ-বিভাগ-স্থলেও প্রত্যেক জমীতে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর ⅓ অংশ সত্ত্ব না হয়, এরূপ ভাবে বিভক্ত হওয়া উচিত। মহালের মোট জমীর সংখ্যাকে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ এক এক অংশীদারকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা ঘটিতে পারে না। যদি তিন খানি মহল থাকে, আর প্রত্যেক মহলে এক এক জনের ⅓ অংশ না হইয়া যদি এক এক খানি এক এক জনের অংশ হয় তাহা হইলে সুবিধা জনক হইতে পারে। এইরূপে বিভাগ-সম্বন্ধে যে সামান্য অসুবিধা বা আর্থিক আপত্তি আদি হইতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন স্থল বিশেষে দুঃসাধ্য হইতে পারে কিন্তু অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। ভূমি বিভাগ-সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম না থাকায় বঙ্গের জমীদার ও প্রজা উভয়পক্ষেরই অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান নিয়মে শরিকী বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর লাঠা লাঠি ও মোকদ্দমা করিয়া জমী-

দারবর্গের উৎসন্ন হইবার পথ প্রশস্ত রহিয়াছে। অন্যপক্ষে প্রজাকেও জমীর নির্দ্দিষ্ট খাজানা ব্যতীত নানা প্রকার কর ও আবওয়াব যোগাইবার জন্য নিপীড়িত হইতে হইতেছে। জমীদার ও প্রজার যেরূপ পরস্পর সমানুভূতি থাকা উচিত, এই নিয়ম তাহার একটী প্রধান অন্তরায়। প্রস্তাবিত নিয়মে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই সুবিধার আশা করা যাইতে পারে। তবে এইরূপ নিয়মে একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যথা কোন জমীদারের মৃত্যুর পর তাহার একাধিক অংশীদারস্থলে যদ্যপি তাহাদের মধ্যে পরস্পর আপোষে সুশৃঙ্খলার সহিত এইরূপ বিভাগ সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ন্যায়পরায়ণ, সুশিক্ষিত ও পরিণামদর্শী ডেপুটীকালেক্টরাদি উচ্চ বেতনভোগী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা ঐরূপ বিভাগ করাইয়া দিতে হইবে। নতুবা অল্পবেতন ভোগী অল্পশিক্ষিত ও সততা-সম্বন্ধে সন্দেহসূচক চরিত্র বিশিষ্ট সিবিল কোর্ট আমিন প্রভৃতি কর্ম্মচারীর উপর ঐ কার্য্য সম্পাদনের ভার দিলে ভাবী অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। সিবিল-কোর্ট আমিন দিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইলে সিবিল কোর্ট আমিন নিয়োগের বর্ত্তমান-নিয়ম সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজন। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে অনেক সময় অনেক স্থলে সিবিল কোর্ট আমিণ কর্ত্তৃক ন্যায়-বিধির মস্তক পদ-দলিত হয়, ও তাহার ভাবীফলে অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে সুতরাং ঐ কর্ম্মচারী শ্রেণীর পরিবর্ত্তন ও সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

১৪শ কর্ত্তব্য। অন্যায়রূপে করস্থাপন, অবধারণ বা আদায়ের যথা সম্ভব প্রতিবিধান।

সাধারণ প্রজা যাহাতে জমীদারদিগের দ্বারা বা অন্যপ্রকারে অন্যায় করের জন্য উৎপীড়িত না হয়, তাহার সতর্কতার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা কতকটা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ এখনও প্রজারা অনেকস্থলেই অন্যায় করভারে প্রপীড়িত। এই করভারের নিমিত্ত অনেক প্রজাকে কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থানের জন্যই ব্যস্ত থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা অন্য উন্নতি কিরূপে সাধন করিবে? এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

ও প্রণিধান দ্বারা প্রতিকারের উপায় অবলম্বন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। জমীদারের অধীন প্রজাকে জমীর খাজনা ও গবর্ণমেণ্টের ধার্য্য পথকরাদি সেস্ বাদে প্রায় সকল স্থানেই নির্দ্ধারিত টাকার উপর প্রতি টাকায় অল্পাধিক পরিমাণে অন্যায় খরচা দিতে হয়। স্থানে স্থানে ঐরূপ খরচার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের খাস মহলেও প্রকারান্তরে জোতদারফণ্ড ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া ঐরূপ খরচা সদৃশ কর গৃহীত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আয়কর, পথকর প্রভৃতি অবধারণ ও পুনরবধারণ কালে অনেক স্থলে অন্যায় রূপে কর অবধারিত হইয়া থাকে। কর পুনরবধারণ বা রিভ্যালুয়েশন (Revaluation) সময়ে কর দাতার আয় বৃদ্ধি হউক বা না হউক, বা হ্রাস হউক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের নিকট বৃদ্ধি হওয়া এক প্রকার স্থির-সিদ্ধান্ত। কোন ব্যক্তি বিশেষের আয়ের সে সময় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতে পারে, লোক বিশেষের পক্ষে আয়বৃদ্ধি হইলেও কর বেশী হইবার ভয়ে আয়বৃদ্ধি না হওয়া বা কম হওয়া বলিয়া রিটার্ণ দেওয়া ও বিচিত্র নহে ; কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে প্রতারণা করিতে পারে বলিয়া সকলেই প্রতারণা করিবে, এরূপ যুক্তিতে উপনীত হওয়া ঘোরতর নীতি-বিরুদ্ধ। অনেক কর্ম্মচারী এমনও আছেন যে, তাঁহারা ঐ রূপ ন্যায়বিরুদ্ধ নীতি অবলম্বন করতঃ প্রকৃতপক্ষে যাহার আয়বৃদ্ধি হয় নাই বা কম হইয়াছে, তাহার রিটার্ণ ও গ্রহণ করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ন্যায়পরায়ণ বলিয়া পরিচিত গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-মধ্যে ঐরূপ অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেও স্থলবিশেষে তাহার প্রতিকার না হইয়া বরং সহায়তাই করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ স্বরূপ, সুতরাং নির্দ্দোষ প্রজা যাহাতে দোষী প্রজাবিশেষের অপরাধের জন্য অন্যায়রূপে করগ্রস্থ বা প্রপীড়িত না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের আর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা প্রতিকারের উপায় অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

১৫শ কর্ত্তব্য। সম্মিলিত-ব্যবসায়ের প্রতি উৎসাহ দান।

সম্মিলিত-ব্যবসায়ের প্রতি আইনের কঠোরতা দ্বারা তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তির গতিরোধ না করিয়া, যাহাতে তাহার দিকে সাধারণের প্রবৃত্তি আকৃষ্ট ও

উৎসাহিত হয়, এবং নির্ব্বিঘ্নে পরের অনিষ্ট না করিয়া লোকে সম্মিলিত ব্যবসায় চালাইতে পারে, তাহার অনুকূল উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

১৬শ কর্ত্তব্য। প্রতারণা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ভূসম্পত্তি হস্তান্তর, রেজেষ্টরী করণ, এবং নামজারি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্যয়ের লঘুতা-সম্পাদন এবং প্রজারা যাহাতে তাহাদের শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্য এবং কার্য্যের ফল নিরাপদে ভোগ করিতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত সুবিধা-স্থাপন, এবং তৎসম্বন্ধে অবিচারের প্রতিকারার্থে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাহা যাহাতে ব্যয়সাধ্য না হয়, এবং সাধারণ প্রজার পক্ষে অন্যায় আচরণের প্রতিবিধানের অন্তরায় না হয়, তাহার সঙ্গত বিধান করা উচিত। বর্ত্তমান নিয়মে ঐ সকল বিষয়ে নানা প্রকার অসুবিধা অন্তরায় রহিয়াছে। তাহার সংশোধন ও প্রতিকার বিশেষ প্রার্থনীয়।

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, অভাব অভিযোগাদির ব্যয় কমিলে অভিযোগাদির বৃদ্ধি পাইবে, সুতরাং তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অভিযোগাদি স্বল্পায়াস-সাধ্য হইলে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে হইতে পারে, কিন্তু ঐ উত্তেজক কারণ হইতেই অবসাদক ক্রিয়া স্বভাবতঃ অচিরাৎ কার্য্যকরী হইবে। যাহাতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বাধা জন্মাইবার অসুবিধা ঘটিবে, তাহাতেই পরোক্ষভাবে অত্যাচার হ্রাসের সঙ্গে অভিযোগের হ্রাস সংঘটিত হইবে।

১৭ কর্ত্তব্য। রাজস্বাদি আয়ের ও অন্য উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যয়।

অন্যায় উৎপীড়ন না করিয়া প্রজার সঙ্গত দেয় রাজভাগ গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা তাহাদিগের রক্ষা ও মঙ্গল বিধান করা সুসভ্য ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য। সুপ্রণালীমতে রাজ্যশাসন বা রাজধর্ম্মপালন করিতে হইলে প্রজার যথাসাধ্য মঙ্গল বিধান মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য কার্য্য গৌণ উদ্দেশ্য স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কার্য্য করা সৎনীতির অনুমোদিত। তদ্বিপর্য্যয় প্রকৃত পক্ষে ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণতার বিরোধী। প্রজার হিতসাধন মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান করিতে হইলে, আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রজার ন্যায় সঙ্গত মতামত

গ্রহণ করা ও তদনুসারে কার্য্য করা যুক্তি সঙ্গত। আমাদের গবর্ণমেন্ট সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ধর্ম্ম ও ন্যায় পরায়ণ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার ও উক্তনীতি অবশ্য অবলম্বনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে লর্ড ক্লাইব কর্ত্তৃক বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই শতাধিক বর্ষের রাজকার্য্য নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যথেচ্ছাচারিতা গবর্ণমেন্টের মূলনীতি, স্বার্থপরতা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রজার হিত সাধন অনেক স্থলে গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যে ও গণনীয় নহে। ক্লাইবের শাসন সময়ে ইংরেজ বা ব্রিটিশ-রাজাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ৪ লক্ষ পৌণ্ড প্রদান করিয়া ভারতে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন। রাজ্যবিস্তার ও দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি মানসে লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা হইত। বোধ হয় কোন বন্য অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও জঘন্য কার্য্য সম্পাদিত হইত কিনা সন্দেহ স্থল। সুসভ্য ব্রিটিশ রাজ ৪ লক্ষ পৌণ্ড পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, কোম্পানির ন্যায়, অন্যায় কার্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও করিতেন না। ক্রমে কোম্পানি রাজ্যলালসায় রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত হইয়া ব্যয় বাহুল্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন অধিকৃত স্থানের রাজস্বাদি আয়ে ব্যয় সংকুলান না হওয়ায়, বিলাতে ভারতের দায়িত্বে স্বর্ণমুদ্রা ঋণ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবাসীর সর্ব্বনাশের জন্য এই ঋণের সূত্রপাত। এই ঋণ আজ ও হইল কাল হইল। বাঙ্গলার দেওয়ানী গ্রহণ করিবাব পূর্ব্বে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজের সহিত ফরাসী জাতিব যুদ্ধ হয়। তাহার ব্যয় কোম্পানী কর্ত্তৃক ৫০ লক্ষ পৌণ্ড স্থিরীকৃত হইয়া, দেওয়ানী গ্রহণ করার পর বঙ্গবাসীর নিকট হইতে ঐ মুদ্রা গৃহীত হয়। এইরূপ "উদর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" নীতি ইস্তকনাগাইদ চলিয়া আসিতেছে। আজ কোম্পানির দেনা, কাল বিলাতী অংশীদারেব লভ্যাংশ, পরশ্ব যুদ্ধের ব্যয়, ঋণকৃত অর্থের সুদ, এইরূপ ব্যয় যোগাইতে যোগাইতে ক্রমে ভারতবাসী ঋণজালে জড়িত ও করভারে পীড়িত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অর্থশোষণ ও অত্যাচারের যন্ত্রণায় বাসভূমি এককালে শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। পরে উদার-চেতা, ন্যায় পরায়ণ ও বিখ্যাত বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্ক, শেরিডান্ প্রভৃতি মহাত্মা

গণের দ্বারা বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অত্যাচার উৎপীড়ন সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজ রাজের লক্ষ আকৃষ্ট হয়, এবং অত্যাচার উৎপীড়নের কথঞ্চিৎ শান্তি ও ক্রমে বাহ্যিক উন্নতির সূত্রপাত হয। কোম্পানীর উৎপীড়নের পরিণাম ফলেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া "সিপাহী বিদ্রোহ" হয। সেই বীভৎস অভিনয় ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারতের এবং অন্যান্য স্থানের ঐরূপ লোম-হর্ষণ বিপ্লবের বিষয় নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয যে, প্রজার সহিত সদ্ভাব রাখিযা প্রজার হিতসাধনের পরিবর্ত্তে প্রজার অর্থের অযথা ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে অন্যায় উৎপীড়ন ও করভার গ্রস্ত করিলে, তাহার পরিণাম ফল স্বরূপ লোমহর্ষণ বিপ্লব সংঘটিত হয়। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ-অভিনযের পর প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৮খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশরাজ স্বহস্তে কোম্পানির নিকট হইতে ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আশা ছিল, ব্রিটিশ রাজার অধীনে পূর্ব্ব যথেচ্ছাচার নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সভ্যতার অনু-মোদিত বিশুদ্ধ ন্যায় সঙ্গত নীতি অবলম্বিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা আজও ঘটিযা উঠে নাই। পূর্ব্বে যখন কোম্পা-নীর হস্তে রাজ্যভার ছিল, তখন কোম্পানীর বা কোম্পানীর কর্ম্মচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে পার্লিযামেণ্ট মহাসভায় অভিযোগ চলিতে পারিত, এবং উপঢৌকন, মুদ্রা বা অনুরোধাদি যে কোন উপায অবলম্বন দ্বারা কোম্পানী কর্ত্তৃক রাজমন্ত্রী ও অধিকাংশ সভ্যের মুখবন্ধ না হইলে, এবং অন্যায় অত্যা-চারের সত্যতা সম্বন্ধে সভ্যগণের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের আশা করা যাইতে পারিত। কেহ মনে করিতে পারেন যে, মুদ্রাদি দ্বারা মুখবন্ধের কথা বলা হইল কেন? ফলতঃ বর্ত্তমান সমযেও যেমন আমা দের আদালৎ বা বিচারালয প্রভৃতি স্থানে অনেক কর্ম্মচারীর নিকট বাধ্য হইয়া উৎকোচ প্রদান দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিযা লইতে হয়, পূর্ব্বে বিলাতের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নিকটেও ঐরূপে কার্য্যোদ্ধারের কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। ক্রমে নৈতিক উন্নতির সঙ্গে অবশ্য ঐ রীতি এক্ষণে অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কোম্পানির আমলে এক্ষণকার মত সকল উৎপীড়নের বিষয নানা অন্তরায় বশতঃ মহাসভার কর্ণ গোচর হইতে পারিত

না, এবং যাহা বা হইত তাহা অধিকাংশ সভ্যের ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বা অনাস্থার জন্য বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারিত না। ব্রিটিশ রাজের হস্তে রাজ্যভার আইসায় পর ক্রমে উক্ত অন্তরায় অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' বাক্যের সার্থকতা হইলে কাহাব নিকট ন্যায় বিচাবের আশা করা যাইবে। মহা সভায় প্রধানতঃ দুই দল সভ্য আছেন এক দল উদারনৈতিক (Liberal) এবং অন্য দল রক্ষণশীল (Conservative), পূর্ব্ব উদারনৈতিকেরা এক্ষণে আবার তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক উক্ত দুই প্রধান দলের যখন যে পক্ষ প্রবল হযেন, তখন সেই পক্ষের হস্তে, রাজ্যভার যাইযা থাকে। স্তুতবাং তাঁহারা নিজের দলের এবং দেশের লোকের স্বার্থসাধনেই ব্যগ্র থাকেন। কারণ দেশের লোকের স্বার্থসাধন বা হানির সহিত তাঁহাদের দলের উন্নতি অবনতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অন্য পক্ষে যখন যে দল রাজ্য ভার প্রাপ্ত হযেন, তাহাদের কোন কর্ম্মচারী অন্যায কার্য্য করিলে বিপক্ষ পক্ষ ছিদ্র অনুসন্ধান কবেন, স্তুতবাং তাহারা সেই কর্ম্মচারীব অন্যায কার্য্যের জন্য প্রতিকাবেব পরিবর্ত্তে অনেক স্থলেই তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এই দুটানায পড়িযা, ভারতবাসীর পক্ষে প্রযুক্ত সেই পূর্ব্ব-মূল যথেচ্ছাচাব নীতিব বাহ্য আববণ চাকচিক্য ভিন্ন অন্তর্দেহের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পাবিতেছে না। এই কারণেই ভারতের রাজস্বের অযথা ব্যয় করিযা বিলাতের ডাউনিংষ্ট্রীটে ৪০ হাজার পৌণ্ড ব্যযে ইণ্ডিযা আফিস নির্ম্মিত হইযাছে, এবং ঐ বাটী নির্ম্মাণ হওযাব পর উহাতে হতভাগ্য সুলতান্ আবদুল আজীজকে আমোদিত করিবার জন্য যে নৃত্য-গীতাদির (Ball) আয়োজন হয় তাহার ব্যয ও ভাবতবাসীর স্কন্ধে অর্পিত হয। ঐ কারণেই ভারতের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মন্দমতি লর্ডলিটনের ন্যাযনীতি বিগর্হিত কাবুল অভিযানের ব্যযেব জন্য ৫০ লক্ষ পৌণ্ড ভারত রাজস্ব হইতে গুণিতে হইযাছিল। এইরূপ অযথা ব্যযাদিব বিষয ভারতবন্ধু স্বর্গীয় মহাত্মা ফাইট্, ব্রাইট্ প্রভৃতি মনীষীবা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিযা গিয়াছেন। আবার ঐ কারণেই ব্রহ্ম-যুদ্ধের ব্যয়, মিশর যুদ্ধের ব্যয়, কাবুলের আমীর পুত্রের জন্য উৎসবের ব্যয় ইত্যাদি নানাপ্রকারে ভারত রাজস্বের অপব্যয হইযা থাকে।

আমীর-পুত্রকে বিলাত বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইল, আমোদ, আহ্লাদ করিলেন বিলাতবাসীরা, ব্যয়ভার বহন করিতে হইল ভারতবাসীকে। ইহা অপেক্ষা অযথা ব্যয় আর কি হইতে পারে? এইরূপ অযথা ব্যয় না কমাইলে ভারত রাজস্বের কখনই সুপ্রতুল হইবে না এবং ভারতবাসীও সাধারণতঃ ঋণ-ভার ও করভার হইতে মুক্তি পাইবে না এবং তাহার পরিণাম ফল গৌণ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতেও তাহাদের নিষ্কৃতি পাইবার আশা দুরাশা হইবে। ইহার সদুপায এক্ষণে এই যে, আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রজার স্বাধীন মতামত গ্রহণ করতঃ ন্যায় সঙ্গত মত অনুসারে কার্য্য, রাজস্বের অযথা ব্যয় যথাসাধ্য রহিত, দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার (Famine fund) রক্ষা ও বৃদ্ধি করিয়া তাহা অন্য কার্য্যে ব্যয় না করা ইত্যাদি। এইরূপ উপাযাদি অবলম্বন দ্বারা প্রজার হিতসাধন করতঃ প্রজার হৃদয় রাজ্য অধিকার করিলে প্রজাও সুখী হইবে এবং ব্রিটিশ রাজ বা ভারত গবর্ণমেণ্টকেও কাবুলের আমীরের তুষ্টি সাধনের জন্য বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি যোগাইতে অথবা রুশ ভযে ভীত হইতে হইবে না। ফলতঃ ভারতের ২৮ কোটী প্রজা যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট ও সহায় থাকে, তাহা হইলে রুশ ভল্লুকই হউন আর যিনিই হউন কেহ কখন ব্রিটিশ সিংহের সামান্য লোমোৎপাটনেও ক্ষমবান হইবেন না ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে।

জমীদারের কর্ত্তব্য।

প্রজার সুখেই সাধারণতঃ জমীদারের সুখ, এবং জমীদারের সুখেই সাধারণতঃ প্রজার সুখ। তজ্জন্য জমীদার ও প্রজার পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ লইয়াই জমীদারের বাহ্যিক সুখ, ঐশ্বর্য্য, বল, বিক্রম সকলই; সুতরাং সেই প্রজাকুলের অবস্থার যাহাতে উন্নতি-সাধন হয়, এবং যাহাতে তাহারা সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হওয়া জমীদারের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ স্থলেই জমীদারগণকে উক্ত কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রায়ই ক্রোধজ ও কামজ ব্যসনাসক্ত এবং তন্নিমিত্ত ঘোর স্বার্থপর হইয়া থাকেন। প্রজার নিকট অর্থশোষণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করিতেছেন, অথচ প্রজার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য নাই। জমীদারদিগের মধ্যে অনেকে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়া এবং ব্যসনদোষে দূষিত হইয়া দিন দিন অধঃপতিত হইতেছেন, এবং কেহ বা অকালে লীলা খেলা সাঙ্গও করিতেছেন। এই অধোগতি যাহাতে ঊর্দ্ধগতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। জমীদারদিগের এই অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। যাহাদিগের অর্থ ও জনবল আছে, তাহারা অশিক্ষিত হইলে, সেই অজ্ঞতার দোষে বিষময় ফল ফলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? জমীদার বংশের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইতে পারে, তদ্বিয়য়ে জমীদারদিগের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, এবং তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করতঃ স্বতন্ত্রভাবে বা মিলিতভাবে, বাহ্যিক সুখ ঐশ্বর্য্যের আকর স্বরূপ পরোক্ষভাবের সন্তান তুল্য প্রজাগণের যাহাতে অবস্থার উন্নতি হয়, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট তাঁহাদের কতিপয় কর্ত্তব্য কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম কর্ত্তব্য। কৃষিকার্য্যে উন্নতি-বিধান।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের সহিত অনেক বিষয়ের সংস্রব রহিয়াছে, তজ্জন্য ইহাকে মুখ্য কার্য্য স্বরূপ গণ্য করিয়া তাহার সহিত সংসৃষ্ট গৌণ কার্য্যের ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হইল।

(ক) কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনঃ—

কুসীদজীবী স্বার্থপর অর্থশোষক মহাজনদিগের চক্রে পড়িয়া গরিব প্রজাগণ কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজাগণকে সেই কঠোর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার মানসে যদ্যপি জমীদার-গণ তাহাদের জমীদারীর মধ্যে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া গরিব প্রজাগণকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেন, এবং তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা জমা রাখিয়া তাহার দরুণ কিঞ্চিৎ সুদ দেন তাহা হইলে তাহারা পরম উপকৃত হইতে পারে। এই কৃষি ব্যাঙ্কের সংসৃষ্ট করিয়া শস্যের ভালবীজ প্রয়োজনানুসারে প্রজা-দিগকে অপেক্ষাকৃত সুলভ হারে প্রদান ও সময় মত তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে আর ও বিশেষ সুবিধা হওয়া সম্ভব। এই কর্ত্তব্যপালন দ্বারা জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষেরই লাভ হইতে পারে। অনেক ক্ষুদ্র বা হীনাবস্থাপন্ন জমীদারের পক্ষে ঐরূপ কর্ত্তব্য পালন করা সুকঠিন বা অসম্ভব হওয়ার কথা; কিন্তু সেরূপ অবস্থায় ঐরূপ জমীদারেরা মিলিতভাবে অথবা প্রজার সহিত মিলিত হইয়া সম্মিলিত-ব্যবসায়ের নিয়মানুসারে কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপনের চেষ্টা করিলে কর্ত্তব্য-পালনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

(খ) গোধনের উন্নতি সাধন ঃ—

এই উদ্দেশ্যে গবাদি জন্তুর জন্য গোচর ভূমি গ্রামে গ্রামে অবস্থানুসারে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। গোবৎস যাহাতে বীর্য্যবান্ হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভালজাতীয় বলিষ্ঠকায় বৃষ বা ষাঁড় পালন করা প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য সভ্যতালোকিত দেশে উক্ত বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। তথায় স্থল ও অবস্থা বিশেষে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের মূল্য লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়।

(গ) কৃত্রিম উপায়ে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা :—

যথা ব্যয়-সাধ্য সারাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রজাগণকে দেওয়া বা সুলভ মূল্যে তাহাদিগের নিকট বিক্রয় করা।

(ঘ) যে সকল শস্য-ক্ষেত্রে জল-সেচনের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে জল-সেচন বিষয়ে প্রজাগণকে সাহায্য করণ :—

যথা, খাল ও কূপাদি খনন করিয়া দেওয়া, অথবা জল-সেচক যন্ত্র দ্বারা শস্য-ক্ষেত্রে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বিল প্রভৃতি জলাভূমিকে শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত করা :—

বিল প্রভৃতি জলাভূমি যাহাতে জল অল্প থাকে, এবং যাহার তলদেশ কর্দ্দমাক্ত, তাহার জল জল-উত্তোলক যন্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া তাহাকে শস্য-ক্ষেত্রের ব্যবহারোপযোগী করিতে পারিলে জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষের সুবিধা হইতে পারে।

উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য এক পক্ষে যেমন অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ অন্য পক্ষে সেই ব্যয় প্রায়ই ব্যর্থ যায় না, বরং তাহাতে স্থল ও অবস্থা বিশেষে ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর বা অল্প আয়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

২য় কর্ত্তব্য। প্রজাগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা।

গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা-বিধান-সম্বন্ধে যেরূপ পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে সাহায্য ও উৎসাহ দান করা উচিত।

৩য় কর্ত্তব্য। প্রজাগণের স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া ও তৎসম্বন্ধে ক্ষমতানুসারে সাহায্য প্রদান করা।

এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়-খনন, এবং তাহার জল যাহাতে পরিষ্কার থাকে তদ্বিষয়ে যত্ন বাঞ্ছনীয়। গ্রামের জল-নির্গমন যাহাতে সুবিধামত হয়, গ্রাম যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং দুর্গন্ধময় পদার্থ জমিয়া যাহাতে

স্বাস্থ্যের হানি না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। ফলতঃ জমীদারেরা তাঁহাদের জমীদারীর মধ্যে মণ্ডল বা প্রধানের সাহায্যে পল্লীগ্রামে অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারের মিউনিসিপালিটি স্থাপন করিতে পারেন। তবে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার কালে যাহাতে অবস্থাতিরিক্ত ব্যবস্থা এবং প্রজার প্রতি অযথা উৎপীড়ন না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয়।

৪র্থ কর্ত্তব্য। শিক্ষিত ও উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিয়োগ।

বর্ত্তমানাবস্থায় প্রায় জমীদারদের খাজনা ও কর আদায়ের জন্য যে সকল তহশীলদার নিযোজিত থাকে, তাহারা সাধারণতঃ প্রায়ই সুশিক্ষিত নহে। তাহাদের বেতনের যেরূপ হার, তাহাতে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র কর্ম্মচারী পাওয়াও সুকঠিন বা সম্ভবপর নহে। অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের কেবল বেতনের উপর নির্ভর করিলে পরিবার প্রতিপালিত হয না. সুতরাং তাহারা *অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ঐজন্য তাহারা হয়* প্রজার অনিষ্ট, না হয় জমীদারের অনিষ্ট অথবা উভয়েরই অনিষ্ট সাধন কবিতে বাধ্য হইযা পড়ে। জমীদারগণ তদ্বিষযে লক্ষ্যকরতঃ প্রতিবিধান করিলে তাঁহাদেরও প্রজার উভযেরই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য-বিধান মধ্যে শিক্ষা-বিধান-সম্বন্ধে যে প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ প্রণালীতে স্থাপিত কৃসিবিদ্যালযের পরীক্ষোত্তীর্ণ বা সুযোগ্য ছাত্রদিগকে যথোপযুক্ত বেতনে বা সদুপাযে প্রণালীমত আদাযের উপর শতকরা কমিশন দিবার নিয়মে তহশীলদার নিযুক্ত করিলে জমীদারদের সকল পক্ষেই সুবিধা হইতে পারে। কারণ তহশীলদারেরা কেবল নিয়মিত কর আদায়ের যোগ্য বা তজ্জন্য প্রজাপীড়নে বা তাহাদের প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে পটু হইলেই উপযুক্ত ব্যক্তি মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; ক্ষেত্র-বিজ্ঞান, সাধারণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও কৃষিতত্ত্বাদি বিষযেও তাহাদের জ্ঞান থাকা প্রযোজনীয। বস্তুতঃ নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট কর আদায ভিন্ন, প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি দ্বারা আয় বৃদ্ধি করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তার পরিচাযক এবং তাহাই বাঞ্ছনীয়।

৫ম কর্ত্তব্য। প্রজা-রক্ষার-বিধান।

গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান দ্বারা যেমন প্রজাসমূহকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রযোজনীয়, সেইরূপ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও বন্য বরাহ

প্রভৃতি অনিষ্ট কারক প্রাণিগণ হইতে প্রজাদিগকে এবং তাহাদের প্রধান ধন গোধনাদিকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জমীদারেরা শিকারী দ্বারবান বা পাইক পল্লীগ্রামে নিয়োজিত রাখিতে পারেন। তাহাদের দ্বারা কর সংগ্রহ ও হিংস্রজন্তু বধ উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে।

৬ষ্ঠ কর্ত্তব্য। বাঁধ-বন্ধন।

বাঁধ বাঁধা প্রভৃতি উপায়াবলম্বন দ্বারা যাহাতে শস্য-ক্ষেত্র শস্য পূর্ণ অবস্থায় জলমগ্ন না হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রজাগণকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়।

৭ম কর্ত্তব্য। পরিদর্শন।

সহর নিবাসী জমীদারেরা প্রায়ই মফঃস্বলের প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করেন না। পল্লীগ্রামের জমীদারগণও বিলাসিতায় অথবা চির প্রসিদ্ধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করেন না। তাহাতে আবার আজকাল অনেকে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকর কৃত্রিম সুখের আশায় অনেক সময় সহরে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ বা সহরেই কায়েম মোকাম বা সহরবাসী হইয়া যাইতেছেন। যাঁহারাও বা মফঃস্বলে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ও অনেকে বাসস্থানের নিকট-বর্ত্তী প্রজা ভিন্ন অন্যান্য দূরবর্ত্তী প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করেন না। ফলতঃ কর্ণ দ্বারা ঠিক দর্শনের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। প্রজার অবস্থা স্বয়ং না দেখিলে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা কেবল কর্ম্মচারীর মুখে শুনিয়া সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। প্রজার দুঃখের প্রতি জমীদারের সাধারণতঃ উদাসীন থাকিবার ইহাও একটী অন্যতম কারণ। যাহাদিগের অবস্থার সহিত জমীদা-রের অতি নিকট সম্বন্ধ, সামান্য কর্ম্মচারীর দ্বারা কেবল তাহাদের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। মধ্যে মধ্যে স্বচক্ষে প্রজাগণের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং তাহাদের অভাব ও অভিযোগের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রতিবিধানের উপায় করা জমীদারের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য। ইহাতে জমীদার ও প্রজায় পরস্পর সমানুভূতি জন্মে এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই হিত-সাধন হইতে পারে।

৮ম কর্ত্তব্য। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর, এবং তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করা।

পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত হইয়া অনেক জমীদার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি কার্য্যতঃ অনাদর করিয়া বিদেশীয় শিল্প দ্রব্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। দেশীয় শিল্প বিদেশী শিল্পের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। এইরূপ প্রবৃত্তি দেশের শিল্পীদিগের পক্ষে বিশেষ অহিতকর; এই রুচির পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান সময়ে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

৯ম কর্ত্তব্য। সঞ্চিত অর্থের অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্র সঙ্গত ব্যবহার।

দুর্ভিক্ষ বা দরিদ্রতা নিবারণ এবং জাতীয় ধনাগমের জন্য ভূমি, শ্রম এবং মূলধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ভূমি এবং শ্রমের অভাব নাই, কিন্তু সঞ্চিত ধন থাকা সত্বেও মূলধনের অভাব অনুভূত হয়। কারণ যে ধন বা অর্থ অলসভাবে জড়বৎ অবস্থিতি নিবন্ধন উৎপাদিকা শক্তি বিহীন, তাহা অর্থ-নীতি সঙ্গত মূলধনপদ-বাচ্য নহে। ধনের যে অংশ ভাবী উৎপাদনের সাহায্যার্থ, উৎপাদন কার্য্যো-পযোগী প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদির রক্ষা ও আশ্রয় বিধানের নিমিত্ত, এবং উৎপাদনের সহায়তাকারী শ্রমজীবীদিগের ভরণ-পোষণার্থ ব্যয়িত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই ধন অর্থে যে কেবল মুদ্রা বুঝায় তাহা নহে। মুদ্রা ধনের অংশ মাত্র। যাহার বিনিময় মূল্য আছে, তাহাই ধন-পদ-বাচ্য। মুদ্রা কেবল বিনিময় কার্য্যের মধ্যস্থ এবং মূল্যপরিমাপক মাত্র। এই মূল সূত্রের যথার্থতা সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। কোন সমাজের অসভ্যা-বস্থায় সেই সামাজিক ব্যক্তিগণ বন্য জন্তু প্রভৃতি প্রাণীবধ করতঃ তাহার আম মাংস ভক্ষণ বা ফল মূল দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় সঞ্চয় প্রবৃত্তি বলবতী থাকে না, সুতরাং উদর পূরণের জন্য প্রায় প্রতিদিন আহারান্বেষণে অধিকাংশ সময় ব্যগ্র থাকিতে হয়, এবং তজ্জন্য নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ ভিন্ন অন্য আয়াস সাধ্য কার্য্যে

মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে না। সেই সমাজ উন্নতিপথে অগ্রসর হইলে ক্রমে ব্যক্তিগণ ভক্ষ্য বন্যজন্তু পালন দ্বারা তাহাদিগকে গৃহপালিত জন্তুরূপে পরিণত করিয়া থাকে এবং ক্রমে তাহাদের মধ্যে আম মাংসের পরিবর্ত্তে রন্ধন প্রণালী দ্বারা আহার্য্য প্রস্তুত করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই অবস্থা হইতে ক্রমে শস্যোৎপাদনে বা বাসস্থানের নিকটে ব্যবহারোপযোগী ফলোৎপাদক বৃক্ষ রোপণে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং ক্রমে শিল্প কার্য্যের দিকে প্রয়োজনানুসারে দৃষ্টি পতিত হয়। এই অবস্থায় সঞ্চয় প্রবৃত্তি বলবতী হইতে আরম্ভ হয়,এবং ক্রমে বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার সূত্রপাত হয়। এইরূপ বিনিময় প্রথার অবস্থায় দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় হইয়া থাকে। যথা একজনের ধান্য আছে, তাহার লৌহের প্রয়োজন হইলে সে ব্যক্তি যাহার লৌহ আছে, তাহাকে তাহার ধান্যের প্রয়োজন থাকিলে, ধান্য দিয়া তৎপরিবর্ত্তে লৌহ পাইতে পারে। এইরূপ বিনিময়ে নানাপ্রকার অসুবিধা হেতু সমাজের সভ্যতার দিকে উন্নতির সঙ্গে সাধারণ মূল্য পরিমাপক কোন দ্রব্যের প্রয়োজন ও তাহার অভাব পূরণের আবশ্যকতা অনুভূত হয় এবং তৎসঙ্গে কোন ধাতু নির্ম্মিত বা অন্যপ্রকার মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকে। মুদ্রা দ্বারা বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যথা একজনের ধান্য আছে, তাহার লৌহের প্রয়োজন হইল, কিন্তু যাহার লৌহ আছে তাহার ধান্যের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থায় ধান্যেও লৌহে পরস্পর বিনিময় হইতে পারে না। আবার ধান্য ও লৌহের বিনিময় হইলেও বিনিময়ের পরিমাণ লইয়া গোলযোগ ও অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ধান্য ও লৌহ যদি কোন এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের হিসাবে বিনিময় হয় এবং সেই বস্তুর উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেরই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তাহা হইলে বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। মুদ্রার দ্বারা এই কার্য্য-সাধিত হইয়া থাকে। এস্থলে ধান্য-স্বামীর ধান্যই ধন, লৌহ-স্বামীর লৌহই ধন এবং মুদ্রা-স্বামীর মুদ্রাই ধন, সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই ধনের অংশ মাত্র। মুদ্রা ধনের অংশ, এই অর্থে ধন, কিন্তু কেবল মুদ্রাই ধনের প্রতি শব্দ নহে। যথা, একজন ব্যক্তি বোতলের মুখবন্ধ করিবার জন্য যে কর্ক বা চলিত কথায় কাক ব্যবহৃত হয়, সেই কর্ক নানা স্থান হইতে দুই চারিটী করিয়া সংগ্রহ করতঃ বহু সংখ্যক

কর্ক সংগ্রহ করিল। কর্ক গ্রহণেচ্ছু একজন ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিয়া মুদ্রার বিনিময়ে ঐ কর্ক ক্রয় করিবার জন্য উপস্থিত হইল। এস্থলে সাধারণের অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত কর্কের বিনিময় মূল্য হওয়ায় কর্ক-স্বামীর পক্ষে তাহা ধনরূপে গণ্য। এস্থলে কর্ক ও মুদ্রা উভয়ই ধন অর্থাৎ ধনের অংশ, কিন্তু কোনটাই ধনের প্রতিশব্দ নহে। অর্থাৎ ধন বলিলে কেবল কর্ককে বা কেবল মুদ্রাকে বুঝাইবে না, কারণ দুইটীই ধনের অন্তর্গত। ধন বলিলে কর্ককে যেমন বুঝাইতে পারে, মুদ্রাকেও সেইরূপ বুঝাইতে পারে। এইরূপ মুদ্রা বা ধান্যের দ্বারা যদি ধান্যের ভাবী উৎপাদনের সাহায্য হয়, তবে উভয়ই মূলধন। যেমন একজন ব্যক্তির ধান্য আছে, সে সেই ধান্যের দ্বারা শ্রমজীবীদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া ধান্য উৎপাদন করিতে পারে, অথবা ধান্য মুদ্রার সহিত বিনিময় করতঃ তদ্দ্বারা পারিশ্রমিক প্রদান পূর্ব্বক ধান্যের ভাবী উৎপাদন করিতে পারে। অন্যপক্ষে শ্রমজীবীরা তাহাদের প্রাপ্ত সেই মুদ্রার বা ধান্যের বিনিময় দ্বারা তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া ভাবী ধান্য উৎপাদনের সহায়তা করিতে পারে। সুতরাং এক্ষণে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে উপলব্ধি হইতে পারে যে সমাজে যে দ্রব্যের বিনিময় মূল্য আছে, তাহাই ধন এবং যাহা সাধারণতঃ দ্রব্য সকলের মূল্য-নির্দ্ধাপক এবং বিনিময়োপযোগী তাহাই মুদ্রা নামে অভিহিত হইতে পারে। যে দ্রব্য দেখিতে সুন্দর, দৃঢ়, আদরণীয়, ঘাতও তাপসহ এবং যাহার অল্প পরিমাণ অংশের ও অন্য দ্রব্যের সহিত তুলনায় বিনিময় মূল্য অধিক, যাহা সহজে ক্ষয়, নষ্ট বা বিবর্ণ হয় না, এবং যাহার মূল্যের সহজে হ্রাস বৃদ্ধি না হইয়া অনেকাংশে স্থির থাকে, ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট পদার্থই মুদ্রার উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিশেষ উপযোগী, এবং তজ্জন্যই সভ্যসমাজে প্রধানতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতু মুদ্রার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মুদ্রা ও ধনের পার্থক্য এবং মূলধনের কার্য্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব হেতু অনেক ধনশালী ব্যক্তি বিলাসিতা ও বাহ্যাড়ম্বরের জন্য অযথা অর্থব্যয় করিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে শ্রমজীবীদিগের উপকার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা শ্রমজীবীদিগের শ্রেণী বিশেষ উপকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ শ্রমজীবীরা উপকৃত হয় না, বরং দেশের অর্থের ঐরূপ অযথা ধ্বংস

প্রকারান্তরে তাহাদের অবস্থার উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ গণনীয়। ধনী ব্যক্তিরা বিলাসিতা বা বাহাড়ম্বরের জন্য যে অর্থের অযথা অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা যদ্যপি সাধারণের অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্য উৎপাদন বা উৎপাদনের সহায়তার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে সাধারণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি বিভাজ্য মূলধন দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা সবিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে। যে প্রণালী অধিকাংশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। সাধারণের প্রতি সহৃদয়তার অভাব এবং অর্থ-নীতি-শাস্ত্র-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, এই দুইটীই প্রধানতঃ অর্থের অপব্যয়ের প্রধান কারণ। যাহাতে এই দুই কারণ দূরীভূত হইয়া সহৃদয়তার প্রসার এবং অর্থনীতিবিষয়ে জ্ঞান-সঞ্চার হয় এক্ষণে তাহাই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়। মূলধনের পূর্ব্বোক্ত দ্বিগুণতর বৃদ্ধি কিরূপে হয়, তাহা স্থানান্তরে বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইবে। এক্ষণে আলোচ্য এই যে, এদেশে অনেক ধনী ও জমীদার আছেন, যাঁহাদের গৃহে প্রচুর অর্থ বা মুদ্রা স্তূপাকারে সঞ্চিত রহিয়াছে, অথচ তাহার প্রকৃত ব্যবহার নাই কেহ বা সঞ্চিত মুদ্রা দ্বারা প্রমিশরি নোট বা "কোম্পানির-কাগজ" ক্রয় করতঃ অর্থ আবদ্ধ করিয়া যৎ কিঞ্চিত সুদ প্রাপ্তি দ্বারা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও ব্যবসায়বুদ্ধির অভাব, উদ্যমশীলতা-বিহীনতা, শ্রমবিমুখতা এবং দেশের গরিব লোক-দিগের দুরবস্থার প্রতি উদাসীনতা প্রভৃতিই উক্ত জড় ভাবের প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া বোধ হয়। ছাতা, কাপড়, দিয়েশলাই প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিদেশ হইতে এদেশে বর্ষে বর্ষে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করতঃ তদ্দ্বারা বিদেশীয় বণিকগণ বহুল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লাভবান হইতেছেন, এবং ক্রমশঃ ধনবৃদ্ধি করিতেছেন; অথচ চেষ্টা করিলে ঐ সকল দ্রব্য এ দেশেও সম্ভবতঃ স্বল্প ব্যয়ে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তদ্বিষয়ে যত্ন বা লক্ষ্য নাই। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যত্নবান্ হইলে মূলধন প্রয়োগ দ্বারা লাভবান হওয়া যাইতে পারে, এবং তৎসঙ্গে দেশের ও অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। উক্ত দ্রব্যসকল ও সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে,এবং তাহা হইতে সাধারণতঃ দেশী লোকের উপকৃত হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদ্বিষয়ে ধনশালীদের যত্ন বা উদ্যম প্রায়ই দেখা যায় না।

যদিও এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও কাহারও তৎপ্রতি লক্ষ্য হইয়াছে, তথাচ তাহার সংখ্যা আজ ও এত অল্প যে,তাহা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশীয় ধনী ও জমীদারগণ যদ্যপি তাঁহাদের জড়ভাব ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করতঃ দেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে অসংখ্য কর্ত্তব্য কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার জন্য দেশের আন্তরিক অবস্থা শোচনীয় হইতেছে। সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে তাঁহাদের যত্ন ও উদ্যম এবং সঞ্চিত ধনের যথোপযুক্ত ব্যবহারের প্রয়োজন। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য যে সকল যন্ত্রাদি এবং যে সকল প্রথা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার উন্নতি বা পরিবর্ত্তন নাই। তদ্বিষয়ে সকলেই প্রায় এক প্রকার নিশ্চেষ্ট। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ঐ সকল বিষয়ে দিন দিন উন্নতি হইতেছে; অথচ আমরা সেই পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়াও তৎসম্বন্ধে কোন উন্নতি-লাভের চেষ্টা করিতেছি না, কিন্তু তাহাদের বিলাসিতা, তাহাদের বাহ্যিক সভ্যতার অসার চাকচিক্য-ভাগ-গ্রহণে তৎপর হইয়া উঠিতেছি। অর্থাগমের উপায়ের প্রতি আমরা উদাসীন, অথচ অর্থ-ব্যয় শিক্ষার অনুকরণে যত্নবান। বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিরুদ্ধ ভাবের পরিবর্ত্তন বিশিষ্টরূপে প্রার্থনীয় ও বাঞ্ছনীয়। জমীদারগণ এই পরিবর্ত্তন গতির অগ্রণী হইলে দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

অনেকের বিশ্বাস যে, গরিবগণকে অর্থ-সাহায্য করিলে, বা ভিক্ষাদান করিলেই অর্থের সার্থকতা সম্পাদন হইল; কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, গরিবদিগের মধ্যে ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করিলে তাহাতে দেশের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হইয়া থাকে; সামান্য অর্থ সাহায্যের ফল অস্থায়ী উপকার মাত্র,কিন্তু ভাবী অভাব নিবারক নহে, বরং পরোক্ষভাবে বা প্রকারান্তরে অভাবের বৃদ্ধিকারক, সুতরাং তাহার কুফল অবশ্যম্ভাবী। যে উপকার স্থায়ী, সেইরূপ উপকারই বাঞ্ছনীয়। সেই স্থায়ী উপকার করিতে হইলে অর্থের অন্যপ্রকার ব্যবহার প্রয়োজনীয়। এরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে হইবে, যদ্দ্বারা সাধারণের পরিশ্রম-লব্ধ ধনোপার্জ্জনের

প্রতি প্রবৃত্তি হয় এবং সেই উপায়-লব্ধ ধন হইতে তাহারা প্রতিপালিত হইতে পারে। ইহার যথার্থতা প্রতিপন্ন উদ্দেশ্যে উদাহরণ স্বরূপ ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে যে, যদ্যপি ১০ হাজার টাকা লইয়া ১০ হাজার গরিব লোকের মধ্যে সমভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আনুমানিক হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অর্থের সাহায্যে কোন প্রকারে ৮ দিন মাত্র প্রতিপালিত হইতে পারে। তাহার পর পুনরায় যে অভাব সেই অভাবই উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ দশ হাজার টাকা যদি মূলধন স্বরূপ গণ্য করিয়া কোন লাভবান ব্যবসায়ে তাহার নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে সম্ভবতঃ অন্ততঃ পক্ষে এক শত জন ব্যক্তি প্রাত্যহিক বা মাসিক শ্রমলব্ধ ধন উপার্জ্জন দ্বারা আজীবন বংশানুক্রমে প্রতিপালিত হইতে পারে। ইহাতে মূলধনের ধ্বংস না হইয়া তাহা যেমন তেমনই থাকিতে পারে, অথবা ক্রমে তাহার বৃদ্ধি ও হইতে পারে, অথচ তদ্দ্বারা লোক ও প্রতিপালিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভাজ্য ধনের লোকপালিনীশক্তি এক বার মাত্র ব্যবহারেই ধ্বংস হইয়া যায়। এক্ষণে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার ব্যবহারকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে? আমাদের বোধ হয় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বিতীয়োক্ত উপায়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন। এই সকল কথায় যেন কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে, এই মত দানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, বস্তুত তাহা নহে। দান সম্বন্ধে মতামত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতবাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সঞ্চিত অর্থের ব্যবহারের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে সংক্ষেপে এক প্রকার উল্লেখ করা হইল; এক্ষণে তাহার কিরূপ ব্যবহার ফলপ্রদ, তৎসম্বন্ধে দুচারি কথার উল্লেখের প্রয়োজন। জমীদারগণ তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যে সকল কার্য্য করিতে পারেন, তাহার মধ্যে কয়েকটী বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা ভিন্ন প্রধানতঃ কয়েকটী বিষয়ের আভাস-মাত্র এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। যথা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র দ্বারা কৃষক প্রজাগণকে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। দেশীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ পাশ্চাত্য প্রণালী কিরূপ উপযোগী, তাহার পরীক্ষা, এবং পরীক্ষাজাত ফল উপকারী বোধ হইলে তাহার বহুল প্রচার। এ দেশে এমন অনেক বন্য বৃক্ষ লতাদি আছে,

যাহার উপযোগিতা জ্ঞাত হইলে লাভবান হওয়া যাইতে পারে; অতএব তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা। অনাবৃষ্টি হইলে দেশজাত প্রায় শস্যের সমূহ হানি হইয়া হাহাকার পড়িয়া যায়। এমন কোন কোন শস্য আছে, যাহা দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, অথচ অনাবৃষ্টিতে তাহার উৎপত্তির কোন হানি হয় না। সেই সকল শস্যের আবাদ করিয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করতঃ সুফল ফলিলে তাহার ফল সাধারণের নিকট প্রচার করা।

আজকাল সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে, দেশীয় মূলধন দ্বারা এ দেশে সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদন, অর্থাৎ ছাতা, কাপড়, দিয়েশলাই, লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণে এদেশে প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন। কার্পাস বৃক্ষের আবাদ দ্বারা তুলা উৎপাদন, রেশমের উন্নতি বিধান, সেই সকল দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানী, এবং সেই সকল দ্রব্যোৎপাদক দেশের সহিত প্রতিযোগিতা দ্বারা এদেশী উৎপন্ন দ্রব্যের আদর বৃদ্ধি। এইরূপ দেশের নানাবিধ উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, অর্থের প্রকৃত ব্যবহার এবং তৎসঙ্গে দেশের স্থায়ী উপকার হইতে পারে।

১০ ম কর্ত্তব্য। শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী।

প্রদর্শনী দ্বারা কি শিল্প, কি কৃষি, সকল বিষয়েরই নানা প্রকার উন্নতি-সাধন হইতে পারে। এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্য সাধন হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। পরস্পর প্রতিযোগিতা ও তজ্জনিত উন্নতি ও নানাবিধ বস্তু দর্শন-জনিত জ্ঞানের প্রসারণ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শনী দ্রব্যের প্রদর্শকগণকে পুরস্কার বিতরণ দ্বারা উন্নতিকর চেষ্টার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। এ দেশের উপযোগী কার্য্যের জন্য সহজ উপায়ে চালিত এবং স্বল্পব্যয়ে নির্ম্মিত কলকারখানার নির্ম্মাণকারকদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান প্রয়োজনীয়। সেই সকল কল বা যন্ত্রাদির কার্য্যপরীক্ষা করতঃ সুবিধা বোধ হইলে যাহাতে তাহা সাধারণের উপকারে আসিতে পারে তদ্বি-

যয়ে যত্নবান হইতে হইবে। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিরূপ বিষয়ের জন্য কলের প্রয়োজন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয় উল্লেখ কবা যাইতেছে। আমাদের দেশে পাটের গাছ হইতে তাহার আঁশ ছাড়াইবার জন্য অনেক সময় ও অনেক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। পাটের গাছ প্রথমতঃ জলে রাখিয়া পচাইতে হয়, তজ্জন্য পূতিগন্ধ বিস্তার দ্বারা জল ও বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। তাহার পর শ্রমজীবীরা এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া অতিকষ্টে আঘাত দ্বারা আঁশ ছাড়াইয়া লয়। যদি এমন কোন কল প্রস্তুত হয় যাহার দ্বারা ঐ আঁশ সহজেই বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শ্রম, সময় ও অর্থব্যয়ের লাঘব হওয়ায় অনেক সুবিধা হইতে পাবে।

১১শ কর্ত্তব্য। ভূ-সম্পত্তির সমীচীন বিভাগ।

যে জমীদারের একাধিক উত্তরাধিকারী, তাহার পক্ষে তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে ভূসম্পত্তি এরূপ বিভক্ত হওয়া উচিত যেন প্রত্যেক জমীতে বা যথা সম্ভব প্রত্যেক মহালে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ না থাকিতে পায়। ইহাতে প্রজা এবং জমীদার উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। আর এক কথা অনেক জমীদার বা সম্পত্তিশালী ব্যক্তি নিঃসন্তান হইলে বংশরক্ষা এবং সম্পত্তি ভোগের জন্য পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। পোষ্য পুত্র গ্রহণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্রব ভিন্ন পরোক্ষ অর্থ সমাজের কোন এক ব্যক্তিকে স্বীয় সম্পত্তি দান করা। সম্পত্তি এরূপ কোন একজন ব্যক্তির ভরণপোষণাদি বা বিলাসিতার জন্য দান না করিয়া সমাজের কোন হিতকর কার্য্যের জন্য সম্পত্তির আয় দান করতঃ ট্রাষ্টি আদি সমিতি নিয়োগ দ্বারা তাহার পরিচালন কার্য্যের ব্যবস্থা করিলে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতে পারে। পোষ্য-পুত্র দ্বারা বংশ রক্ষা প্রকৃত পক্ষে ভাবিয়া দেখিতে গেলে কেবল কাল্পনিক বংশ রক্ষা মাত্র। পোষ্যপুত্র দ্বারা বংশের নাম ও গৌরব অনেক স্থলেই উজ্জ্বল না হইয়া বরং নিষ্প্রভ হইয়া থাকে; কিন্তু অন্য পক্ষে সম্পত্তির আয় সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তদ্দ্বারা সমাজের ব্যক্তি সাধারণ উপকৃত হওয়ায় বংশের নাম ও গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিস্তার ভিন্ন হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অন্যপক্ষে পোষ্য-পুত্র গ্রহণের ধর্ম্মসম্পর্কীয় মুখ্য উদ্দেশ্য পিতৃলোকের জল-পিণ্ড-দান। বর্ত্তমান সমাজে উক্ত উদ্দেশ্য পোষ্য-পুত্র গ্রহণের সাধারণ প্রণোদক কিনা তাহা বিবেচনা স্থল। সমাজের নির্ধন বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিতে দেখা যায় না। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই পোষ্যপুত্র "গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক সম্পত্তিশালী ব্যক্তি দেখা যায়, যাহারা নিজে পিতৃলোককে অন্ততঃ পক্ষে বাহ্যিক ভাবেও জল-পিণ্ড দান করেন না,অথচ পোষ্য-পুত্র লইয়া থাকেন ; এবং গৃহীত পুত্রকে যে ভাবে শিক্ষাদান করেন, তাহাতে ভাবীকালে নিজে জলপিণ্ড পাইবার আশা রাখেন বলিয়া বোধ হয় না। পোষ্য-পুত্র দিগের মধ্যে অনেককেই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখা যায়। অথচ এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও পোষ্য-পুত্র গ্রহীতাকে গৃহীত পুত্র যাহাতে স্বধর্ম্ম নিরত থাকিয়া পিতৃলোককে জল-পিণ্ডদান করিতে বাধ্য হয়, সেরূপ কোন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। এই সকল বিষয় নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে উক্ত ধর্ম্ম সম্পর্কীয় উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে প্রণোদক স্বরূপ হইলেও তাহা সাধারণ প্রণোদক রূপে কোন ক্রমেই বর্ত্তমান সমাজে গণনীয় নহে। পোষ্য-পুত্র গ্রহণ এক্ষণে ব্যবহারিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বংশ রক্ষা উদ্দেশ্যই ঐ প্রথার সাধারণ প্রণোদক স্বরূপ হইয়াছে।

এস্থলে এই বিষয়ের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সংসৃষ্ট একটী কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পুঠিয়াধীশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া, দানশীলা এবং দয়া ও সরলতার জীবন্ত-মূর্ত্তি স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর রাজত্ব কালে তাঁহার কতিপয় কর্ম্মচারী কোন সন্তোষজনক প্রমাণ বা দলিলের অভাবে একজন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করেন। তজ্জন্য ঐ ব্রাহ্মণ মহারাণীর সমীপে মাতৃ সম্বোধনে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করাতে, মহারাণী মহোদয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ কৃপাপরবশ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে কর্ম্ম-চারীদিগকে বলেন , কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর সম্বন্ধে কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণাদি নাই বলিয়া তাঁহারা আপত্তি করেন। তদুত্তরে মহারাণী বলেন, "আমি একটী ব্রাহ্মণ কুমারকে কেবল মাতৃ সম্বোধনের জন্য আপন করিয়া

সমুদায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সত্ব ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছি, আর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাতৃসম্বোধনের জন্য সামান্য কয়েক বিঘা মাত্র জমীর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিব না, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। এই উক্তিটি অতি সারবান। একজন ব্যক্তিকে মাতৃ-পিতৃ সম্বোধনের জন্য সম্পত্তি দান না করিয়া, সেই সম্পত্তির আয় হইতে যাহাতে বহু সংখ্যক ব্যক্তির পিতৃ মাতৃ সম্বোধন লাভ করা যায়, বা অন্য কথায়, একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির পিতা মাতা হওয়া অপেক্ষা যাহাতে বহুসংখ্যক ব্যক্তির পিতা মাতার সদৃশ হওয়া যায়, তাহা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকতর শ্রেয়ঃ এবং সঙ্গত জ্ঞান করা প্রকৃত উদারতা ও মহত্ত্ব-পরিচায়ক। অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অধিকতম উপকারই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হওয়া সমাজের একতাবর্দ্ধক ও অশেষ হিতজনক। স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি নিচয়ের সঙ্কীর্ণতা অপেক্ষা প্রসারণীয়তাই মহৎ জীবনের আদর্শ স্বরূপ। মহাত্মা চৈতন্য, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনে সেই প্রসারণীয়তার জলন্ত উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যপক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য লোক-হিতৈষী মিল, বেগমত্ প্রভৃতি মণীষী গণের জীবনী ও সেই প্রসারণীয়তার পরিচায়ক। বাৎসল্যভাবের অভাব পূরণ, পোষ্য-পুত্র গ্রহণের অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটী কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই বাৎসল্যভাব সঙ্কীর্ণতাময়, তাহার প্রসারণীয়তাই মহত্তর জীবনের আদর্শ এবং সমাজের পক্ষে হিতকর। স্বার্থ-ত্যাগ স্বীকার হিন্দু ধর্ম্মের মূল মন্ত্র, এখানেও সেই স্বার্থত্যাগ স্বীকারের কৃপণতাভাব দূরীকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যাহা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বিরোধী নহে, অথচ প্রভূত মঙ্গলের আকর তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় হওয়া কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের বর্ত্তমান লীলাভূমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (United states) অনেক নিঃসন্তান ধনশালী ব্যক্তি সম্পত্তির আয়ের ঐরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হওয়া উচিত। এই বিষয় জমীদারগণের বিবেচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য এই যে, পিতৃলোকের পিণ্ডদানার্থে পোষ্য পুত্রগ্রহণ যাঁহারা অপরিহার্য্য মনে করেন, তাঁহারা পোষ্য-পুত্রগ্রহণ করিয়াও সাধারণের উপকারার্থে স্থায়ী সম্পত্তি দান করিতে পারেন।

১২শ কর্ত্তব্য। সম্মিলিত ব্যবসায় অবলম্বন বা তাহাতে যোগ দান।

জমীদারগণ নেতা হইয়া সম্মিলিত ব্যবসায় অবলম্বন দ্বারা অনায়াসে বহুব্যয় সাধ্য ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, এমন কি জাহাজাদি পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করতঃ তদ্দ্বারা দেশ বিদেশে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের উন্নতির সোপান প্রস্তুত করিতে পারেন। এই সম্মিলিত ব্যবসায় সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

১৩শ কর্ত্তব্য। সভা সমিতি স্থাপনাদি দ্বারা সাধারণের হিত-সাধন।

জমীদার-সম্মিলনী-সভা সমিতি স্থাপন করিয়া পরস্পর সদ্ভাব ও একতা স্থাপন দ্বারা স্বীয় শ্রেণীর ও প্রজা শ্রেণীর, পরোক্ষে স্বদেশের, হিতসাধনে যথাশক্তি যত্ন করা; দেশের মঙ্গল-কর কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ ও তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার; সালিশ বা মধ্যস্থ দ্বারা অনিষ্ট জনক বিবাদাদির নিষ্পত্তি বা মীমাংসা; এবং ভূসম্পত্তি বিনিময় বা যোগ বিয়োগ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের যথাসাধ্য অসুবিধা দূরীকরণ ও সুবিধাস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সমূহ সম্মিলনী সভা সমিতির করণীয় বা অবলম্বনীয় কার্য্য স্বরূপ গণ্য হওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রজাগণের কর্ত্তব্য।

অবতরণিকা।

এই অবতরণিকায় মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত পরোক্ষভাবে সংসৃষ্ট এই বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় অতি সংক্ষেপে একবার আলোচনা করিয়া পরে কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি সমূহের সমষ্টিই সমাজ। এই সমাজের শিক্ষিত বা ভদ্রভাগকে সাধারণতঃ অন্তভাগ বা অশিক্ষিত ভাগের নেতা ও পথ প্রদর্শক স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোর সংঘর্ষসত্ত্বেও এখনও উক্ত নেতৃস্বরূপ সমাজ বা শিক্ষিত অংশ প্রায় নির্জীব জড়বৎ রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের চৈতন্য হইলেও সমাজের এখনও চৈতন্য হইতে অনেক বিলম্ব রহিয়াছে। সামাজিক কুপ্রথা এবং কুসংস্কার চেতনা সম্পাদনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় স্বরূপ। মানসিক দৈহিক ধর্ম্ম-নৈতিক এবং আর্থিক, এই চারি প্রকার উন্নতির সমবায় এবং সামঞ্জস্য সূচক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই প্রকৃত পক্ষে সভ্য জগতের উন্নতি পদবাচ্য। যে সকল প্রথা এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ, তাহাই কুপ্রথা, এবং যে বদ্ধমূল সংস্কার বশতঃ সমাজের ব্যক্তিগণ উক্ত কুপ্রথা দূরীকরণে অসমর্থ বা নিশ্চেষ্ট, তাহার নামই কুসংস্কার। উক্ত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একটী মূলীভূত প্রধান সহায় 'একতা'। সুতরাং যাহা সেই 'একতা' স্থাপনের বা একতার বিরোধী তাহা কুপ্রথা মধ্যে গণ্য। এস্থলে কুপ্রথা বা কুসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্রমে মুখ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

ভদ্র সমাজের মধ্যে কৌলিন্য প্রথাকে একটী কুপ্রথা মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। কৌলিন্ত মর্য্যাদার মূলে মহৎ উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহা গুণগত না হইয়া বংশগত হওয়ায়, এক্ষণে ইহার যেরূপ ব্যভিচার এবং অশিক্ষিতের মধ্যে পর্য্যন্ত ইহা যেরূপ সংক্রামক ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে ইহার মূলচ্ছেদন বা সংস্কার একান্ত বাঞ্ছনীয়। উক্ত প্রথা হইতে উদ্ভূত দ্বেষ, ঈর্ষা, দলাদলি, বৃথাগর্ব্ব, অহঙ্কার, ভ্রূণ-হত্যা, অকাল বৈধব্য, উচ্চনীচ জ্ঞান, মান অভিমান প্রভৃতি ইহার নিত্য ও চরম ফল স্বরূপ। এই কুপ্রথা আমরা যে সংস্কার বা স্বার্থের অনুরোধে অপসারণ করিতে পারিতেছি না, বা করিবার চেষ্টা করিতেছি না, তাহাই কুসংস্কার। এইরূপ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবার কারণ সৎ ও উচ্চশিক্ষা এবং সৎসাহস ও স্বাবলম্বনের অভাব। স্বাবলম্বনের অভাবেরই অন্যতম ফল পরাধীনতা বৃত্তির প্রাবল্য। প্রকৃত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী মহাত্মা মিল এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

"In proportion as the people are accustomed to manage their affairs by thier own active intervention, instead of leaving them to the Government, their desires will turn to repelling tyranny, rather than to tyrannising : while in proportion as all real initiative and direction resides in the Government, and individuals habitually feel and act as under its practical tutelage, popular institutions develope in them not the desire of freedom, but an immeasured appetite for place and power ; diverting the intelligence and activity of the country from its principal business, to a wretched competition for the selfish prizes and petty vanities of office."

ইহার সার মর্ম্ম এই যে, যে সমাজের ব্যক্তিগণ তাহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি নির্ভর করার পরিবর্ত্তে যে পরিমাণে তাহাদের নিজের সাধ্যায়ত্ত উদ্যোগ ও যত্নদ্বারা কার্য্য পরিচালনে অভ্যস্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহাদের ইচ্ছার গতি উৎপীড়নের দিক অপেক্ষা বরং উৎপীড়ন নিবারণের

দিকে চালিত হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে প্রকৃত উদ্ভাবন ও পরিচালনের ভার গবর্ণমেন্টের প্রতি ন্যস্ত করিয়া ব্যক্তিগণ যে পরিমাণে গবর্ণমেন্টের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া অনুভব ও কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহাদের সাধারণ শিক্ষাগার সমূহ লোকের অন্তঃকরণে স্বাধীন বৃত্তির স্ফুরণ্ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পদ ও ক্ষমতার অপরিমিত লালসাও বৃদ্ধি করিয়া দেয়, এবং তাহা হইতে এই ফল উৎপন্ন হয় যে, দেশের কার্য্যকারিতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রধান কার্য্য হইতে বিচালিত হইয়া পদের অকিঞ্চিৎকর গৌরব ও স্বার্থ-পরতার পুরস্কারের জন্য শোচনীয় প্রতিযোগিতার দিকে ধাবমান হইয়া থাকে।

এই উক্তিগুলি অতি সমীচীন এবং আমাদের সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। এই উপযোগী স্বাবলম্বন শিক্ষার এবং অভ্যাসের একটী অন্যতম অন্তরায় সম্মিলিত পরিবার প্রথা। সম্মিলিত বা একান্নভুক্ত পরিবারের যদ্যপি প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ত্তব্য-পরায়ণ, স্বাধীনচেতা, এবং অর্থ উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি উপার্জ্জনে যত্নবান হয় এবং কলহপ্রিয় ও সঙ্কীর্ণমনা না হয়,তবে উক্ত প্রথা শান্তি-নিকেতন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রায়ই তাহার বিপরীত ফল দেখা যায়। একান্নভুক্ত পরিবারে স্বাবলম্বন শিক্ষার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলেই পরমুখা-পেক্ষিতা বা পরাধীনতা বৃত্তির প্রশ্রয় এবং আলস্য পরতন্ত্রতা ও বিলাসিতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একান্নভুক্ত পরিবারের সহিত পরোক্ষভাবে সংস্পৃষ্ট আর একটী বিষয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য; সেটী বিবাহ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাব।

আমাদের দেশে বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করার জন্য অযাচিত উপদেশের অভাব নাই, অথচ কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই বংশ সদ্বংশ এবং উপার্জ্জনক্ষম হইয়া দরিদ্রতার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তৎসম্বন্ধে অবস্থানুযায়ী কার্য্যকর উপদেশ বা সাহায্য যাচিলেও মিলা ভার। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের প্রাবল্য হেতু অনেক ক্ষেত্রে পরিবার প্রতি-পালনক্ষম হইবার অল্প বা বহুপূর্ব্বে বিবাহ কার্য্য সমাধা ও তৎসঙ্গে বংশ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং অনেককেই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বা আশানুরূপ পাঠ সমাধার পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরেই অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে পরাধীনতা বৃত্তি বা চাকুরির জন্য বা অন্য কোন অর্থকর পন্থার অবলম্বন জন্য লালা-

স্থিত হইতে দেখা যায়। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য দুর্ম্মূল্য, এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সঞ্জাত বিলাসিতার অনুকরণ বৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ায় ভদ্র-সমাজ সাংসারিক ব্যয়বৃদ্ধির দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। অন্যদিকে চাকুরি মিলা ভার। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া যে কতশত ভদ্র সন্তান দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। এই সঙ্গে আর একটী বিষয়ের সংস্রব আছে, অর্থাৎ অতীত এবং ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনার সহিত তুলনা করতঃ বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্টি। এই সকল কারণের সমবেত ফল অকালে শারীরিক ও মানসিক অবনতি এবং স্বাধীনতা বৃত্তির পরিস্ফুটনে প্রতিবন্ধকতা।

উক্ত বাল্যবিবাহ ও একান্নভুক্ত পরিবার প্রথার উপযোগিতা ও অপ-কারিতা সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ আছে, এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রমা-ণের ও অভাব নাই, কিন্তু সে সকল বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে, সুতরাং উক্ত দুই প্রথার যে ভাগের সহিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সংস্রব রহিয়াছে, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এই সকল বিষয় সম্যক পর্য্যালোচনা দ্বারা এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে, সমাজের যে অংশ অন্য অংশের আদর্শ ও মুখপাত্র স্বরূপ, তাহাই যদি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ কুসংস্কার ও কুপ্রথা রোগে জর্জ্জরীভূত থাকে, তবে অন্য অংশের উন্নতি সুদূর পরাহত। সুতরাং সমাজের অশিক্ষিত অংশের জড়ভাব দূরকরতঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে শিক্ষিত অংশকে কুপ্রথা ও কুসংস্কার বর্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীভূত না হওয়ার কারণ, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীনতা বা স্বকীয় স্বার্থের বিঘ্নের জন্য কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখতা। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রাবল্যের পরিবর্ত্তে পরার্থপরতার বৃদ্ধি বা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সামাজিক স্বার্থে পরিবর্ত্তিত না হইলে সামাজিক কর্ত্তব্য পালন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। এই নিমিত্তই কর্ত্তব্য অবধারণের পূর্ব্বে অবতরণিকা স্থলে কর্ত্তব্য পালন বিমুখতার উল্লেখ করা গেল।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের দেশের ন্যায় দেশের উন্নতি কল্পে কি কি সদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই আলোচ্য বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য যুক্ত

বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে সমাজ তত্ত্বদর্শী মহাত্মা জনষ্টুয়ার্ট মিল একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"The means are, first, a better Government, more complete security of property; moderate taxes, and freedom from arbitrary exaction under the name of taxes, a more permanent and more advantageous tenure of land, securing to the cultivator as far as possible the undivided benefits of the industry, skill, and economy he may exert. Secondly, improvement of the public intelligence, the decay of usages or superstitions which interfere with the effective employment of industry, and the growth of mutual activity, making the people alive to new objects of desire. Thirdly, the introduction of foreign arts, which raise the returns derivable from additional capital, to a rate corresponding to the low strength of the desire of accumulation, and the importation of foreign capital, which renders the increase of production no longer exclusively dependent on the thrift or providence of the inhabitants themselves, while it places before them a stimulating example, and by instilling new ideas and breaking the chains of habit, if not by improving the actual condition of the population, tends to create in them new wants, increased ambition, and greater thought for the future."

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, উক্ত মহাত্মার উল্লিখিত উক্তির মধ্যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন কোন্ বিষয়ের অভাব রহিয়াছে। ১ম, আমাদের গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য অসভ্য দেশের তুলনায় অনেকাংশে ভাল, এবং তজ্জন্য বিষয় সম্পত্তিও অনেকাংশে নিরাপদে উপযুক্ত হইতেছে। তবে বিষয় সম্পত্তি আদি এখন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে, এখন ও "শক্তি যার, স্বত্ব তার" বা "জোর যার, মুলুক তার" ("Might is right") এই জনশ্রুতির

যথার্থতা স্থল বিশেষে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; এবং দুর্ব্বলের প্রতি সবলের উৎ-পীড়নের দৃষ্টান্ত এখনও বিরল নহে; সুতরাং বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীকে প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন সভ্যতার উপযোগী করিতে হইলে অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন, সংস্কার এবং উন্নতি প্রয়োজনীয়। দেশের অবস্থানুসারে এদেশ করভারে পীড়িত, এখনও করের উপলক্ষে অনেক অর্থ প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যায় রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত প্রতিকার আবশ্যক। ভূমিতে প্রজা সাধারণের স্থায়ী স্বত্ব এবং প্রজারা যাহাতে তাহাদের শ্রম-জাত দ্রব্যাদি স্বাধীনভাবে নিরাপদে উপভোগ করিতে পারে তাহার উপায়-বিধান। এবিষয়ে প্রজাদিগের স্বত্বাদি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য আছে, এবং দিন দিন তৎসম্বন্ধে উন্নতির দিকে চেষ্টা হইলেও এখনও অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে।

২য়—সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-সাধন; শ্রমজাত দ্রব্যাদির উন্নতি-বিধান কল্পে যে সকল ফলপ্রদ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ব্যবহারগত কুসংস্কারজাত অন্তরায়ের বিনাশ সাধন; এবং মানসিক বৃত্তির কার্য্য পটুতার বর্দ্ধন দ্বারা যাহাতে ব্যক্তিগণের অভিলষিত নূতন নূতন দ্রব্য অর্জ্জনে প্রবৃত্তি নিচয় সঞ্জীবিত হয় তাহার চেষ্টা। এই সকল বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি সাধন কল্পে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজনীয়। এদেশে যে প্রণালীতে ঐ কার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংস্কার এবং প্রসারণ আবশ্যক। কার্য্যকরী উদার শিক্ষা বিস্তার, ও উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা কুসংস্কারাদি দূরীভূত হইতে পারে; এই সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করা বিলম্ব সাপেক্ষ।

৩য়—— দেশের মূলধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদেশীয় সভ্য জাতির অবলম্বিত লাভজনক শিল্প কার্য্যাদির বিস্তার এবং দেশী মূলধনের অভাবে বিদেশী মূলধনের দ্বারা কৃষি শিল্পাদি বিষয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য; যাহাতে দেশের লোকের অবস্থাগত প্রকৃত উন্নতি সাধন না হইলেও, বৈদেশিক উন্নত চরিত্রের দৃষ্টান্ত অনুকরণ দ্বারা নূতন অভাব, উচ্চা-ভিলাষ এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা প্রভৃতি অনুভূত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর্ত্তব্য। বিদেশীয় শিল্পাদির বিস্তার এবং বিদেশী মূলধনের আমদানী দ্বারা উৎপাদনের বৃদ্ধি এদেশে অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তদ্দারা লোকের সেই দিকে

প্রবৃত্তিও দিন দিন জন্মিতেছে, সুতরাং এক্ষণে আর বিদেশী মূলধন আমদানি না করিয়া বা অকিঞ্চিৎকর বিলাসিতার প্রশ্রয়কারক শিল্পাদির বিস্তার না করিয়া দেশীয় মূলধন সংগ্রহ ও বিস্তার দ্বারা দেশের কৃষি ও প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজের শিক্ষিত অংশের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে কর্ত্তব্য কার্য্য রহিয়াছে। এক্ষণে স্বাবলম্বন ও উদ্যমশীলতা সহকারে চপলতাবিহীনভাবে প্রকৃত কার্য্যকর জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্নবান হওয়া বিধেয়।

প্রজাশ্রেণীর সাধারণ কর্ত্তব্য বিধানের সুগমের জন্য এই শ্রেণীকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। যথা, ১ম ভাগ, উচ্চ বা অর্দ্ধশিক্ষিত অংশ ; ২য় ভাগ, সামান্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অংশ। আজকাল উচ্চ শিক্ষিত বলিলে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণকে বুঝিয়া থাকেন ; কিন্তু এস্থলে উক্ত উচ্চ শিক্ষিত শব্দের অর্থ তাহা নহে সংস্কৃত বা বাঙ্গালা, ইংরাজি, পার্শী যে কোন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিই এস্থলে প্রযুক্ত উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে গণনীয়।

প্রজাশ্রেণীর ১ম ভাগের কর্ত্তব্য।

১ম কর্ত্তব্য। মিতব্যয়িতা এবং মূলধন উদ্দেশ্যে ধনসঞ্চয়।

দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য মূলধন, শ্রম এবং প্রাকৃতিক পদার্থ, এই তিনটী মূল উপাদান মধ্যে গণনীয়। তন্মধ্যে মূলধন মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়ের ফল। কিন্তু মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই সঞ্চিত অর্থ ভাবী উৎপাদনার্থ নিয়োজিত না হইলে তাহা প্রকৃত মূলধন স্বরূপ গণ্য নহে। দেশের এই মূলধন বৃদ্ধির পক্ষে অনেকগুলি অন্তরায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যথা :—পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির বিলাসিতার বৃদ্ধি,সমাজের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী নারীজাতির অলঙ্কারপ্রিয়তা, সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধ কার্য্য করণ সম্বন্ধে লোকলজ্জা বা নিন্দা ভয় ইত্যাদি। যেমন,একজন লোকের অবস্থা হীন হইয়াছে, অথচ গ্রামে মান মর্য্যাদা আছে, তাহার মাতৃ বিয়োগ হইল। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করাও তাহার অবস্থার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু লোক নিন্দার ভয়ে এবং অযাচিত উপদেশের খাতিরে সেই

অবস্থাতেও অনেকে ঋণ করিয়া তিন চারিশত বা ততোধিক টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই ঋণ পরিশোধ সহজে না হওয়ায় হয়তো অবশেষে তাহাকে বর্দ্ধিত ঋণের দায়ে তাহার ভূসম্পত্তি আদি পর্য্যন্ত অনুপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। নিজের অবস্থানুসারে পরিণাম ফল চিন্তা করিয়া যাহা ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত তাহাই ব্যয় করাই শ্রেয়ঃ। মাতার স্মরণার্থে অবস্থানুসারে আজীবন ব্যয় করিতে পারা যায়। যে সময় অবস্থা শোচনীয়, সে সময় ঋণ করিয়া অবস্থাতিবিরুদ্ধ ব্যয় না করিয়া অবস্থার উন্নতি করতঃ উন্নত অবস্থার সময় ব্যয় কবিলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অবস্থানুসারে অল্প ব্যয়ে যেমন শ্রাদ্ধ হইতে পারে; অধিক ব্যয়েও সেইরূপ হইতে পারে; ইহাতে মূল উদ্দেশ্যের কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ স্মরণার্থে ব্যযেব অস্থায়ী ফল অপেক্ষা স্থায়ী ফলের প্রতি লক্ষ্য করতঃ কার্য্য সম্পাদন শ্রেযস্কর ও অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীজাতির অলঙ্কার ও বিলাসপ্রিয়তা জনিত অন্তরায় দূরীকরণার্থে স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অলঙ্কার-প্রিয়তা স্বভাবের সহিত এরূপ সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা তদুদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকৃতি করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার পরিবর্ত্তে ববং সেই বিকৃত ভাবই সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত জ্ঞান করিয়া থাকে। আমাদের সমাজে এমন স্ত্রীলোক প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না, যাহার অলঙ্কার পরিধান দ্বারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ণ ও নাসিকা বিদ্ধ না হইয়াছে। বাহার উক্তস্থানে স্বর্ণালঙ্কার পরিবার উপযুক্ত অবস্থা নহে, সেও পিত্তলাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধানের জন্য ঐরূপ বিকৃত ভাব শ্রেয়ঃ জ্ঞান কবিয়া থাকে। সুতরাং ভদ্র মহিলাগণের বাল্যাবস্থায় তাহাদের এরূপ শিক্ষা বিধান করিতে, ও তাহাদিগকে এরূপ আদর্শ দেখাইতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ঐরূপ কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অলঙ্কার প্রিয়তা ও বিলাসিতার দিকে প্রবৃত্তি না হইয়া সংসারিক মিতব্যয়িতা ও কর্ম্ম-পটুতার দিকে লক্ষ্য হয়; ও তদনুসারে স্বভাব গঠিত হয়, এবং কার্য্যকর জ্ঞান জন্মে। অলঙ্কার দ্বারা আর্থিক ক্ষতি কিরূপে হইতে পারে তাহা ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। এক পক্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দোষ

গুণ যুক্ত কার্য্য কলাপ বা দৃষ্টান্ত যেরূপ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা অনুকরণ করিয়া থাকে; অন্যপক্ষে ভদ্রমহিলাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি অনেকাংশে ঐরূপ অন্যান্য স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক অনুকৃত হইয়া থাকে। এই হেতু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অভিপ্রায়ে ভদ্র মহিলাদিগের স্বভাব সংস্কার দ্বারা অগ্রণী করা প্রয়োজনীয়। এসম্বন্ধে আরও বিবেচ্য এই যে, গুণভাগ অণুকরণ কবা অপেক্ষা সাধারণতঃ লোকে দোষ ভাগই অধিকাংশ স্থলে সহজে অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভদ্রমহিলাদিগের রুচি সংশোধিত হইলে অন্যান্য স্ত্রীলোকের রুচিব পরিবর্ত্তনেব আশা করা যাইতে পারে। উক্ত অলঙ্কাব-প্রিযতা ও তাহাব কার্য্যে পরিণতি অবস্থা যে কেবল সাধাবণতঃ মূলধন সঞ্চয়ের পক্ষেই অন্তরায়, তাহা নহে, উহা অনেক স্থলে দ্বেষ, ঈর্ষা, গর্ব্ব এবং লোভাদি-বর্দ্ধক, এবং তন্নিমিত্ত সময়ানুসাবে অনেক প্রকাব বিপদ ও অনর্থের মূলীভূত কাবণ।

আমাদেব অনুকরণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী। প্রাজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সহকারে অন্যেব সঙ্গুণ অনুকরণ কবিলে তাহা যেমন হিতকর হইযা থাকে; সেইরূপ তাহাব বিপরীতে অশুভ ফল ফলে। পবিচ্ছদাদি সম্পর্কীয় ব্যয় পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকবণের সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইযাছে। পূর্ব্বে সামান্য ধুতি চাদর এবং একজোড়া সামান্য চটিজুতা বা নাগরা জুতা সাধাবণতঃ ভদ্রবেশের পরাকাষ্ঠা ছিল; কিন্তু এক্ষণে ভদ্রবেশ ধারণ পূর্ব্বের তুলনায বহুব্যয সাধ্য হইয়া দাঁড়াইযাছে। বালক বালিকা, যুবকযুবতী সকলেরই বসন ভূষণের ব্যয় দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ ব্যয সহরেই অধিক এবং তাহার সংক্রামকতা পল্লিগ্রামেও বিস্তৃত হইতেছে। সন্তানগণের ভাবী অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা না ভাবিযা তাহাদিগকে বিলাসিতা শিক্ষা দেওযা ও তাহার প্রশ্রয় প্রদান কবা শ্রেযস্কর নহে। ফলতঃ কি আহার কি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পূর্ব্ব নীতির যথা সম্ভব অনুকরণ কবাই ব্যয সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে একটী প্রশস্ত উপায। সার্ট, 'কোট, বুট, বডিস্, ফ্রক ইত্যাদিব পারিপাট্য দ্বারা সন্তানদেব বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিব চেষ্টায় পরিবর্ত্তে, তাহাদের চরিত্র গঠন ও মানসিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকে অধিকতর যত্নবান হওয়া ব্যয়-সংক্ষেপ জন্য হিতকর ও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। সাধারণ গৃহস্থেব পক্ষে

আহার সম্বন্ধে দোকানের মিঠায়ের প্রতি নির্ভর না করিয়া গৃহজাত দ্রব্যাদি দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিলেও ব্যয়লাঘব হইতে পারে। ফলতঃ এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করতঃ আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া সাবধান ও মিতব্যয়ী হইলে বর্ত্তমান অবস্থাতেও বিশেষ সুবিধার আশা করা যাইতে পারে। নতুবা কেবল সময়ের প্রতি দোষারোপ করতঃ আক্ষেপ ও অসন্তোষ প্রকাশে কোন ফলোদয় হইবার আশা করা বৃথা।

অন্যপক্ষে পুরুষদিগের অপরিমিত ব্যয়িতার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের আয়ের বৃদ্ধি। সামাজিক অপরিমিত ব্যয়িতার আর একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ নানা স্থানে বারইয়ারিপূজা উপলক্ষে প্রচুর ধনসংগ্রহ এবং তাহা রঙ্গতামাসাদির জন্য অযথা ব্যয়। দেশের যে পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে ঐরূপ অযথা ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা মূলধন স্বরূপ ব্যবহৃত হইলে, তাহা হইতে ভাবী উৎপাদন দ্বারা সামাজিক অর্থের বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে পরোক্ষভাবে সামাজিক দারিদ্র্য দশার লাঘব হইতে পারে। এদেশে বারইয়ারি ও অন্যান্য পূজা পর্ব্বাদি উপলক্ষে যাত্রা, খেমটা প্রভৃতি নৃত্যগীতের আমোদে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার অনুৎপাদক ধ্বংস বা বিনালাভে ব্যয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কার্য্যকর মূলধনের যেরূপ অভাব, তাহাতে সামাজিক অর্থের ঐরূপ অনুৎপাদক ধ্বংস বিশেষ অনিষ্টকারী বলিয়া গণ্য করা উচিত। ঐ সকল ব্যাপারাদি উপলক্ষে বাজী পুড়ান আদি কার্য্যে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা ও অযথা ধ্বংস হইয়া থাকে। ঐরূপ কার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া, ঐ অর্থ মূলধন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনার্থে ব্যয়িত হইলে তদ্দ্বারা শ্রমজীবীরা সাধারণতঃ দ্বিগুণতর উপকৃত হইতে পারে। এই বিষয় বিশদ রূপে বিবৃতির জন্য এস্থলে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা,—একজন ব্যক্তি তাহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ৫ হাজার টাকা মূল্যের বাজী পুড়াইল। ৫ হাজার টাকা দ্বারা বাজীর যে উপাদান ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল, সুতরাং তাহা দ্বারা ভাবীউৎপাদনের আশা নির্ম্মূল হইল। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার ৫ হাজার টাকা, যাহারা বাজী তৈয়ারী করে তাহারা পাওয়ায়, ঐ টাকার দ্বারা তাহাদের ব্যবসায় লাভবান হওয়াতে

ঐ শ্রেণীর লোক উপকৃত হইল, এবং তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে শ্রমজীবী বা শিল্প-জীবিগণের উপকার করা হইল। একথা একপক্ষে যথার্থ; কিন্তু অন্যপক্ষে তদ্দ্বারা শ্রেণী-বিশেষ উপকৃত হইলেও শ্রমজীবীশ্রেণী সাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কারণ, যদি ঐ ৫ হাজার টাকা ঐ কার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া,তাহা কোন প্রধান খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনে বা সাধারণের কোন নিত্য অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে মূলধন রূপে নিযোজিত হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শ্রমজীবী বা শিল্পজীবীরা সাধারণতঃ অধিকতর উপকৃত হইত। অন্য-পক্ষে বাজীকর তাহার বাজী বিক্রয় না হইলে, বা বিক্রয় দ্বারা ঐ কার্য্যে অধিকতর মূলধন নিযোগের প্রশ্রয় না পাইলে সে ঐ মূলধন সম্ভবতঃ সাধারণের জন্য কোন অত্যাবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদনার্থে নিযোগ করিত। এই সম্বন্ধে প্রণিধান করিলে, অনুভূত হইবে যে, বাজী ক্রয় না করিলে ক্রেতার মূলধন, এবং বাজীকরের অন্যপ্রকারে নিযোজ্য মূলধন, এই দুই মূলধন দ্বারা সমাজের ধন-বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে শ্রমজীবিগণ উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু বাজী ক্রয় করিলে কেবল একমাত্র মূলধন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং তদুৎপন্ন দ্রব্যও অনুৎপাদকরূপে ধ্বংস হয়। অন্যপক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্রব্যের উৎ-পাদক ধ্বংস হইলে তদ্দ্বারা পুনরুৎপাদনের সহায়তা হইয়া থাকে, ও তাহা হইতে উত্তরোত্তর অর্থ সঞ্চিত হইয়া পুনর্বার নূতন মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রত্যেক বিলাস দ্রব্যের ক্রয় রহিত হইলে ঐরূপ ফল সম্পাদিত হইতে পারে। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস অনেক অনর্থের মূল। অর্থনীতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই উক্ত ভুল বিশ্বাসের হেতু। এক্ষণে যাহাতে সমাজে অর্থের ঐরূপ অযথা ধ্বংস না হয়, এবং পরিমিত-ব্যয়িতা দ্বারা অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তজ্জন্য যত্ন-বান্ হওয়া উচিত। ব্যবসায় বুদ্ধি দ্বারা অতি সামান্য সঞ্চিত অর্থও মূলধন-রূপে নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে।

২য় কর্ত্তব্য। সম্মিলিত ব্যবসায়।

দেশের ধনবৃদ্ধির পক্ষে বাণিজ্য বা ব্যবসায় একটী প্রধান উপায়। এই বাণিজ্য দুই প্রকার;—যথা, অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং বহির্ব্বাণিজ্য। দেশের মধ্যে

দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের নাম অন্তর্ব্বাণিজ্য, এবং বিদেশে বাণিজ্য দ্রব্য-ক্রয়-বিক্রয়ের নাম বহির্ব্বাণিজ্য। বাণিজ্য কার্য্যে যে সকল দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাদিগকে তাহাদের মূল্যের সহিত সম্বন্ধ অনুসারে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, ১ম, যে সকল দ্রব্যের মূল্য এক চেটিয়া রকমের, এবং যাহার পরিমাণ ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। যেমন কোন মৃত চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রাদি। ২য়, যে সকল দ্রব্যের বর্ত্তমান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে তৎসঙ্গে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়; যেমন কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যাদি। ৩য়,—যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ, উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি না করিয়া বা সামান্য মাত্র বৃদ্ধি করিয়া, ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। যেমন শিল্পজাত দ্রব্যাদি। বাণিজ্যোপযোগী ঐ সকল শ্রেণীর দ্রব্যাদির উৎপাদন বা সংগ্রহের একটি প্রধান উপাদান মূলধন। দ্রব্যের ভাবী উৎপাদন উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থের বা ধনের নাম মূলধন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন ব্যবসায়-বিশেষে সেই মূলধনের কার্য্য কোন এক ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ বা একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা হইতে পারে। কোন ব্যবসায় বিশেষের জন্য যদ্যপি কোটী মুদ্রা মূলধনের প্রয়োজন হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে তাহা সংগৃহীত হওয়া সুকঠিন, কারণ সকল সমাজেই ঐরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু সমাজের বহু ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থের সমষ্টি দ্বারা ঐ পরিমাণ মূলধন সংগৃহীত হওয় সেরূপ কঠিন নহে। এইরূপ একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের সমবায় দ্বারা ব্যবসায়ের নামই সম্মিলিত ব্যবসায়। আমাদের দেশে এই সম্মিলিত ব্যবসায়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা আজ ও অতি অল্প। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই সম্মিলিত-ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত মূলধন নানাপ্রকার লাভবান্ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়া অজস্র ধনবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের দেশে এখন ও সম্মিলিত-ব্যবসায়ের উপকারিতা সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সাধারণে উহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা সমাজে মূলধনের উদ্দেশ্যে অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বলবতী হইবে। কোন লাভবান্ ব্যবসায় অবলম্বনার্থ ব্যক্তিগত সঞ্চিত সামান্য অর্থ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য

হইতে পারে, কিন্তু বহুব্যক্তির সেই অকিঞ্চিৎকর অর্থ একত্র সংগৃহীত হইলে তাহার তখন কার্য্যকারিণী শক্তি জন্মিয়া থাকে। এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাহাতে যত অধিক মূলধন নিয়োগ করিতে পারা যায়, তত ব্যয় সংক্ষেপ হওয়ায় বা আনুষঙ্গিক অন্য কারণ বশতঃ অধিকতর লাভবান্ হওয়া যাইতে পারে। ইংরেজেরা আমাদের দেশে আসিয়া ঐ প্রণালী দ্বারা প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জন করিতেছে। যথা, নীলকর, রেশমকর, চা-কর প্রভৃতি সাহেবগণ। আমরা ও চেষ্টা করিলে সম্মিলিত-ব্যবসায় দ্বারা সাহেবদের মত ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন করতঃ বিদেশে রপ্তানী করিয়া লাভবান্ হইতে পারি। এভিন্ন ধান্য, গোধূম, রবিশস্য, তুলা, পাট প্রভৃতি কৃষিজাত ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। কোন সমাজের গতি ও সেই সামাজিক বক্তিগণের রুচির প্রতি লক্ষ রাখিয়া তদুপযোগী সুকৌশল-সম্পন্ন দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করতঃ সেই সমাজে উপস্থিত করিলে, অভাবের সৃষ্টির সঙ্গে ক্রয়কারিণী প্রবৃত্তির উত্তেজনা করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইলেই, ক্রমে সেই অভাব পূরণোপযোগী দ্রব্যাদির বিক্রয় দ্বারা লাভবান্ হইতে পারা যায়। আমাদের দেশে উক্ত নীতির মর্ম্ম প্রায় লোকেই জ্ঞাত নহে। উক্ত নীতির অনুসরণ দ্বারা ঢাকা, কটক, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের সুদক্ষ শিল্পিগণ কর্তৃক নির্ম্মিত নানাবিধ বস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার নানাপ্রকার ভোজন-পাত্র পাশ্চাত্যদেশে রপ্তানী করিতে পারিলে লাভজনক হইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, আজকাল সভ্যজগতে পরস্পর প্রতিযোগিতার যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে দ্রব্যের উপযোগিতার সঙ্গে বাহ্যিক দৃশ্য ও তৎসহ গুণের উৎকর্ষ না দেখাইতে পারিলে আদৃত হওয়া সুকঠিন। অন্যপক্ষে দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন এবং তদ্দ্বারা লাভবান হইবার পক্ষে মূলধন এবং শ্রমের যোগ্যতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যন্ত্রাদির বা কলকারখানার নিয়োগ দ্বারা এই উদ্দেশ্য বিশিষ্টরূপে সাধিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ব্যবসায়ে কলের প্রচলন হইলে শ্রমজীবীরা সম্প্রদায় বিশেষে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া থাকে। সাধারণ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে, শ্রেণী বিশেষ সাময়িক ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ভাবী ফল শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে সাধারণতঃ হিতকর। কারণ কলের দ্বারা শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ

দ্রব্যের মূল্য কম হইলে, তদ্দ্বারা ঐ দ্রব্যের ক্রেতারা উপকৃত হয়; এবং দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা পরোক্ষভাবে মূলধনের বৃদ্ধি হওযায় শ্রমজীবীর শ্রমের আবশ্যকতা বৃদ্ধি হওয়াতে শ্রমজীবী শ্রেণী সাধারণতঃ উপকৃত হইতে পারে। সুতরাং কলকারখানার নিযোগে অধিক সংখ্যক লোকের অধিকতর উপকার হইতে পারে; যাহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয তাহাই সমাজের পক্ষে শ্রেযস্কর এবং অবলম্বনীয। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, কলকারখানার নিয়োগ সাধারণতঃ বহুব্যয়-সাপেক্ষ। সম্মিলিত ব্যবসায উক্ত উদ্দেশ্য-সাধন পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক। ব্যবসাযের মূলধন দুইভাগে বিভক্তঃ——যথা, স্থির এবং ব্যাপ্ত। মূলধনের যে অংশ কোনরূপ উৎপাদন কার্য্যে নিযোজিত হইলে একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায, তাহার নাম ব্যাপ্ত মূলধন। যথা,—শ্রমজীবীদিগের আহার্য্যদ্রব্য, কাষ্ঠ, পাথুরিযা কযলা ইত্যাদি। অন্য পক্ষে মূলধনের যে অংশ স্থাযী অবস্থায থাকে, এবং যাহা একবার মাত্র ব্যবহারে ধ্বংস হয না, তাহার নাম স্থির মূলধন। যথা কলকারখানার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, কারখানা গৃহ ইত্যাদি। ব্যাপ্ত মূলধনের অধিকাংশ ব্যবসায কার্য্যে লিপ্ত শ্রমজীবী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হইযা থাকে। দেশের ব্যাপ্ত মূলধনের যে অংশ ঐরূপে বিভক্ত হয, তাহার যত বৃদ্ধি হইবে, তৎসঙ্গে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইযা সমভাবে থাকিলে বা হ্রাস হইলে, তত পরিমাণে তাহাদের আর্থিক সঙ্গতির পক্ষে মঙ্গল-দাযক হইতে পারে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে যে, সম্মিলিত ব্যবসায দ্বারা লাভবান্ হইলে, সাধারণের সামান্য অর্থ সঞ্চযের দিকে প্রবৃত্তি জন্মাইবার বা বর্ত্তমান প্রবৃত্তি বলবতী করিবার পক্ষে কারণোৎপত্তি হইতে পারে, এবং শ্রমজীবী প্রভৃতি শ্রেণীরা নিজের মূলধনের দ্বারা নিজে দ্বিগুণতর ত্রিগুণতর উপকৃত হইতে পারে। যথা নিযোজিত মূলধনের লভ্য অংশ পরোক্ষভাবে পারিশ্রমিকের বৃদ্ধি, এবং শিল্প দ্রব্যের মূল্য সুলভ হইলে স্বীয উপার্জ্জিত অর্থের ক্রযকারিণী শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায অল্পমূল্যে বা ব্যযে অধিকপরিমাণে প্রযোজনীয দ্রব্য পাইতে পারা যায। এই সকল বিষয বিশদরূপে বিবৃত করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, তজ্জন্য এ সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইল মাত্র এই সকল বিষযে সাধা-

রণের মনোযোগ আকর্ষণ করতঃ চিন্তার গতি পরিবর্ত্তনই ইহার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রণালীতে সম্মিলিত-ব্যবসায় চালাইলে তাহাদ্বারা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে। সম্মিলিত ব্যবসায় পরিচালন জন্য, এরূপ ভাবে সমিতি গঠন প্রযোজনীয়, যাহাতে তাহার সভ্যগণের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে কোনরূপ সন্দেহের কারণ যথা-সম্ভব উপস্থিত না হইতে পারে; এবং ব্যবসাযের কার্য্য এরূপ সতর্কতা ও বিবেচনা সহকারে পরিচালন করা প্রয়োজন, যাহাতে সে সম্বন্ধে কোন ক্ষতি না হওয়ার দিকে তীব্র দৃষ্টি থাকে। এখন ও দেশের লোকের সাধারণতঃ উক্ত প্রণালীতে চালিত ব্যবসায়ের দিকে প্রবৃত্তি জন্মে নাই, এ অবস্থায় একবার মূলধনের বিনাশ বা বিশেষ ক্ষতি হইলে লোকে ভগ্নোদ্যম হইতে পারে, এবং তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রসারতার মূলে কুঠারাঘাত হওয়া একরূপ অবশ্যম্ভাবী ফল বোধ হয়। পরিচালক সমিতির সভ্য সংখ্যা অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যাঁহারা সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি, কর্ম্ম-পটুতা, উদ্যমশীলতা এবং ন্যাযপরাযণতা প্রভৃতি গুণ থাকা বিধেয়। আর এক কথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজে মূলধনী ও ব্যবসাযী, তাহার ব্যবসাযের লাভ লোক-সানের দিকে যেরূপ লক্ষ্য হইতে পারে, এবং তজ্জন্য উন্নতি কল্পে যেরূপ যত্ন থাকিতে পারে, বেতনভোগী কর্ম্মচারীর নিকটে সেরূপ আশা অধিকাংশ স্থলেই করা যাইতে পারে না। এই যত্ন ও লক্ষ্য রাখিবার জন্য এক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা,—মূলধন এবং শ্রমের সংযোগ, অর্থাৎ ব্যবসায়-লিপ্ত কর্ম্মচারী বা শ্রমজীবীরা যাহাতে তাহাদের বেতনাদি পারিশ্রমিক ভিন্ন লাভের অংশের কিয়ৎপরিমাণে অধিকারী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই নিয়ম এদেশে এরূপ ভাবে করা যাইতে পারে যে, ব্যবসায় পরিচালনোপ-যোগী নিয়মিত ব্যয়, মূলধনের সাধারণতঃ প্রচলিত হার অনুযায়িক সুদ, এবং রক্ষিত ভাণ্ডারে (Reserved fund) সঞ্চিত রাখিবার জন্য শতকরা একটী নির্দ্দিষ্ট হার বাদে ব্যবসায়ে বর্ষের শেষে যে লাভ দাঁড়াইবে, তাহার পরিমাণ মূলধনের উপর অবস্থানুসারে শতকরা ৫৲টাকা বা ১০৲টাকা হারের অধিক হইলে, সেই বর্দ্ধিত অংশ কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবি মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য পারি-

শ্রমিকের বার্ষিক পরিমাণ অনুসারে লোক সংখ্যা ও বিভাজ্য অর্থের তুলনা করতঃ শতকরা একটী নির্দ্দিষ্ট হারে বিভক্ত হইবে। যথা,—যেন একটী সম্মিলিত-ব্যবসায়ে ১০হাজার টাকা মূলধন খাটিতেছে। উহাতে বর্ষের শেষে ব্যবসায় পরিচালনের জন্ত প্রয়োজনীয় পরিমিত ব্যয় বাদে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইল। ঐ ৪০৲ টাকার মধ্যে শতকরা ১২৲টাকা স্থদের জন্য, ৩৲টাকা রক্ষিত ভাণ্ডারের জন্য, এবং ১০৲ টাকা অংশীদারদের মধ্যে বিভক্ত হইবার জন্য (dividend) রাখা হইল; অবশিষ্ট শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে লভ্য অংশ রহিল। এই হিসাবে ১০হাজার টাকায় ১৫০০ টাকা হয়। এক্ষণে এই ১৫শত টাকা কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবিগণের মধ্যে বিভক্ত হইবে। ব্যবসায়ে ঐরূপ নিয়মিত লোক সংখ্যা যদি ২০০ জন ধরা যায় এবং গড়ে তাহাদের সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক পারিশ্রমিকাদির পরিমাণ যদাপি ৩০০০ টাকা হয়, তবে লভ্য অংশ শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে। এই হিসাবে একজন শ্রমজীবীর যদি বার্ষিক পারিশ্রমিকের হার ১০০ টাকা হয়, তবে সে বর্ষের শেষে আর ও ৫০৲ টাকা পাইবে। এইরূপ লভ্যের প্রত্যাশা উদ্যম ও যত্নের বৃদ্ধির সঙ্গে কার্য্যকারিণী শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই লভ্য-বিভাগ (Profit sharing) প্রথা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে স্থানে স্থানে অবলম্বিত হওয়ায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এ সংসারে স্বার্থ এবং ভয়, কার্য্য প্রবণতার প্রধান উত্তর সাধক মধ্যে গণনীয়। স্বাথ প্রণোদিত হইলে লোকে যেরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগ্রহের সহিত কার্য্য করে, ভীতি দ্বারা সেরূপ সম্ভবে না। স্থতরাং স্বার্থ দেখাইয়া স্বার্থসাধনই শ্রেয়স্কর। পারিশ্রমিক ভিন্ন লভ্যের অংশ পাইবার অতিরিক্ত আশা থাকিলে তদ্দ্বারা কর্ম্মচারী বা শ্রমজীবিগণের ব্যবসায়ে যাহাতে লভ্য হয় বা লভ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি যত্ন হইতে পারে। শিক্ষা দ্বারা নৈতিক ধর্ম্ম প্রবণতার বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা পরার্থপরতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা জন্মিতে পারে, কিন্তু সে আশা স্থদূর পরাহত; স্থতরাং স্বার্থকেই বর্ত্তমান অবস্থানুসারে প্রধান কার্য্য প্রণোদক স্বরূপ গণ্য করা কর্ত্তব্য। আর একটী নিয়ম ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মের আনুষাঙ্গিকরূপে অবলম্বন যোগ্য। যথা,—সম্মিলিত ব্যবসায়-লিপ্ত কর্ম্মচারী বা শ্রমজীবীরা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উক্ত

ব্যবসায়ের মূলধনের অংশ ক্রয় করিতে পারিবে, এরূপ ব্যবস্থা করা। ইহাতে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত আর্থিক সম্বন্ধ বা স্বার্থ আরও ঘনীভূত হইতে পারে। কৃষি, শিল্প, কৃষিব্যাঙ্ক, অগ্নিব্যাঙ্ক, (অগ্নিদ্বারা গৃহাদি দ্রব্যজাত ধ্বংস হইলে তাহার পুনঃ সংরক্ষণের উপায় (Fire Insurance) বাণিজ্য সামগ্রী জলমগ্ন হইয়া ক্ষতি হওয়ার প্রতিবিধায়ক উপায়, জীবন বীমা (Life Assurance) ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, পরিবার-পোষণ ভাণ্ডার (Family pension fund) বিবাহ ব্যয়ের সাহায্য জন্য ভাণ্ডার (Marriage fund) প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অত্যাবশ্যক বিষয় সকল সম্মিলিত-ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বনীয় বিষয় স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

৩য় কর্ত্তব্য। গ্রাম্য সমিতি ও বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন।

আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বাগ্মীপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনেক সময় বলিয়া থাকেন, " United we stand, Divided we fall." অর্থাৎ আমাদের একতায় স্থিতি ও বিভক্তে পতন, বা আমাদের সম্মিলনে স্থিতি ও বিশ্লেষণে পতন হয়। এই বাক্যটী অতিশয় সারবান্। একতা ভিন্ন উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়া বা হইলেও তদভাবে স্থির থাকা সুকঠিন। অন্যপক্ষে স্বতন্ত্রতা সামাজিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় স্বরূপ গণনীয়। আমাদের দেশে কি পল্লীগ্রামে, কি নগরে, সর্ব্বত্রই একতার অভাব এবং স্বতন্ত্রতার প্রাবল্য ও তজ্জনিত পরস্পর শত্রুতাচরণ বা দলাদলির বড়ই প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গতির পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে একতা স্থাপিত হয় তদ্বিষয় যত্নবান হইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে স্বদেশ প্রেমিক বা স্বজাতি-প্রেমিক হইতে শিখিলে পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইবার পথ সুগম হইতে পারে। স্বার্থত্যাগ প্রেমিকের একটী প্রধান লক্ষণ, প্রকৃত প্রেমিকের নিকট লজ্জা, ভয়, মান, অভিমান, স্বার্থ কিছুই স্থান পাইতে পারে না। ইটালির ক্ষণজন্মা, স্বাধীনচেতা, বীরাগ্রগণ্য সন্তান গারিবল্ডী একজন স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ইটালি যখন পর-পদানত, তখন সেই মহাত্মা স্বদেশের উদ্ধার-সাধন উদ্দেশ্যে আপনা অপেক্ষা শতগুণে হীন ব্যক্তির অধীন

হইয়া নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করা সত্বেও ভগ্নোদ্যম না হইয়া প্রাণপণে কার্য্যোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে আপনার মান, অপমান, সুখ দুঃখ প্রভৃতির বিষয় একবার মনে স্থান ও দিতেন না; ফলতঃ তাঁহার মান অপমান, সুখ দুঃখাদি জ্ঞান স্বদেশ প্রেমের নিকট জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এই স্বদেশ-প্রেমিক শব্দের অর্থের ব্যভিচার দৃষ্টি হইয়া থাকে। সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্বদেশের দুচারিটী হিতকথা বলিলে বা গবর্ণমেন্টকে গালি বর্ষণ করিলেই সাধারণতঃ অনেকে স্বদেশ প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন; কিন্তু স্বদেশের হিতার্থে সামান্য স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। ফলতঃ কেবল মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশ-প্রেমিক হওয়া যায় না। বক্তা হইলেই স্বদেশ-প্রেমিক হইবে এমন কোন কথা নাই। তবে অবশ্য বক্তাও স্বদেশ-প্রেমিক হইতে পারেন, এবং স্বদেশ-প্রেমিক ও বক্তা হইতে পারেন, যদ্যপি অন্তরে স্বদেশ-প্রেম-অঙ্কুর অঙ্কুরিত হয়। স্থান ও অবস্থা বিশেষে বক্তা স্বদেশ-প্রেমিকের দ্বারায় কার্য্যসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই নীরব কার্য্য কুশল স্বদেশ-প্রেমিকের দ্বারা বিশেষ কার্য্যোদ্ধার হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সাধারণের হিতের জন্য কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বক্তৃতার অভাব প্রায়ই হয় না, কিন্তু কার্য্যক্ষম ব্যক্তির অভাব প্রায়ই দেখা যায়। কোন একটী কার্য্য উপস্থিত হইলে কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য লইয়া অনেক স্থলেই গোলযোগ হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রধানের বা কর্ত্তার অধীনে থাকিয়া নীরবে সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্যপালন করিবার লোক অতি বিরল বোধ হয়। ফলতঃ যিনি পদে পদে আত্মাভিমানে মত্ত না হইয়া, আপনার ধন, মান, যশ, গৌরব বা ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য ব্যগ্র না হইয়া, স্বীয় স্বার্থ স্বদেশের স্বার্থের অধীন করিয়া সাধ্যানুসারে অকপট চিত্তে স্বদেশের হিতসাধনের নিমিত্ত কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই স্বদেশ-প্রেমিক নামের যোগ্য। স্বার্থত্যাগ যেমন প্রেমিকের লক্ষণ, প্রেমের প্রতিদান না চাহাও তেমনি প্রেমিকের আর একটি লক্ষণ। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের স্বাধীনতার প্রধান নায়ক জর্জ্জ-ওয়াসিংটন এবং ইটালির নায়ক গারিবল্ডী দুই মহাত্মাই স্বদেশ-প্রেমিক। দুই জনেই স্বদেশের কার্য্যের জন্য অম্লান বদনে স্বীয় স্বার্থ বর্জ্জন করিয়া প্রাণপণে কার্য্যোদ্ধার করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য দেশের নিকট প্রতিদান প্রার্থনা করেন নাই। এইরূপ স্বদেশ-প্রেম মন্ত্রে যদ্যপি বাল্যকাল হইতে দীক্ষিত হওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণের জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্যের সমতা হওয়ায় একতা-স্থাপনের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। ফলতঃ একতাই সমাজ-বন্ধনের মূল এবং সমাজ-বন্ধন উন্নতির মূল এবং সামাজিক উন্নতি পরোক্ষভাবে দরিদ্রতা নিবারক রূপে গণ্য হইতে পারে। সমাজবন্ধনের মূল স্থান পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রামে গ্রাম্য-সমিতি (Village Union Committee) স্থাপন দ্বারা পরস্পর ঐক্যযুক্ত হইয়া উন্নতির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজনীয়। ক্ষুদ্র পল্লী হইলে দুই তিন বা ততোধিক পল্লী লইয়া একটী গ্রাম্য-সমিতি স্থাপন করা যাইতে পারে। গ্রাম্য-সমিতির অন্তর্গত একটী সাধারণ সভা ও অন্যটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা, এই দুইটী সভা থাকা প্রয়োজনীয়। যাহার বয়স ২০ বৎসরের ন্যূন নহে এবং যাহার ভিক্ষালব্ধ ভিন্ন অন্যপ্রকারে মাসিক আয় অন্ততঃ ৫৲ টাকার কম নহে, এরূপ গ্রামবাসী ব্যক্তি মাত্রেই সাধারণ সভার সভ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে। সাধারণ সভা কর্ত্তৃক কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য সংখ্যা অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ে "অধিক ভক্তে গাজন নষ্ট" বা অধিক গোলমালে কার্য্যপণ্ড হইতে দেখা যায়। সভ্যগণের মধ্যে দলাদলি না হইয়া যাহাতে সাধারণের হিত-সাধন উদ্দেশ্যে সকলে কার্য্য-তৎপব হয় তাহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান, গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধন, বিচারালয়ের বিনা সাহায্যে যথাসম্ভব অভাব অভিযোগাদি সালিশ দ্বারা নিষ্পত্তি, গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার এবং সহজে গমনাগমনের উপযোগী করিবার চেষ্টা, পানীয় জলের জন্য গ্রাম্য পুষ্করিণী আদি যাহাতে দূষিত হইতে না পায় তদ্বিষয়ে যত্ন গ্রহণ, শ্রমজীবীদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্য সকল গ্রাম্য-সমিতির কর্ত্তব্য কার্য্য স্বরূপ অবলম্বনীয়। সমিতির অবলম্বনীয় কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য সমিতি-ভাণ্ডার থাকা প্রয়োজনীয়। পুত্রাদির অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং বিবাহাদি শুভকার্য্য উপলক্ষে গৃহস্থের নিকট বৃত্তি-গ্রহণ, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধার দান, যে সময় মাঠে শস্যাদি গৃহজাত করিবার উদ্দেশ্যে 'কাটা মাড়া' হয় সেই সময় শস্য ভিক্ষা, গবর্ণমেণ্ট ও

জমীদারের নিকট সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ দ্বারা সমিতির ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। বিবাহাদি উপলক্ষে বৃত্তি, দান বা ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য সাধারণের অবস্থা বিবেচনা করতঃ একটী নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম হার নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত; তবে অবস্থা বিশেষে তাহার অধিক দান ও প্রার্থনীয়। ফলতঃ যাহাতে দাতা উৎপীড়িত বা সবল মনে ব্যথা না পায় সে উপায়ই প্রশস্ত জ্ঞান করা শ্রেয়স্কর। গ্রাম্য-সমিতি সম্বন্ধে সবিশেষ লিখিতে হইলে অনেক লিখিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে, এস্থলে সংক্ষেপে কয়েক কথা উল্লেখ করা হইল মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ্যে পল্লীগ্রামের বাসত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই বলবতী হইতেছে, এবং অনেকে তাহা কার্য্যেও পরিণত করিতেছেন। এ প্রবৃত্তি পল্লীবাসী জনসাধাবণের পক্ষে হিত-কর নহে,সাধারণের উন্নতির জন্য সাধারণ শ্রেণীর সহিত মিলিতে হইবে, তাহা-দের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে হইবে, এবং শিক্ষা ও উচ্চ আদর্শ দ্বারা তাহাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। এই কথা সকলেরই স্মরণ রাখা প্রার্থনীয। ফলতঃ সাধারণের পক্ষে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকর।

বৃত্তি-ভাণ্ডার স্থাপন কল্পে নিম্নলিখিত উপায অবলম্বন করিলে সুফল ফলিতে পারে। যথা,—গ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতিদিন রন্ধনের পূর্ব্বে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কলসে অথবা অন্যপাত্রে ন্যূনকল্পে এক মুষ্টি চাউল বৃত্তি-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিবে। প্রত্যেক সপ্তাহের বা মাসের শেষে গ্রাম্য-সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঐ চাউল গৃহস্থ দিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাধারণ বৃত্তি-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তথায় রাখিয়া দিবে। প্রত্যেক জেলায় বা সবডি-বিজনের সদরে ঐ উদ্দেশ্যে সহর-সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার অধীনেও ঐরূপ সাধারণ বৃত্তি-ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। অবস্থা এবং সুবিধা অনুসারে প্রত্যেক মাসের শেষে বা তিন মাস অন্তর গ্রাম্য-সমিতির ভাণ্ডারে যে পরিমাণ চাউল সঞ্চিত হইবে, তাহার একচতুর্থাংশ বা অর্দ্ধেক পরিমাণ সহর সমিতির ভাণ্ডারে পাঠাইতে হইবে। চাউল

পাঠাইবার ব্যয় সম্পূর্ণ এবং সহর-সমিতির রক্ষা প্রভৃতির ব্যয় আংশিক পরিমাণে গ্রাম্য-সমিতি বহন করিবে। সহরসমিতির অধীনে কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ সমিতি তাহার ভাণ্ডার হইতে কর্জ্জ স্বরূপ দিয়া দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিবে। দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইলে এবং অবস্থা কিছু ভাল হইলে ক্রমে দুর্ভিক্ষপীড়িত সমিতিকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

গ্রাম্য-সমিতির দেয় অংশ সহর সমিতির ভাণ্ডারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাঠাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে গ্রাম্য-সমিতি তাহার অধীন এলাকামধ্যে সভ্যগণের বিশেষ প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে কর্জ্জ দিতে পারিবেক। ঐ ঋণ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে সময় ও অবস্থানুসারে সুদ লওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বৃত্তি-ভাণ্ডার বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আভাস মাত্র উল্লিখিত হইল। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে সমাজের ইহা একটী বিবেচ্য বিষয় মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

৪র্থ কর্ত্তব্য। স্বাবলম্বন।

পরমুখাপেক্ষী হইলে কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত স্বাধীন বৃত্তির স্ফুরণাভাবে প্রকৃত উন্নতি হওয়া কঠিন। সুতরাং উন্নতির অন্যতম উপাদান স্বাবলম্বন। গবর্ণমেণ্ট যতক্ষণে যাহা আমাদের জন্য করিবেন, আমরা ততক্ষণে তাহা করিব, এ নিয়মে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। প্রত্যেক উন্নতিকর কার্য্য চিন্তা করিতে হইবে, এবং তাহা যথাসাধ্য স্বাধীন ভাবে উদ্যমশীলতার বলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন শিক্ষার জন্য যে সকল ভার দিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই অকিঞ্চিৎকর কার্য্যও আমাদের স্বাবলম্বন শিক্ষার অভাব বশতঃ এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য কারণে আমরা সময়ে সময়ে নানা প্রকার অনর্থ ঘটাইয়া উপহাসাস্পদ হইয়া থাকি। যাহাতে

পাশ্চাত্য সভ্য জাতির সমক্ষে উপহাসের পাত্র না হইতে হয়, তাহার জন্য সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইতে হইবে, নতুবা কেবল পূর্ব্বপুরুষের গুণ কীর্ত্তন করতঃ উপহাস উপেক্ষা করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। কাল্পনিক মান অভিমান সম্ভবমত বিসর্জ্জন দিয়া পরাধীনতা প্রবৃত্তির যথাসম্ভব হ্রাস এবং স্বাধীন বৃত্তির অবলম্বন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ইংরেজ জাতি আমাদের রাজা, এই জাতির স্বাবলম্বন একটী প্রধানতম গুণ। তাহাদের আহার, বিহার, পরিচ্ছদাদির অনুকরণ অপেক্ষা গুণ অনুকরণ করাই শ্রেয়ঃ। আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট প্রায় সকল বিষয়েই পদে পদে পরাজিত হই কেন! তাহারা কোনগুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর এই বোধ হয় যে, যাহার অপেক্ষা যে যে কোনগুণে শ্রেষ্ঠ, সে সেই শ্রেষ্ঠতর গুণের সাহায্যে তাহার প্রতি সাধারণতঃ সেই পরিমাণে প্রাধান্যস্থাপন করিতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যজাতির প্রকৃতি ও আমাদের প্রকৃতিতে বিভিন্ন এই যে, আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার প্রতি প্রভুত্ব স্থাপন দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া সেই অবস্থানুযায়িক আমাদের প্রকৃতি গঠন করতঃ তদনুগত হইয়া চলিয়া থাকি; কিন্তু অধিকাংশ পাশ্চাত্য সভ্য-জাতির প্রকৃতি তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন; তাহারা সেই অবস্থার প্রতি প্রভুত্ব স্থাপন করতঃ তদ্দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনার্থে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকে, তজ্জন্যই তাহাদের প্রবল উদ্যম-পূর্ণ শক্তির নিকট আমাদের উদ্যমবিহীন ক্ষীণ শক্তি লীন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির সহিত আমাদের সংঘর্ষ এক্ষণে অপরিহার্য্য, সুতরাং যাহাতে তাহাদের সেই শক্তির অনুকরণ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে স্বাবলম্বন একটী প্রধানতম সহায় স্বরূপ গণনীয়।

৫ম কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধে প্রজ্ঞাত অবলম্বন।

এবিষয়ে এত বক্তব্য আছে যে তৎসম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিতে

হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে কয়েকটী কথার উল্লেখ করা যাইতেছে মাত্র। পাশ্চাত্যজাতির বিবাহ চুক্তিপ্রধান এবং আর্য্যজাতির বিবাহ ধর্ম্মপ্রধান ছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রকৃত পক্ষে হ্রাস হইয়া ক্রমে চুক্তির প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কন্যা ও বরপণ এবং বরকন্যাভরণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সেই প্রাধান্য-প্রবলতা-পরিচায়ক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কন্যাপণ অপেক্ষা বরপণের বৃদ্ধি সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আভরণের সংক্রামকতা ও বৃদ্ধি উভয়েরই আছে। এই উভয়ই পরোক্ষভাবে সমাজের পক্ষে অহিতকর, সুতরাং তাহার প্রতিকার প্রয়োজনীয়। কেহ বলিতে পারেন, এই প্রথায় ব্যক্তিগত অনিষ্ট ভিন্ন জাতিগত অনিষ্টের কোন কারণ নাই; যে হেতু ইহাতে অর্থ হস্তান্তরিত হইয়া থাকে মাত্র। যেমন এক জনের অর্থ হ্রাস হয়, তেমন অন্যের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই মত ভ্রমাত্মক। কারণ ইহাতে অনেক প্রকারে অর্থের অনুৎপাদক ধ্বংস হইয়া থাকে। অর্থের অনুৎপাদক ধ্বংসই পরোক্ষভাবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মূল ধনাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ব কথিত বিষয় সকল মনোযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক কথার উল্লেখ না করিয়া, অন্যান্য বক্তব্য বিষয় উল্লিখিত হইল।

প্রত্যেকেরই বিবাহ করিবার পূর্ব্বে নিজের অবস্থা এবং বিবাহের পরিণাম ফল এতদুভয়ের পরস্পর তুলনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কেবল বংশ রক্ষার ধুয়া ধরিয়া কতকগুলি দুর্ভাগার সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সমাজের স্কন্ধে প্রতিপালনের ভার স্থাপন যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহাদের ঐ সকল বিষয় ভাবিবার উপযুক্ত জ্ঞান বা বয়স হয় নাই, তাহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া বিবাহ না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়ার এক সুবিধা এই হইতে পারে যে, বিবাহার্থীর অভিভাবকের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায, উচ্চ শিক্ষা প্রদানোপযোগী ব্যয়-ভার-বহনে অক্ষম হইলেও শ্বশুর-কুলের অবস্থা ভাল হইলে তদ্দ্বারা সে অভাব পূরণ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ স্থলেও বিবাহার্থীর বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি ভবিষ্যতে কৃতকার্য্য হওয়ার যোগ্যগুণাবলি আছে কি না, তৎসম্বন্ধে

বিশেষ অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। নতুবা হিতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি অন্যান্য জাতি, সকলের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক পার্থক্য তিরোহিত হইয়া স্ব স্ব বর্গের মধ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে আন্তর্ব্বর্ণিক-বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, বর্ত্তমান অসুবিধা নিবারণের সঙ্গে একতাস্থাপন বা বৃদ্ধির পক্ষে অনেকাংশে সুবিধা হইতে পারে। কৌলীন্যাদি সম্মান বংশগত না রাখিয়া যাহাতে গুণগত হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। বিবাহ সম্বন্ধে কন্যা কর্ত্তার প্রতি আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত একটী মূল্যবান উপদেশ এই যে, কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক পালন ও শিক্ষাদান করতঃ শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান বরে ধন রত্ন সহিত সম্প্রদান করিবে। কিন্তু আমাদের সমাজের এমনি অধোগতি হইয়াছে যে, সমাজে যাহারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান বলিয়া পরিচিত, এবং যাঁহারা কুলে মানে অগ্রগণ্য ও কথায় কথায় শাস্ত্রীয় প্রমাণের দোহাই দিয়া যে কোনরূপ জীর্ণ সংস্কারের বাধা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেককে দুষ্ক্রিয়াশক্ত মূর্খ পাত্রে দুগ্ধপোষ্য কন্যা দান বা তাহাদের ভাষায় গৌরীদান করিয়া কাল্পনিক কুল রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়া থাকে। শাস্ত্রের উক্ত উপদেশের অবমাননা করিলে এসম্বন্ধে অনেক কুপ্রথা দূরীভূত হইতে পারে। বাল্য-বিবাহে বিবাহ সম্বন্ধে পাত্র পাত্রীর প্রাজ্ঞতা সম্ভবে না, সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সংস্থষ্ট ধরিলে তাহা যে যথাসম্ভব বর্জ্জনীয় তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল কথায় কেহ কেহ হয় তো মনে করিতে পারেন যে, প্রকারান্তরে ঐ সকল উক্তিতে ইংরেজ জাতির বিবাহ প্রণালী কোর্টসিপ প্রথার সমর্থন করা যাইতেছে। বস্তুতঃ সে মতের পরিপোষণ করা উদ্দেশ্য নহে।

৬ষ্ঠ কর্ত্তব্য। কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধান।

ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত মূলধন দ্বারা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উন্নতির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। বৎসর বৎসর

আমাদের দেশে বিদেশ হইতে দিয়েশলাই, ছাতা, নানাবিধ বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। অন্যদেশ দূরে থাকুক, নব্য সভ্য যাপান দ্বীপ হইতে আমাদের দেশে দিয়েশলাই আমদানী হইয়া ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ সকল দ্রব্য অনায়াসে আমাদের দেশে ও উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল নিত্য ব্যবহার্য্য প্রযোজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিলে, তাহা বিদেশে রপ্তানী হউক বা না হউক অন্ততঃ অন্তর্ব্বাণিজ্য দ্বারা প্রধানতঃ দুই প্রকারে দেশের উপকার সাধিত হইতে পারে। যথা,—একপক্ষে মূলধন নিযোগ দ্বারা শ্রমজীবী-গণের মধ্যে বিভাজ্য ব্যাপ্ত মূলধনের বৃদ্ধি হওযায তাহাদের আযের পথ প্রশস্ত হয এবং অন্যপক্ষে এই সকল দ্রব্যের কারখানা পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুসারে চালাইলে দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হইবার আশা করা যায, এবং তাহা হইলে অর্থের ক্রয়করী শক্তি বৃদ্ধি হওযায সাধারণের ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে বিদেশী শিল্পের যথাসম্ভব অনাদর এবং দেশীয শিল্পের আদর করা প্রযোজনীয়। কি বিদেশী কি দেশী শিল্পজাত বিলাস-দ্রব্যের যথাসাধ্য অনাদর করা, বা তাহা ক্রযের জন্য অর্থের অপব্যয না করা যে সাধারণের হিতজনক তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইযাছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রযোজন। তবে শেষ বক্তব্য এই যে, বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ যাঁহারা না করিবেন, তাঁহারা অন্ততঃ স্বদেশজাত বিলাস-দ্রব্য দ্বারা যে স্থলে সেই বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে, সে স্থলে বিদেশী বিলাস-দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন। যথা; ইংরাজি এসেন্স বা গন্ধ দ্রব্য অপেক্ষা দেশী আতর, গোলাপজল, কেওড়া, ফুলতৈল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য স্থাযী সুগন্ধবিশিষ্ট এবং স্নিগ্ধবীর্য্যসম্পন্ন হওযায আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে উপযোগী বোধ হয। এ অবস্থায বিলাতী ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার (Lavender water) পমেটম্ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ঐ

সকল দ্রব্য ব্যবহার করাই যুক্তি-সঙ্গত, এবং দেশের লোকের মঙ্গল-সাধনের জন্য শ্রেয়স্কর। বিশেষতঃ বিলাতী অল্পমূল্যের পমেটম্, সাবান (Soap) এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য যাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন বা ব্যবহার করিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদের জানা উচিত যে ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেকের উপাদান অতিশয় ঘৃণাজনক পদার্থ, এবং তাহা শরীরের কান্তি-নাশক এবং সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার বিরোধী। যথা পমেটমের প্রধান উপাদান নানাবিধ মিশ্রিত চর্ব্বি ও সুগন্ধি তৈল, যেমন দারুচিনির তৈল আদি। সাবানের প্রধান উপাদান চর্ব্বি, চূণ বা ক্ষার। এই সকল দ্রব্য ব্যবহারে মাথার চুল উঠিয়া যাইতে পারে, এবং উহা শরীরের কোমলতা বা কমনীয়তার পক্ষে হানিজনক। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সকল সুলভ আশু প্রীতিকর অথচ পরিণামে অহিত-জনক পদার্থ ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয় ও শ্রেয়ঃ।

৭ম কর্ত্তব্য। শিক্ষা-বিস্তার।

শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মার্জ্জিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে শ্রমের উপযোগিতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রমজীবীরা শিক্ষিত হইলে ঐ ফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। তজ্জন্য তাহাদের শিক্ষা বিধান দ্বারা বুদ্ধি শক্তির পরিমার্জ্জনে যত্নবান হইতে হইবে। সাধারণ পুস্তকালয় ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা ঐ কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। সাধারণ পুস্তকালয়ে নভেল নাটকের ছড়াছড়ি না করিয়া, শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়াদি সরল প্রবন্ধে পরিপূর্ণ পুস্তকাদি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত রাখা প্রয়োজনীয়। ইহাতে কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণী তৎসাহায্যে স্বস্ব কাযক্করী ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারে। অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতে এখনও ঐ শ্রেণীর প্রবৃত্তি সাধারণতঃ প্রবল হয় নাই, এবং অনেকের পক্ষে অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষালাভ করা সাধ্যাতীত কার্য্য। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদ্যপি তাস, পাশা প্রভৃতি বৃথা সময়নষ্টকর আমোদের মমতা পরিত্যাগ করিয়া নৈশ

বিদ্যালয-স্থাপন করতঃ অবসর মত পালাক্রমে ঐ শ্রেণীর লোককে অবৈতনিক রূপে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে। এস্থলে এই কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, কেবল এঞ্জিন চলিলে আশানুরূপ ফল হইবে না, তৎসঙ্গে সংযোজিত হইয়া ট্রেণ যাহাতে চলিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৮ম কর্ত্তব্য। করভারের লঘুতা ও ধার্য্যকরের যথোপযুক্ত ব্যয়।

করভারের লঘুতা সম্পাদন ও ধার্য্যকরের যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজনীয়। এই চেষ্টা অতি ধীরভাবে, বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত করিতে হইবে, নতুবা কার্য্যোদ্ধারের পরিবর্ত্তে কার্য্যহানি হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে জমীদার শ্রেণী, কি প্রজাশ্রেণী উভয়কেই মিলিতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় মহা সমিতির (National Congress) এই পক্ষে যত্ন আছে। যত্ন দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে হইলে মহাসমিতির আয় ও শক্তির বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অনেকগুলি বিষয়ের জন্য এককালীন প্রার্থনা না করিয়া ক্রমে ক্রমে সম্ভবমত সাধারণের অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুফল লাভের জন্য সাধ্যানুসারে ভগ্নোদ্যম না হইয়া কার্য্যকরী চেষ্টা করিতে হইবে। আধুনিক স্বাধীন প্রকৃতি বিশিষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যজাতিগণ ও ঐ সকল বিষয়ে নানাবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অদম্য উদ্যমের বলে ক্রমে ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাহারা যে অবস্থায় যে উপায়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বা হইতেছেন, আমাদের অবস্থার সঙ্গে তাহার অনেক পার্থক্য আছে। সুতরাং আমরা ঠিক সেই রীতি অনুসরণ করিলে কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা কম। আমাদের অবস্থা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অবলম্বিত পন্থা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯ম কর্ত্তব্য। সন্তান-শিক্ষা-প্রণালীর গতি পরিবর্ত্তন।

সন্তান সন্ততিগণের স্বাভাবিক শক্তি, প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা বিধানের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মের অন্যথা দ্বারা অনেকের পক্ষে বিপথে চালিত শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন অনেকে

এমন আছেন যে, আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইয়াছেন, কিন্তু দুকথা সংলগ্ন করতঃ দাঁড়াইয়া বলিতে হইলেই গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়; সে রকম লোকের ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন বিড়ম্বনা মাত্র। অভিভাবকের কেবল স্বীয় ইচ্ছানুসারে শিক্ষার বিষয় বিভাগ না হইয়া, শিক্ষার্থীর শক্তি ও অনুরক্তি অনুসারে বিষয় বিভাগ হইলেই ঐ প্রকার বিড়ম্বনার লাঘব হইতে পারে। বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা আদি শিখাইবার জন্য বা সিভিলিযান হইবার জন্য এদেশ হইতে যেমন পাশ্চাত্য প্রদেশে বর্ষে বর্ষে শিক্ষার্থী প্রেরিত হইয়া থাকে, কৃষি, শিল্প, নৌবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কার্য্যকর শিক্ষার জন্য ও সেইরূপ শিক্ষার্থী প্রেরিত হওয়া কর্ত্তব্য। এবং ঐরূপ প্রেরিত ব্যক্তি কার্য্যকরী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাহাদিগকে নেতা করিয়া ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত ব্যবসায় দ্বারা, কৃষি শিল্পাদির যে সকল বিষয়ে আমাদের দেশের তুলনায় পাশ্চাত্য প্রণালী ফলপ্রদ তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। জাপান রাজ্যে এই প্রথার দ্বারা বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

উচ্চ শিক্ষার উন্নতি উদ্দেশ্যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালীর সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয়। রাশিকৃত পুস্তক পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ বিদ্যা বা পুথিগত বিদ্যালাভ ও তজ্জনিত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় না দিয়া যাহাতে অধীত বিষয়ে প্রকৃত কার্য্যকর জ্ঞান লাভ এবং শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হয় সেইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

১০ম কর্ত্তব্য। শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় জমীদার শ্রেণীর কর্ত্তব্য কার্য্যমধ্যে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১১শ কর্ত্তব্য। জীবনের লক্ষ্য অবধারণ ও তৎসাধনোদ্দেশ্যে দৃঢ়তা।

প্রত্যেকেরই স্বীয়শক্তি, অনুরক্তি ও অবস্থানুসারে বিবেচনা করিয়া জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করা কর্ত্তব্য; এবং সেই লক্ষ্য সাধনোদ্দেশ্যে দৃঢ়তা

স্থিরতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতাদি অবলম্বন পূর্ব্বক যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অবস্থার উন্নতি অবনতির সহিত এই লক্ষ্য অবধারণ ও সাধনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই লক্ষ্যের অস্থিরতা বা তৎসাধনে দৃঢ়তার অভাব এই জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায় স্বরূপ গণ্য। লক্ষ্য স্থির করতঃ যে কার্য্যই অবলম্বন করা যাউক না কেন, তাহাতে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। জীবনের লক্ষ্য অবধারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল এবং বিজ্ঞ সিড্‌নি স্মিথ্ ও এডাম্‌সের (Adams) নিম্নলিখিত উক্তি দুইটী বিবেচনা যোগ্য। মিঃ স্মিথ্ একস্থানে বলিযাছেন,—Be what nature intended you for, and you will succeed, be any thing else, and you will be ten thousand times worse than nothing." অর্থাৎ তোমার প্রকৃতি যে কার্য্য সাধনোপযোগী তাহাই, অবলম্বন কর, কৃতকার্য্য হইবে; তদ্ব্যতিরেকে তোমার অবলম্বিত লক্ষ্য কোনই কার্য্যকর হইবে না। মিঃ এডাম্‌স বলিয়াছেন,—'To do that which you know you can do, and which your heart wishes you to do, that is the secret of success." অর্থাৎ যাহা করিতে তোমার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় এবং যাহা করিতে পারিব বলিয়া তোমার বিশ্বাস, তাহারই অনুষ্ঠান কর, ইহাই কৃতকার্য্য হইবার গুপ্ত মন্ত্র।

১২শ কর্ত্তব্য। সময়ের সদ্ব্যবহার ও কার্য্যানুসারে বিভাগ, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ বা তাহাতে তন্ময় হইয়া প্রবৃত্ত হওন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা।

প্রকৃত পক্ষে ভাবিয়া দেখিলে আমাদের জীবনে সময়ের পরিমাণ কর্ত্তব্য কার্য্যের পরিমাণের তুলনায় অতি অল্প, অনিশ্চিত এবং সীমা বিশিষ্ট। সুতরাং যাহাতে সেই অমূল্য সময়ের ক্ষণমাত্র ও বৃথাকার্য্যে বা আলস্যে ব্যয়িত না হইয়া সদুদ্দেশ্যে বা মহদুদ্দেশ্য-সাধনে বা জ্ঞান-সঞ্চয়ে ব্যয়িত হয় তাহার জন্য বিশেষ লক্ষ্য সহকারে যত্ন লওয়া প্রয়োজনীয়। এজগতে যাঁহারা মহদুদ্দেশ্য-সাধন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের সকলেরই মূল মন্ত্র বা সহায় সময়ের যথার্থ ব্যবহার। ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট একটী কথা বিশেষ

উল্লেখ যোগ্য বোধে এস্থলে উল্লিখিত হইল। বিজ্ঞ, সময়-সেবক মিঃ আর্ণলকে কোন সময়ে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, "We are now old, is it not time to rest?" এই কথার উত্তরে আর্ণল গম্ভীর ভাবে বলেন,— "Rest! Have we not all eternity to rest in?" অর্থাৎ (প্রশ্ন) এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি,এসময় কি বিশ্রামের সময় নহে? (উত্তর) বিশ্রাম! বিশ্রামের জন্য কি আমাদের অনন্ত কাল নাই। অর্থাৎ মৃত্যুর পর চির বিশ্রামের জন্য যখন অনন্ত সময় রহিয়াছে, তখন এ জীবিতাবস্থায় বিশ্রামের আবশ্যকতা কি? এই কথাটি বড় সারবান্ এবং সকলেরই স্মরণ যোগ্য।

প্রজাশ্রেণীর ২য় ভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য।

১ম কর্ত্তব্য। মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় ও সম্মিলিত ব্যবসায়।

এই সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া অবশিষ্ট যাহা বক্তব্য আছে এবং যাহা সাধারণতঃ কৃষক,শ্রমজীবী ও শিল্পজীবী শ্রেণীর ব্যক্তি দিগের পক্ষে উপযোগী তৎসম্বন্ধে এস্থলে উল্লেখ করা যাইবে। সম্মিলিত ব্যবসায় অবলম্বন দ্বারা এই শ্রেণীর বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। সাধারণতঃ পল্লীগ্রামবাসী কৃষক বা শ্রমজীবিগণকে তাহাদের ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। তাহারা যদ্যপি মিলিত হইয়া যথাসাধ্য কিছু কিছু মূলধন দিয়া, সেই সম্মিলিত মূলধন কোন বিশ্বস্ত ব্যবসাবুদ্ধিযুক্ত ও কর্ম্মঠ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহা দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান করে, তাহা হইলে তাহারা দুই প্রকারে উপকৃত হইতে পারে। যথা, সুলভ মূল্যে বা সস্তাদরে প্রয়োজনীয় ভাল জিনিষ পাইতে পারে, এবং তাহাদের দত্ত মূলধনের লাভ পায়, এবং তাহা দ্বারা পরোক্ষভাবে অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি জন্মায় ও বলবতী হয়। যে ব্যক্তির প্রতি দোকানের কার্য্য পরিচালনের ভার থাকিবে সেও ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনের যথাসাধ্য অংশীদার হইলে সুবিধার কথা। পরিচালক ব্যক্তি তাহার পারিশ্রমিক, প্রদত্ত মূলধনের লভ্যাংশ এবং তাহা ব্যতীত পূর্ব্ব কথিত হিসাবে মোট মূলধনের উপর লাভের কিয়দংশ পাইবে, এরূপ নিয়ম থাকিলে ব্যবসায়ের উন্নতি ও লাভের দিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য

হইতে পারে। মূলধনের লভ্য অংশ দুই প্রকারে অংশীদারদিগের মধ্যে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, নগদ মুদ্রা অথবা তদুপযুক্ত প্রয়োজনীয় "দ্রব্য সামগ্রী"। এই প্রণালী বিবৃতির উদ্দেশ্যে এস্থলে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। ২৫জন কৃষক, শ্রমজীবী বা শিল্পজীবী ব্যক্তি মিলিত হইয়া এইরূপ একটী দোকান বা ব্যবসায় করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবসায় পরিচালনোপযোগী প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ ১০০৲ টাকা স্থির করিল; এবং স্থিরীকৃত মূলধনের প্রত্যেক অংশের মূল্য ১৲ টাকা অবধারিত করিয়া নিজ নিজ ক্রয়করী শক্তি অনুসারে কেহ বা ২টী অংশ, কেহ বা ৪টী, কেহ বা তদপেক্ষা বেশী অংশ ক্রয় করতঃ ১০০ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া, ঐ এক শত টাকা দ্বারা সাধারণভাবে একখানি মুদীর দোকান খুলিল। দোকানে চাউল, দাইল, গুড়, তামাকু, লবণ,রন্ধন মশলা, তৈল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বা কেনা বেচা চলিতে লাগিল। ইহার এক সুবিধা এই যে, ইহাদ্বারা সুলভ মূল্যে ভাল জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। কোন নিকটস্থ হাট বা নিকটস্থ সহরের (যেখান হইতে মাল আমদানী করিবার খরচা কম পড়ে) কোন মহাজন অথবা সম্ভব মত মূলদ্রব্য উৎপাদকের নিকট হইতে দোকানের জন্য জিনিষ ক্রয় করার নিয়ম করা হইল। দোকানের গ্রাহক দিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর গ্রাহক হইতে পারে; যথা,—মূলধনের অংশীদার এবং গ্রাহক; অন্যপক্ষে অংশীদার নহে, অথচ নিয়মিত সাধারণ গ্রাহক। দোকানের সরঞ্জাম খরচ ও মূলধনের টাকার প্রচলিত হারের সুদবাদে টাকা প্রতি ৴১০ আনা লাভে অর্থাৎ যথা সম্ভব স্বল্প লাভে এবং নগদ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের নিয়ম করা হইল। এই নিয়মে দ্রব্য সুলভ পাওয়ায় দ্রব্যের বিক্রয় বা কাটতি বেশী হইতে পারে এবং, তাহাতে মূলধনের শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন হওয়ায় গড়ে অধিক লাভ দাঁড়াইতে পারে। অংশীদার গ্রাহকদের জন্য এই নিয়ম হইতে পারে যে, তিন মাস অন্তর অথবা বর্ষের শেষে যে লাভ দাঁড়াইবে; তাহার হিসাব মত তাহারা তাহাদের প্রাপ্য অংশ নগদ পাইবে; অথবা সেই অংশের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইবে; অথবা অংশের পরিমাণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণ ক্রেতার জন্য বিক্রয়ের দর অপেক্ষা কমদরে পাইবে,

অথবা দোকানের ফণ্ডে জমা রাখিলে সুদ পাইবে, অথবা মূলধন বৃদ্ধি বা অংশ বিক্রয় স্থলে তাহা ক্রয় করিতে পারিবে। অন্য পক্ষে সাধারণ নগদ ক্রেতার জন্য এই নিয়ম করা যাইতে পারে যে, ক্রেতারা যত টাকার দ্রব্য মোট নগদ মূল্যে ক্রয় করিবে, তাহার তিন মাস অন্তর হিসাব হইবে। তিন মাস অন্তর দোকানের হিসাবে যে টাকা লাভ দাঁড়াইবে, তাহার মধ্যে সরঞ্জাম-ব্যয়,মূলধনের টাকার সুদ, অংশীদারদের মধ্যে বিভক্ত লভ্যঅংশ অবস্থানুসারে শতকরা একটী নির্দ্দিষ্ট হার, যথা, ৫৲টাকা বা ১০৲টাকা,এবং সঞ্চিত ভাণ্ডারের জন্য অংশ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নিয়মিত নগদান গ্রাহকদিগের মোট দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে মোটের উপর শতকরা নির্দ্দিষ্ট সমান অংশে বিভক্ত হইবে। সেই লভ্য অংশ গ্রাহকের ইচ্ছা অনুসারে নগদ বা তদুপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে। এই নিয়ম অংশীদার গ্রাহকদিগের প্রতি ও থাকিবে। দৃষ্টান্ত যথা; ত্রৈমাসিক হিসাবে যদি শতকরা লাভ ৩০৲ টাকা হয়, তবে সরঞ্জাম জন্য যেন ১০৲ টাকা, সুদ ৩৲ টাকা, সঞ্চিত ভাণ্ডারের জন্য ৩৲ এবং অংশীদারদের জন্য ১০৲ টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৲ টাকা বাদ যাইয়া ৪৲ টাকা অবশিষ্ট রহিল। এই ৪৲ টাকা পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে গ্রাহকদিগের মধ্যে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই নিয়মের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সহানুভূতির সঞ্চার হইয়া উভয় পক্ষেরই হিতসাধন হইতে পারে। এই ব্যবসায়ে ধারে বিক্রয় প্রথা সম্ভব মত রহিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ধারে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের কতকগুলি দোষ আছে। যাহারা ধারে ক্রয় করে, তাহাদের প্রথমতঃ মানসিক স্বাধীনতার লাঘব হইতে পারে, পরে ঐরূপ অভ্যস্ত হইলে নগদ ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং অনেক স্থলেই তাহাদিগকে নগদ মূল্যের দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। আর যাহারা ধারে বিক্রয় করে, তাহাদের মূলধন শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না, তজ্জন্য টাকা পাওয়ানা থাকা সত্বেও সময়ে সময়ে নূতন মূলধন ব্যবসায়ে যোগ করিতে হয়; অথবা মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়, ও তজ্জন্য মূল্য অধিক দিতে হয়; সুতরাং এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করা তাহাদের পক্ষে

অসুবিধাজনক বা অসম্ভব হইয়া উঠে। অন্যপক্ষে যাহারা ধারে ক্রয় করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের বাঁকির পরিমাণ অধিক হইলে, তাহা তাহারা সহজে পরিশোধ করিতে পারে না, অথবা কেহ কেহ একেবারেই অশক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু ধার প্রথা ব্যবসায়ের পক্ষে কেবলই হানিজনক তাহা নহে, ইহা অবস্থার সীমা অতিক্রম না করিলে, ইহাদ্বারা অন্যপক্ষে ব্যবসা-পরিচালন সম্বন্ধে সময় ও অবস্থানুসারে সমতারক্ষা হওয়ায় উপকার হইয়া থাকে।

বিলাতে বিখ্যাত রক্‌ডেল পাইওনিয়র কোম্পানী, মূলে সামান্য জনকতক শ্রমজীবীর উদ্যোগে ও তাহাদের প্রদত্ত সম্মিলিত মূলধন দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাহাদের ব্যবসায় ক্রমে এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, তাহারা সমধিক উন্নত অবস্থায় বণিজ দ্রব্য উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে তাহাদের সংগৃহীত মূলধনের দ্বারা তাহাদের ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একখানি সামান্য দোকান স্থাপিত হয়। তখন তাহারা হাট হইতে অথবা নিকটস্থ সহর হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া বেচিত। পরে মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা দোকানের দুই বিভাগ করে; যথা পাইকারী বিক্রয় এবং খুচ্‌রা বিক্রয়। এক মূল গুদাম করিয়া, তাহাতে বণিজ দ্রব্যাদি দ্রব্য-উৎপাদক-দিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া, তাহা বিক্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে খুচ্‌রা বিক্রয়ের অভিপ্রায়ে দোকান খুলে। ক্রমে তাহারা তাহাদের ব্যবসায় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার কারখানা স্থাপন আরম্ভ করে। ফলতঃ সামান্য শক্তি হইতেই ক্রমে কালসহকারে প্রবল শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে প্রয়োজন; ন্যায়পরতা, অদমনীয় উদ্যম, এবং ব্যবসায় বুদ্ধির প্রখরতা। আমাদের দেশের কৃষক আদি শ্রেণীর ব্যক্তিরাও চেষ্টা করিলে ঐ কোম্পানীর প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিয়া তাহা দ্বারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে ক্ষমবান্ হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে সম্মিলিত-ব্যবসায় প্রণালী নানা প্রকার অবলম্বিত হইতে পারে। যথা, আকের চাষ, এবং আক মাড়া কল ক্রয় ও ব্যবহার, কৃষি ও শিল্পজাত অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয় জন্য বাণিজ্য প্রধান স্থানে আড়ত আদি স্থাপন

ইত্যাদি। অনেক কৃষক অনেক টাকা ভাড়া দিয়া আকমাড়া কল ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহাদের অবস্থা ভাল নহে, তাহারা ভাড়ার দর বেশী হইলে কল ব্যবহারের উপকার ভোগ করিতে পারে না; কিন্তু তাহারা সম্মিলিত মূলধনের দ্বারা ঐরূপ কল খরিদ এবং তাহা অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে ব্যবহার করিতে পারে। এইরূপে উক্ত উপায় অবলম্বন দ্বারা অনেক বিষয়েই তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। সম্মিলিত-ব্যবসায় চালাইতে হইলে, বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য্য, এমন নহে। সাধারণ ব্যবসায় বুদ্ধি, কর্ম্ম-পটুতা, ন্যায়-পরতা এবং তৎসঙ্গে সামান্য হিসাব বোধের উপযোগী লিখা পড়া জানিলেই কাষ্য চলিতে পারে। সাধারণ শিক্ষার ক্রমে যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে এই শ্রেণীর মধ্যেও চেষ্টা থাকিলে ঐরূপ লোকের অভাব হইবে না।

এসম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিবেচনা যোগ্য। বিলাতে কৃষক, শ্রমজীবী, এবং শিল্পজীবিগণের পৃথক পৃথক অথবা মিশ্রিত সমিতি আছে। এই সমিতি বিশেষের সভ্যগণকে সমিতির ভাণ্ডারে সাপ্তাহিক উপার্জ্জিত অর্থ হইতে সঞ্চয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে কিঞ্চিৎ চাঁদা দিতে হয়। তাহার বিনিময়ে সভ্যদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, বা কিছুদিন কোন কারণে কর্ম্ম না পাওয়ায় জীবনোপায় বিহীন হইলে, বা সমিতির কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে তাহার অনাথ পরিবারবর্গ সমিতি কর্ত্তৃক সাহায্য পাইয়া থাকে। এরূপ সমিতির অনুকরণে সমিতি গঠন দ্বারা এ দেশের সাধারণ কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর বিশেষ উপকার হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য ভিন্ন ঐ সকল সমিতির অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য ও আছে। যথা, কোন স্থানের কোন ব্যবসায় বিশেষের শ্রমজীবিগণ যাহাতে উপযুক্ত হারে পারিশ্রমিক পাইতে পারে, এবং তাহাদের পরিশ্রমের প্রচলিত নির্দ্দিষ্ট সময় বৃদ্ধি না হয় তজ্জন্য সমিতি চেষ্টা করিয়া থাকে। নানা স্থানের নানা ব্যবসায়ের পারিশ্রমিকের হার ঐ সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকে; এবং কর্ম্মের প্রয়োজন ও কর্ম্ম-প্রার্থীর পরিমাণ বুঝিয়া তদনুসারে শ্রমবিভাগ করাও তাহাদের অন্যতম কার্য্য মধ্যে গণ্য। যেমন, সমিতি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিল যে, কোন স্থানে কোন কারণে, কোন ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ায় তথায় কর্ম্ম প্রার্থী শ্রমজীবীর সংখ্যা অপেক্ষা

অধিক সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, এবং তজ্জন্য অন্য স্থানের তুলনায় তথায় পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ অবস্থায় যেখানে ঐরূপ কর্ম্মোপযোগী শ্রমজীবীরা কর্ম্ম অভাবে অলসভাবে কষ্ট পাইতেছে, অথবা প্রার্থীর পরিমাণের আধিক্য বশতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প হারে পারিশ্রমিক পাইতেছে, সমিতি উদ্যোগী হইয়া প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের মধ্যে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত গমনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিবে। বিলাতের ঐরূপ সমিতি কর্তৃক উক্তরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে অনেক বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইয়া থাকে, সেরূপ দুর্ঘটনা অবশ্য কোন দেশের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। যে কোন কার্য্যেই হউক সভ্যতার বা সাধুতার সীমা অতিক্রম যথাসাধ্য না করাই যুক্তিসঙ্গত।

২য় কর্ত্তব্য। গোধন-রক্ষা।

আমাদের দেশে কৃষক ও শ্রমজীবিশ্রেণীর মধ্যে মুশলমানের সংখ্যা অনেক আছে। কৃষিকার্য্যের জন্য গোধনের সহায়তা হিন্দুদিগের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয়, মুশলমানদিগের পক্ষেও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ কি হিন্দু, কি মুশলমান সকলেরই সন্তানগণ গোদুগ্ধ পান করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারে সুতরাং এরূপ অত্যাবশ্যক এবং উপকারী জন্তুর প্রতি নৃশংস ব্যবহার বা তাহাদিগকে বধ করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল উপকারের বিষয় সম্যক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। আরও বিবেচ্য এই যে, একটী গোহত্যা করিলে তাহাতে কতকগুলি লোকের একদিনের জন্য আহার চলিতে পারে মাত্র, এবং তাহার জীবনের সঙ্গেই তাহার দ্বারা প্রাপ্ত উপকারের শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ গরুটী জীবিত থাকিলে তাহার দুগ্ধে হয়তো একজন লোকের আজীবন আহার চলিতে পারে, এবং তদ্ভিন্ন তাহার গোময়ও গোমূত্র হইতে নানাবিধ উপকার হইয়া থাকে, এবং তাহার ক্রমশঃ বংশ বৃদ্ধি হইয়া গৃহস্থের আর্থিক উন্নতি আদির পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। অন্যপক্ষে কোন উপকারী ব্যক্তি বা প্রাণীর অপকার বা হিংসা করা কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা। এইরূপ কৃতঘ্ন ব্যবহারে বিরত থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অন্যপক্ষে গোমাংস মুশলমানদিগের জীবন ধারণোপযোগী প্রধান উপকরণ মধ্যে গণ্য নহে, বরং

আমাদের দেশের পল্লীবাসী সাধারণ শ্রেণীর মুশলমানেরা অনেক স্থলেই মাংস কদাচ খায়, তাহারা প্রায়ই মৎস্য বা সাধারণ দাল ভাত, শাক শব্জী খাইয়া জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অন্যদিকে গোবধ তাহাদের ধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রথা নহে বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় কুসংস্কারযুক্ত প্রথার বশবর্ত্তী অথবা ঈর্ষার অধীন হইয়া ঐরূপ উপকারী জন্তুর প্রাণবধ না করাই শ্রেয়ঃ। আর এক কথা গোময় বা গোরুর গোবর জ্বালাইবার জন্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত না হইয়া, তাহা হইতে সার প্রস্তুত করিয়া জমীতে প্রযোগ করিলে, জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া কৃষক শ্রেণীর উপকার সাধিত হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের জন্য যাহাতে হিন্দু ও মুশলমানে বিদ্বেষ ভাবের উত্তেজনা না হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা মিলিতভাবে সাধারণ অবস্থার উন্নতি কল্পে যত্ন ও চেষ্টার বৃদ্ধি হয়, তাহাই উভয় পক্ষের অবলম্বনীয় ও মঙ্গলজনক জ্ঞান করিতে হইবে।

৩য় কর্ত্তব্য। বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরাধীনতা বা চাকুরি করা, বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হওয়ায় শ্রমের সাধারণ উপযোগিতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত হইলে, মাদক দ্রব্য সেবনাদি দোষ বিবর্জ্জিত ও তৎসঙ্গে মিতব্যয়িতা অবলম্বন, এবং নানা দেশের নানা হিতকর ও উন্নতিকর বিষয় অবগতি দ্বারা অবস্থার উন্নতি বা পরিবর্ত্তন প্রভৃতি অশেষ প্রকার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে; সুতরাং কৃষকও শ্রমজীবী আদি শ্রেণীর পক্ষেও বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। যেরূপ শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের পক্ষে উপযোগী তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৪র্থ কর্ত্তব্য। প্রয়োজন অনুসারে বাসস্থান পরিবর্ত্তনে কার্য্যকরী ইচ্ছা।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোকের অতিশয় দুরবস্থা হইলেও তাহারা অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহে

না। ইহার ১ম কারণ, শিক্ষার অভাব; ২য় কারণ, সুবিধাজনক স্থানের অবস্থা বা যে স্থানে শ্রমজীবীর অভাব বা অল্পতা হেতু অধিক বেতন বা শ্রমের পারিশ্রমিকের হার অধিক, তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা; ৩য়, কারণ আর্থিক অসঙ্গতি ও বাসস্থানের মমতা; অনেক স্থলে বাসস্থানের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যাইতে পারিলে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও কার্য্যকরী চেষ্টা প্রয়োজনীয়।

৫ম কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞতা ও অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সাবধানতা।

৬ষ্ঠ কর্ত্তব্য। একতা ও স্বাবলম্বন।

এই দুই বিষয় ও এই শ্রেণীর অন্যান্য কর্ত্তব্যের কথা ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

৭ম কর্ত্তব্য। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান।

কি পল্লীগ্রাম বাসী, কি সহর বাসী প্রত্যেকের পক্ষেই সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান একটী প্রধানতম কার্য্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। পানের জন্য ব্যবহৃত জলাশয় ও জল পরিষ্কার রাখা, সাধারণতঃ রাস্তা ঘাট, বাটীর চতুর্দ্দিক আবর্জ্জনা পূর্ণ ও দুর্গন্ধময় না হইয়া যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনও পল্লীগ্রাম-বাসী বা সহরবাসী কৃষকাদি শ্রেণীর সাধারণ লোকেরা এ বিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞও অমনোযোগী। ক্রমশঃ শিক্ষাদ্বারা তাহাদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ এবং অবলম্বনীয় উপায়ে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। ফলতঃ সকল স্থানেই অবস্থানুসারে মিউনিসিপিলিটির অনুকরণে অল্প বা অধিক পরিমাণে কার্য্য চলিতে পারে। গবর্ণমেন্ট আইনে বাধ্য করিয়া যে কার্য্য করাইতে না, পারেন, লোকের হিতাহিত বিবেচনা জ্ঞান ও একতা এবং উদ্যম বলে তদপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য সুন্দররূপে স্বতঃ প্রবৃত্তি দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

উপসংহার।

দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংসৃষ্ট প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্যক আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এবং সকল বিষয় প্রাজ্ঞতা সহকারে যোগ্যতার সহিত পর্য্যালোচনা করাও লেখকের সাধ্যাতীত কার্য্য। সুতরাং মূল আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট সাধারণতঃ স্থূল স্থূল বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশের দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা-নিবারণ একেবারে অসম্ভবনীয় কার্য্য নহে, তবে এ সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে বহুবিধ যত্ন ও চেষ্টার সহিত দীর্ঘকাল অবিরাম কার্য্যতৎপরতা প্রয়োজনীয়; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে সুফল লাভ স্বল্পায়াস সাধ্য নহে। প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট, জমীদার এবং প্রজার সম্মিলিত বল বা উদ্যম ও যত্নের আবশ্যক। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ অদম্য উদ্যমে কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই সহানুভূতির বিশেষ অভাব রহিয়াছে। প্রজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস ও অসহানুভূতি বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বা অবলম্বিত নীতির প্রতি প্রজার অসন্তুষ্টি; অথবা অন্যপক্ষে প্রজার প্রতি জমিদারের অযথা উৎপীড়ন বা জমিদারকে অপদস্থ করিবার জন্য প্রজার ষড়যন্ত্র বা অন্যকথায় দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অযথা অত্যাচার বা উৎপীড়ন, এবং দুর্ব্বলের আত্মরক্ষা উদ্দেশ্যে নীচাশয়তা বা অসদুপায় অবলম্বন দ্বারা সবলের অনিষ্ট চেষ্টা প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাব সর্ব্ব সাধারণের অধোগতির পরি-পোষক এবং উন্নতির প্রধানতম অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে সাধারণতঃ প্রজার হিতসাধন হয়, এবং প্রজার নিকট হইতে গৃহীত অর্থে প্রজারই মঙ্গল সাধিত হয়, এবং তদ্দ্বারা প্রজার হৃদয়ে নৈতিক অধিকার স্থাপন ও বিস্তার হয়, তদুদ্দেশে নিরপেক্ষ ভাবে সাধ্যমত যত্ন গ্রহণ; অন্যপক্ষে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের সুশাসন সংরক্ষিত, এবং সর্ব্বত্র শান্তি অক্ষুন্ন হয়, তাহার জন্য প্রজার সাধ্যানুসারে ত্যাগ স্বীকার ও রাজভক্তির চিহ্ন

স্বরূপ সুরাজ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। আবার যাহাতে প্রজাগণ সুখ ও শান্তিভোগ করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে জমীদারের বিশেষ দৃষ্টি ও তদুদ্দেশ্য-সাধনে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা যেমন উচিত; অন্যপক্ষে জমীদারেরাও যাহাতে পরিমিত নিয়মে সুখ ও স্বচ্ছন্দের বা শান্তির বৃদ্ধির সঙ্গে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যত্ন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রজার ও সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। ফলতঃ কেহ কাহাকে কূটনীতিযুক্ত অসদুপায় অবলম্বন দ্বারা প্রতারণা করিবার চেষ্টা না করিয়া সরলভাবে ন্যায়তঃ, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ভুলিয়া তৎপরিবর্ত্তে আকৃষ্ট হইয়া মিলিত বলের দ্বারা সাধ্যমত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েন, ইহাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও একান্ত বাঞ্ছনীয় ও প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রেণীত্রয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ১ম, ২য়, ৩য়, ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে উল্লিখিত হওযায, কেহ যেন এরূপ মনে না ভাবেন যে, কর্ত্তব্যের গুরুতা ও লঘুতা অনুসারে ঐরূপ ক্রমিক সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইযাছে। বস্তুতঃ কর্ত্তব্যের সাধারণ সংখ্যা নিরূপণই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর এক কথা এই যে, বিষয, বিভাগের সুবিধার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীব কর্ত্তব্য পৃথক রূপে নির্দ্দেশ করা হইযাছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন কোন কর্ত্তব্যকে সাধারণ্যে প্রযুজ্য জ্ঞান করা যাইতে পাবে, এবং তাহা তিন শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর অন্তর্গত ভাবে উল্লিখিত হইলেও তাহার অবস্থা বা নাম ভেদে কোন দুই বা তিন শ্রেণীর পক্ষে প্রবর্ত্তনীয় জ্ঞান করা অসঙ্গত নহে। ফলতঃ বিষয় বিভাগের সুবিধার উদ্দেশ্যে যে রূপে কর্ত্তব্য-বিভাগ হইযাছে, তাহার অবস্থা বিশেষে উপযোগিতা অনুসারে যে যে অংশ সাধারণ বা বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত তাহা সাধারণের বিবেচনাধীন।

দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা।

শ্রীরাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ।।৹ আনা, ডাক মাসুল /৹ আনা।

প্রাপ্তি স্থান—

সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তপ্রেশের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু জগজ্জ্যোতি গুপ্ত মহাশয়ের নিকট ২২১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔসধালয় গঙ্গাধর নিকেতনের অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্নের নিকট ৯০ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা ও মোগল টুলি, নসীপুর (মুর্শিদাবাদ) এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।